লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৫ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

Fortnightly
The Ahmadi
Since 1922

নব পর্যায় ৮০ বর্ষ | ১৯ ও ২০তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ বৈশাখ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ | ১৩ শাবান, ১৪৩৯ হিজরি | ৩০ শাহাদত, ১৩৯৭ হি. শা. | ৩০ এপ্রিল, ২০১৮ ঈসাব্দ

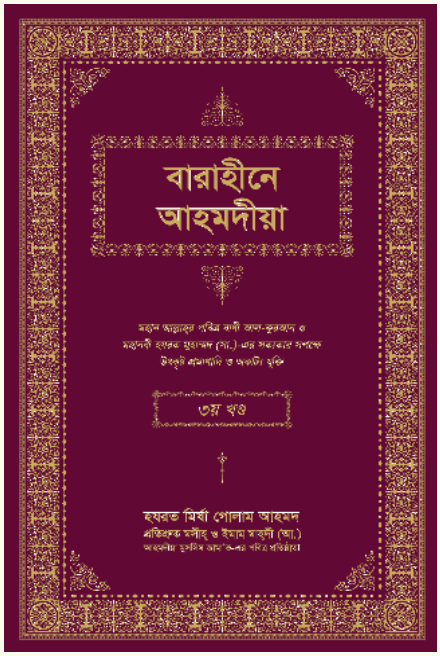

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র তৃতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত, 'বারাহীনে আহমদীয়া' তৃতীয় খণ্ডের মূল পুস্তকটি যেন হঠাৎ করেই শেষ হয়েছে বলে প্রতিভাত হয়। কেননা, তৃতীয় খণ্ডের মূল পুস্তক এবং পাদটীকা-২-এর বিষয়বস্তু চলমান রাখা হয়েছে আর যা ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত পুস্তকটির চতুর্থ খণ্ডে গিয়ে সমাপ্ত করা হয়েছে।

'বারাহীনে আহমদীয়া' পুস্তকটির মূল উর্দু সংস্করণে প্রতিপাদ্য মূলবিষয়, টীকা এবং পাদটীকা একই পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু পাঠকের সুবিধার্থে অনুদিত এই গ্রন্থে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর সদয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মূল পাঠ একটানা ভাবে শেষ করার পর যথাক্রমে টীকা-১১ এবং পাদটীকা ১ ও ২ অংশ সন্নিবেশিত রয়েছে।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফুর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) প্রণীত
'শরায়াতে বয়আত অওর আহমদী কি যিম্মাদারীয়া'
পুস্তকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে

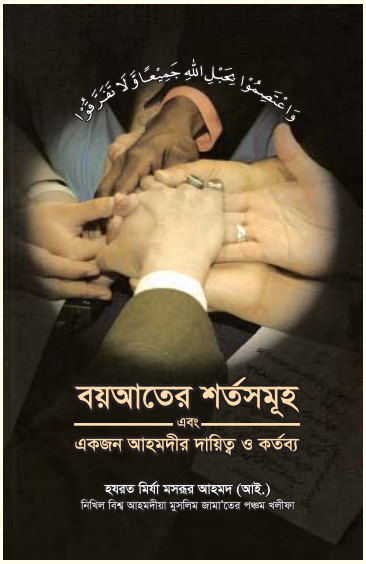

পুস্তকটি সম্পর্কে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দিক নির্দেশনা (ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত)

আমরা যারা ইমাম মাহদী (আ.) বা তাঁর খলীফার নিকট বয়আত গ্রহণ করি তারা এই শর্তগুলো পড়ে থাকি- সাধারণভাবে এর অর্থ বুঝতে পারি কিন্তু এর যে তত্ব ও মাহাত্ম্য তা অনুভব করতে পারি না। যদি আমরা এর মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারি তাহলে এই শর্তগুলো প্রতিপালনে আমাদের ঐকান্তিকতা ও আগ্রহ এবং ইচ্ছা শক্তি আরো বেগবান হয়ে যাবে।

পুস্তকটি প্রত্যেক আহমদীর জন্য একটি 'গাইড বুক' বিশেষ। হুযূর (আই.)-এর মমতা মাখা এ পুস্তকটি থেকে উপকৃত হতে আমাদের সকলের প্রচেষ্টারত থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় সন্তুষ্টির চাদরে আমাদের আচ্ছাদিত হওয়ার সৌভাগ্য দানে কৃপাধন্য করুন। আমীন।

নিবেদক

মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

আপনার কপি সংগ্রহ করেছেন কি? প্রাপ্তিস্থান: কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী

সম্পাদকীয়

যুগ-খলীফার উদাত্ত আহ্বান
আহমদীয়াত প্রকৃত ইসলাম বিস্তারে আত্মনিয়োগ করুন

মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় আমরা এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মহাদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ। শুধু তাঁর অনুসারী হওয়ার মাঝেই আমাদের কল্যাণ নিহিত নয় বরং আমাদেরও কিছু দায়-দায়িত্ব রয়েছে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য হিসেবে অবশ্যই কিছু কর্তব্য রয়েছে, যেগুলো পালন না করলে কেবল বয়আতগ্রহণ কোন মূল্য রাখে না।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেছেন, 'কেবল মৌখিক বয়আতের কোন মূল্য নেই'। তাই আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় যে কাজ, তা হল তবলীগ করা। আহমদীয়া জামা'তের প্রচার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখা। এমনিতেই একজন মুসলমান হিসেবে তবলীগ করা আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আবশ্যক করেছেন, সেই সাথে আমরা এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্র মান্যকারী, তাই একাজ আমাদেরকে আরো ব্যাপক তৎপরতার সাথে করতে হবে।

এ বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করানোর জন্য প্রতিনিয়ত যুগ খলীফা আমাদেরকে নসীহত করে যাচ্ছেন। অতি সম্প্রতি ২০ এপ্রিল ২০১৮ প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হুযূর (আই.) তবলীগের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়েছেন।

সূরা হা মীম আস্ সাজ্‌দা: ৩ আয়াত উল্লেখ করে হুযূর (আই.) বলেন: এই আয়াত একটি পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত আর সেই সকল বৈশিষ্ট্য সম্বলিত যা এক মু'মিনের বিশেষত্ব হওয়া উচিত। একজন প্রকৃত মুসলমানের চেয়ে বেশি কে এই কাজগুলো করতে পারে? আল্লাহ্ তা'লা এখানে যে তিনটি বিশেষত্বের উল্লেখ করেছেন তা যদি কারো মাঝে বিদ্যমান থাকে তাহলে তার জীবনে বিপ্লব সাধিত হতে পারে।

এই তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো- তবলীগ করা, সৎকর্ম করা এবং আনুগত্য ও এতায়াতের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এই ঘোষণা করা যে, আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সব নির্দেশ পালনকারী বা পালনে যথারীতি সচেষ্ট।

হুযূর (আই.) তবলীগের গুরুত্ব তুলে ধরে মহানবী (সা.) এর হাদীস উদ্ধৃত করেন- মহানবী (সা.) তবলীগের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত আলী (রা.)-কে যে নসীহত করেছেন, সেটি আমাদের জন্য এক স্বর্ণময় উপদেশ। তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.) কে সম্বোধন করে একবার বলেন, খোদার কসম! তোমার মাধ্যমে এক ব্যক্তির হেদায়াত পাওয়া তোমার জন্য উন্নত মানের লাল উট হস্তগত হওয়ার চেয়ে শ্রেয়। সেই যুগে, লাল উটকে খুবই মূল্যবান প্রাণী মনে করা হত। যারা লাল উট রাখত, তাদেরকে সবচেয়ে সম্পদশালী মনে করা হতো। তিনি (সা.) বলেন, জাগতিক ধনসম্পদ, এর অর্থাৎ কারো হেদায়াত লাভের মোকাবিলায় কোন গুরুত্বই রাখে না ।

হুযূর (আই.) বলেন: তবলীগের কারণে আপনাদের ধর্মীয় জ্ঞানও বৃদ্ধি পাবে। মহানবী (সা.) আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন নেককর্ম এবং হেদায়াতের দিকে ডাকে সে ততটাই পুণ্যের ভাগী হয় যতটা পুণ্য তার ওপর আমলকারী ব্যক্তি লাভ করে আর সেই ব্যক্তির পুণ্যে কোন ঘাটতি হয় না। খুতবার শেষ অংশে হুযূর (আই.) আমাদেরকে আহবান করে বলেন: আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণীর প্রচার ও বিজয়ের অংশীদার করুন। তওবা, এস্তেগফার এবং দোয়ার ভিত্তিতে যেন আমরা তবলীগের দায়িত্ব পালন করতে পারি। আল্লাহ্ এবং বান্দার প্রাপ্য অধিকার যেন আমরা প্রদানকারী হই। এই অধিকার প্রদানই নেক কর্মের প্রতি মানুষকে মনোযোগী রাখে। আমাদের সকল কাজে খোদার সন্তুষ্টি যেন আমাদের দৃষ্টিতে থাকে। আমরা যেন আল্লাহ্র অনুগত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হই। এইসব কথার প্রতি যদি আমরা দৃষ্টি রাখি তাহলে ইনশাআল্লাহ্ ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুসারে ইসলামের বিজয়ের দিনও আমরা দেখব।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) বলেন, 'জেনে রাখুন! এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্তাই হচ্ছে, আল্লাহ্র রজ্জু। তাঁর(আ.) শিক্ষার ওপর আমল করা, আর খিলাফতের সঙ্গে যুক্ত থাকা তোমাদের দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করবে। খিলাফত হবে তোমাদের ঐক্যের বাঁধন। আর খিলাফত তোমাদের দৃঢ়তার কারণ হবে। খিলাফত তোমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং মহানবী (সা.)-এর মধ্যস্থতায় আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধনে আবদ্ধ করবে। কাজেই, এই রজ্জুকেও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখো। আর যে ধরে রাখবে না সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। কেবল নিজেই ধ্বংস হবে না বরং নিজের বংশধরদেরও ধ্বংসের ব্যবস্থা করবে। ...আজ প্রত্যেক আহমদীকে আল্লাহ্র রজ্জুর সঠিক জ্ঞান ও মর্ম অনুধাবনের প্রতি মনোযোগ দেয়া আবশ্যক। সাহাবীদের মত কুরবানীর মান প্রতিষ্ঠা করতে হলে খোদার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। জামাতের সদস্যরা যদি গভীরভাবে 'হাবলুল্লাহ্'র বিষয়টি অনুধাবন করে তাহলে তারা সত্যিকার অর্থেই এর কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা বর্ণিত পথে বিচরণ করে জান্নাত প্রতিম একটি সমাজের ভিত্তি রাখতে সক্ষম হবে।' (খুতবা জুমুআ, ২৬ আগস্ট, ২০০৫)

তাই আসুন, আমরা সবাই প্রকৃত ইসলামের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করি আর সেই কাজ করতে হবে ঐশী রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন।

সূচিপত্রে

১৫ ও ৩০ এপ্রিল, ২০১৮

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ) ৬
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)
প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৮
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখের **জুমুআর খুতবা**

বিশ্বশান্তি: সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান ১৪
হযরত মির্যা তাহের আহমদ

আমি কিভাবে আহমদী হলাম ১৭
মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী

কবিতা– **কৃতজ্ঞতা জানাই হে প্রভু!** ১৯
মোহাম্মদ নূরুজ্জামান

কলমের জিহাদ ২০
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

আহমদী ও অ-আহমদীর মধ্যে পার্থক্য ২২
মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ

আহমদীয়াতের গৌরবময় ইতিহাস সোনালী হয়ে ওঠা এপ্রিলের দিনগুলো ২৫
মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

পবিত্র মাহে রমযান থেকে উপকৃত হওয়ার পদ্ধতি ২৯
নাবিদ আহমদ লিমন

গ্রাম থেকে উঠে আসা আমার মা প্রফেসর আতিয়া আহমেদ ৩০
রাশেদা জহুরা

অমুসলিম ঘোষণা দেয়া রাষ্ট্রের কাজ নয় ৩৩
মাহমুদ আহমদ সুমন

সংবাদ ৩৬

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ৪৮

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র
সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা বনী ইসরাঈল-১৭

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ۙ﴿۴۶﴾

৪৬। আর তুমি যখন কুরআন আবৃত্তি কর আমরা তখন তোমার এবং যারা পরকালে ঈমান আনে না তাদের মাঝে এক গোপন পর্দা সৃষ্টি করে দেই।

وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ﴿۴۷﴾

৪৭। আর আমরা তাদের হৃদয়ে আবরণ এবং তাদের কানে বধিরতা[১৬২৩] সৃষ্টি করে দেই যেন এ (কুরআন) তারা বুঝতে না পারে। আর তুমি যখন কুরআনে তোমার এক-অদ্বিতীয় প্রভু-প্রতিপালককে স্মরণ কর তখন তারা ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰٓى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ﴿۴۸﴾

৪৮। তারা যখন (বাহ্যত) তোমার কথা শুনতে থাকে তখন তারা যে উদ্দেশ্যে তোমার কথা শুনে থাকে আমরা তা ভাল করেই জানি। (এছাড়া) তারা যখন গোপন পরামর্শে লিপ্ত থাকে (তা-ও আমরা জানি)। (আর) যালেমরা যখন বলে, 'তোমরা কেবল এক যাদুগ্রস্থ ব্যক্তিকেই অনুসরণ করছো' (তা-ও আমরা জানি)।

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿۴۹﴾ ع

৪৯। লক্ষ্য কর, তারা তোমার সম্বন্ধে কী ধরনের কথাবার্তা বানিয়ে বলছে। অতএব তারা পথ হারিয়েছে এবং তারা সরল পথ লাভ করতে সক্ষম হবে না।

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿۵۰﴾

৫০। আর তারা বলে, 'আমরা যখন হাড়গোড়ে পরিণত হবো এবং চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাব, এরপরও কি সত্যিই এক নতুন সৃষ্টির আকারে আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে?'

১৬২৩। এটা ঈর্ষা এবং বিদ্বেষের পর্দা, অথবা মেকী সম্মানবোধ এবং বংশ-গৌরব, অথবা আয় এবং সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার ভয় অথবা দীর্ঘকালের প্রথা এবং বিশ্বাসের আসক্তি প্রভৃতি দৃঢ়রূপে আঁকড়ে থাকার সংস্কার বা বাধা, যা সত্য গ্রহণে অবিশ্বাসীদের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এটা এক সূক্ষ্ম অস্পষ্ট পর্দা, যা কাফিররা উপলব্ধি করতে পারে না।

হাদীস শরীফ

কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকের জন্য শাফাআ'ত করবে

প্রতিদিন সকালে কুরআন তেলাওয়াতে আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে। প্রতিটি আহমদী বাড়ী হতে প্রভাতকালে যেন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের ধ্বনি শুনা যায়। তবেই আমরা কুরআন প্রচারে সফলতা লাভ করব।

কুরআন :

আকিমিস্ সালাতা লিদুলুকিশ্ শামসি ইলা গাসাকিল লায়লি ওয়া কুরআনাল ফাজরে, ইন্না কুরআনাল ফাজরে কানা মাশহুদা (সূরা বনী ইসরাঈল: ৭৯)।

অর্থাৎ–তুমি সূর্য ঢলে যাবার পর হতে রাতের ঘোর অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং প্রভাতে কুরআন পড়াকে গুরুত্ব দাও, নিশ্চয় প্রভাতে কুরআন পাঠ এমন একটি বিষয় যে, এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া হয়।

হাদীস :

আন আবি উমামাতা ক্বালা সামি'তু রসূলুল্লাহে ইয়াকুলু ইকরাউল কুরআনা ফাইন্নাহু ইয়া'তি ইয়াওমাল কিয়ামাতি শাফিআন লিআসহাবিহি।

অর্থাৎ হযরত আবূ উমামা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি : তোমরা কুরআন পড়ো। কারণ কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকের জন্য শাফাআ'ত করবে (মুসলিম)।

ব্যাখ্যা :

পবিত্র কুরআন মানবজাতির জন্য পথ-প্রদর্শক। মধ্যে মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান এতে বিদ্যমান। এটা এমন এক পরিপূর্ণ কিতাব, যার মাঝে আধ্যাত্মিক ব্যাধি হ'তে মুক্তিদানকারী ব্যবস্থাপত্র রয়েছে। কিন্তু পরিতাপ ঐ জাতির জন্য, যাদেরেকে এ মহান গ্রন্থ দেয়া হয়েছে, কিন্তু তারা এথেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আর তাই এ **খায়রে উম্মত** আজ অধঃপতনের অথৈ গহ্বরে পতিত। নামাযের সাথে পবিত্র কুরআনের সম্পর্ক রয়েছে। খোদার নৈকট্য লাভের একমাত্র সহজ উপায় হলো নামায। নামাযের মধ্যে খোদার এ বাণী যেভাবে ভক্তি ও আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়া যায়, অন্য সময় তা সম্ভব নয়। কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা প্রভাতে কুরআন তেলাওয়াতের মহিমা বর্ণনা করেছেন। এর দু'টি অর্থ হতে পারে। প্রথমত: তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠ আর দ্বিতীয়ত: ফজরের নামায আদায়ের পর কুরআন পাঠ। এরূপ কর্ম খোদার নিকট খুবই প্রিয়। যে ব্যক্তি খোদার স্মরণে তার প্রতিদিনের কর্ম সূচনা করে দিনের বাকী অংশটুকু তার উত্তমভাবে কাটানোটাই স্বাভাবিক।

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, কুরআন পাঠকারীর জন্য কুরআন কিয়ামতের দিন শাফাআ'তকারী হবে। এ হ'তে বুঝা যায়, কুরআন পাঠের গুরুত্ব কত বড়। আজ আমরা যারা আখারীনদের দলভুক্ত, তাদের উপর কুরআন প্রচারের মহান দায়িত্ব ন্যস্ত। এ উদ্দেশ্যে সফলতা লাভের জন্য আমাদের সকলকে কুরআন তেলাওয়াতের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং এর শিক্ষার উপর আমল করতে হবে। সঠিকভাবে নাযেরা পড়া শিখতে হবে, তারপর অর্থ শিখতে হবে এবং প্রতিদিন সকালে কুরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্ত হতে হবে। প্রতিটি আহমদী বাড়ী হতে প্রভাতকালে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের ধ্বনি উত্থিত হতে হবে। তবেই আমরা কুরআন প্রচারে সফলতা লাভ করব। কুরআনেরই অপর নাম ইসলাম ও হযরত নবী করীম (সা.)। তাই কুরআনের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে ও কুরআন পাঠ না করলে উপরোক্ত দু'টি বিষয়ই অজানা থেকে যাবে। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) বলেছেন, কুরআনকে যে ইজ্জত দিবে, আকাশে তাকে ইজ্জত দেয়া হবে।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে তাঁর কালাম পড়ার ও বুঝার তৌফিক দিন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

এ যুগই মাহদী ও মসীহ্‌র আবির্ভাবের যুগ

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

পুস্তিকাদি অজস্র ধারায় প্রকাশিত হয়েছে। পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়েছে। সমুদ্রগুলোকে মিলিত করা হয়েছে এবং দূর-দূরান্তের মানুষের মেলামেশা আরম্ভ হয়েছে। ধরাপৃষ্ঠকে যেন গুটিয়ে নেয়া হয়েছে আর এর প্রান্তগুলো যেন কাছে এসে গেছে। উট পরিত্যাক্ত হয়েছে। একে দ্রুতগতির বাহন হিসেবে আর ব্যবহার করা হয় না।

মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত আর দুঃখ ও আক্ষেপে তাদের মন ভারাক্রান্ত। তারা অতীতের সব সমস্যা এবং অত্যাসন্ন সব বিপদাপদকে ভুলে বসে আছে। তারা বৃষ্টিবাহী সুবাতাসের আশা করে ঠিকই, কিন্তু নোংরা বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। অতএব এর চেয়ে বড় আর কোন্ বিপদকে দাজ্জাল আখ্যায়িত করা যেতে পারে? লক্ষণাবলী প্রকাশ পেয়ে গেছে আর বিপদাবলীও স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমরা সেই গাধা দেখেছি যার ওপর ভর করে তারা বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে আর সে গাধা নিজ খুরের জোরে অনেক দুর্গম পথ পাড়ি দেয়।

দৃষ্টিবান মানুষ জানেন, সে বছরের পথ মাসে আর মাসের পথ একদিনে বা দু'দিনে অতিক্রম করে, যা ভ্রমণকারীদেরকে আশ্চর্যান্বিত করে। এটি দ্রুত বেগে পথ অতিক্রমকারী একটি বাহন, যার সাথে কোন যান বা অন্য কোন বাহন প্রতিযোগিতা করতে পারে না। এর জন্য রাস্তাঘাটের আধুনিকীকরণ করা হয়েছে আর এর আবির্ভাবের মাধ্যমে সময়ের ব্যবধান কমে গেছে। গর্ভবতী উটনীকে নিষ্কর্মা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। পুস্তিকাদি অজস্র ধারায় প্রকাশিত হয়েছে। পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়েছে। সমুদ্রগুলোকে মিলিত করা হয়েছে এবং দূর-দূরান্তের মানুষের মেলামেশা আরম্ভ হয়েছে। ধরাপৃষ্ঠকে যেন গুটিয়ে নেয়া হয়েছে আর এর প্রান্তগুলো যেন কাছে এসে গেছে। উট পরিত্যাক্ত হয়েছে। দ্রুতগতির বাহন হিসেবে একে আর ব্যবহার করা হয় না। এটা দাজ্জালের সৃষ্টি হলেও আল্লাহ্ তা'লা একে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-এর কাজে নিয়োজিত করেছেন আর এতে আপত্তির কিছু নেই। এ ধরনের বাহনগুলো দীর্ঘকাল থেকে চলছে। এগুলো ছাড়া অন্য কোন বাহন নেই। এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

অতএব প্রমাণিত হলো, এটিই মাহদী ও যুগ মসীহ্‌র আবির্ভাবের সময় কেননা, ভ্রষ্টতা সর্বত্র ছেয়ে গেছে এবং পৃথিবী অশান্তিতে ভরে গেছে। বিভিন্ন প্রকার নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিয়েছে আর বিশৃঙ্খলাপরায়ণদের হট্টগোল অনেক বেড়ে গেছে। কুরআনে শেষ-যুগের যেসব লক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, চক্ষুষ্মানদের জন্য এর প্রত্যেকটি প্রকাশিত হয়েছে।

যারা আরব বা পাশ্চাত্যের কোন দেশ থেকে মাহদীর আগমনের অপেক্ষা করছে, তারা মস্ত বড় ভুল করছে। তাদের চিন্তা সঠিক নয় কেননা, আরব দেশগুলোকে আল্লাহ্ তা'লা অশান্তি, নৈরাজ্য ও যুগ-কাফেরদের সৃষ্ট সব বিশৃঙ্খলা থেকে নিরাপদ রেখেছেন। যে দেশে ভ্রষ্টতার ঝড় বয়ে যাচ্ছে, সে দেশ ছাড়া অন্য কোথাও মাহদীর আগমনের আশা করা যেতে পারে না। মহাপ্রতাপান্বিত খোদার রীতি এভাবেই চলে আসছে। আমরা জানি, ভারতবর্ষ বিভিন্ন প্রকার নৈরাজ্যের জন্য বিশেষত্ব রাখে।

এখানে ধর্মত্যাগের দ্বার খুলে গেছে, সব ধরনের অনাচার, কদাচার, অন্যায় ও মিথ্যার বিস্তার ঘটেছে। সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই, এদেশই মহা সম্মানিত ও শাক্তিশালী খোদার সাহায্য লাভের এবং তাঁর পক্ষ থেকে মাহদীর আগমনের একান্ত মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্‌র কসম! ভারতে যেরূপ বিশৃঙ্খলা দেখছি, এর উদাহরণ আমরা অন্য কোথাও দেখতে পাই না আর খ্রীষ্টানদের সৃষ্ট এই নৈরাজ্যের মত অন্য কোন পরীক্ষার সম্মুখীনও আমরা হই নি। সহীহ্ হাদীসে আছে, দাজ্জাল প্রাচ্যের দেশ থেকে আবির্ভূত হবে। কুরআনও বলে, স্পষ্ট লক্ষণাবলীর আলোকে সিদ্ধান্ত নেয়া আবশ্যক আর আমরা অস্বীকারকারীদের না মানার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না।

['সির্‌রুল খিলাফাহ্' পুস্তক, বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠা-৬২-৬৪]

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)

(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(৭ম কিস্তি)

‘নূর আফ্‌শাঁ’ পত্রিকায় প্রকাশিত আপত্তি

খ্রিষ্টান পত্রিকা ‘নূর আফ্‌শাঁ’-এর ২৩ এপ্রিল ১৯৯১ সংখ্যায় যীশু মসীহ্‌র আকাশে আরোহণ সম্পর্কে এ দলিল পেশ করা হয়েছে যে, উল্লিখিত ঊর্ধারোহণ সম্পর্কে (যীশুর) এগারোজন শিষ্যের এ মর্মে ‘চাক্ষুষ সাক্ষ্য’ রয়েছে যে তারা তাঁকে তাদের দৃষ্টির শেষসীমা পর্যন্ত আকাশে যেতে দেখেছেন। সুতরাং আপত্তিকারী মহোদয় তার দাবীর সমর্থনে বাইবেলের ‘প্রেরিতদের কার্যাবলী’ নামক খন্ডের ১ম অধ্যায়ের নিম্নরূপ শ্লোকগুলো উপস্থাপন করেছেন:

৩নং শ্লোক: “তার (তথা যীশুর) ‘ক্রুশীয়’ দুঃখভোগের পরে পরে এই লোকদের কাছে তিনি দেখা দিয়েছিলেন এবং তিনি যে জীবিত আছেন তার অনেক বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়েছিলেন। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি তাদের দেখা দিয়ে খোদার রাজ্যের বিষয় বলেছিলেন। সেই সময় একদিন তাদের সাথে একত্র হয়ে তাদের এ হুকুম দিয়েছিলেন, ‘তোমরা জেরুযালেম ছেড়ে যেয়ো না...।’ একথা বলবার পরে তাদের চোখের সামনেই তাকে তুলে নেওয়া হল এবং তিনি এক মেঘের আড়ালে চলে গেলেন। ঈসা (যীশু) যখন উপরে উঠে যাচ্ছিলেন, তখন তারা (এগারোজন শিষ্য) এক দৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এমন সময় সাদা কাপড় পরা দু’জন লোক শিষ্যদের পাশে দাঁড়িয়ে বল্‌ল, হে গালীলের লোকেরা, এখানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছ কেন? যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হল, সেই ঈসাকে যেভাবে তোমরা আকাশে যেতে দেখলে সেভাবেই তিনি ফিরে আসবেন।”

এখন পাদ্রী সাহেবান কেবল এই বর্ণনাটিতে মুগ্ধ হয়ে ভেবে বসেছেন যে প্রকৃতপক্ষে হযরত মসীহ্‌কে তাঁর মৃত্যুর পর এ পার্থিব দেহসহ আকাশের দিকে উঠানো হয়েছে। কিন্তু তারা ভালোভাবে জানেন যে, এ বর্ণনাটি এমন এক ব্যক্তির অর্থাৎ ইঞ্জিল রচনাকারী লূকের, যিনি নিজে হযরত মসীহকে দেখেনও নি এবং তাঁর শিষ্যদের কাছ থেকেও কিছু শোনেন নি। কাজেই যা চাক্ষুষ সাক্ষ্য নয়, এরকম বর্ণনা কি করে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে? আর এ বর্ণনাটিতে কোনো চাক্ষুষ সাক্ষীর নামের উল্লেখ এবং তার থেকে উদ্ধৃতির কথাও নেই। তাছাড়া এটি সার্বিকভাবে বিভ্রান্তিমূলক কথায় ভরা এক বর্ণনা। এটা তো সত্য যে, মসীহ্ তাঁর মাতৃভূমি গালীলে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু এটা কখনও সত্য হতে পারে না যে, সেই দেহ, যা দাফন করা হয়েছিল সেটি আবার জীবিত হয়ে গেল! বরং উল্লিখিত অধ্যায়েরই তৃতীয় শ্লোক থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মারা যাবার পর হযরত মসীহ্ দ্বিব্যদর্শনমূলক ভাবে চল্লিশ দিন যাবৎ তাঁর শিষ্যদের কাছে পরিদৃষ্ট হন। এস্থলে কেউ এমনটি মনে করে বসবেন না যে, মসীহ্ (আ.) ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার দরুন নিহত হন। কেননা, আমরা প্রমাণ করে এসেছি যে, আল্লাহ্ তা’লা সন্দেহতীত ভাবে হযরত মসীহ্‌র প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। বরং উল্লিখিত ১ম অধ্যায়ের ৩য় শ্লোকটি গালীলে মসীহ্‌র স্বভাবিক মৃত্যু সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মৃত্যুর পর যীশু মসীহ্ চল্লিশ দিন যাবৎ শিষ্যদের চোখে কাশ্‌ফী ভাবে পরিদৃষ্ট হতে থাকেন।

যারা কাশফ বা দ্বিব্যদর্শনের প্রকৃতস্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞাত নন এবং এর মূলতত্ত্ব বোঝেন না, তারা এরকম জায়গাগুলোতে ভীষণভাবে বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন। এ কারণেই সাম্প্রতিককালের খ্রিষ্টানদের মাঝে যারা আধ্যাত্মিক জ্যোতি থেকে বঞ্চিত তারা এই কাশ্‌ফ বা দ্বিব্যদর্শনমূলক জগৎকে প্রকৃতপক্ষে পার্থিব বলেই ভেবে বসেছিল। প্রকৃত সত্য হলো, আল্লাহ্ তা’লার পবিত্র ও সত্যবাদী বান্দাগণ মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে যান এবং প্রায়শঃ স্বচ্ছ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট

ও ঐশীপ্রেম সম্পন্ন ব্যক্তিগণ অবিকল জাগ্রত অবস্থার মতো স্বচ্ছ দিব্য জগতে সিদ্ধ লোকদের দৃষ্টিপথে দৃশ্যমান হয়ে থাকেন। অতএব এ অধম স্বয়ং এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ বটে। বহুবার জাগ্রত অবস্থায় (কাশফী জগতে) কতিপয় পবিত্র ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ করেছে। বস্তুতপক্ষে কতক কাশ্‌ফ এমন স্বচ্ছ ও উচ্চস্তরের হয়ে থাকে যে, এগুলোতে কোনো অংশ তন্দ্রাচ্ছন্নতা বা নিদ্রাবস্থা বা গাফিলতির হয়ে থাকে বলে আমি বলতে পারি না। বরং পুরোপুরি জাগ্রত অবস্থা হয়ে থাকে। আর জাগ্রত ভাবেই গত হয়ে যাওয়া লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ হয়ে থাকে এবং কথোপকথনও হয়। হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারী বা শিষ্যদের পরিদর্শনের অবস্থাও তদ্রুপ ছিল যেমন, উল্লিখিত বাইবেলিক বর্ণনা অনুযায়ী গালীলে যাওয়ার কিছু দিনের মধ্যে মসীহ্‌র মারা যাওয়ার পর লাগাতার চল্লিশ দিন তারা তাঁর দর্শন লাভ করে এবং এই কাশ্‌ফজনিত অবস্থায় কেবল হযরত মসীহ্‌কেই দেখে নি, বরং তারা সাদা পোশাক পরা দাঁড়ানো দু'জন ফিরিশ্‌তাকেও প্রত্যক্ষ করে। এতে করে শ্রেয়ত প্রমাণিত হয় যে, এটি এক কাশ্‌ফ বা দিব্যদর্শনজনিত অবস্থা ছিল। ইঞ্জিলে এও বর্ণিত হয়েছে যে একবার তারা হযরত মূসা ও হযরত ইয়াহিয়াকেও স্বপ্নে দেখেছিল। মোটকথা, উচ্চস্তরের কাশ্‌ফ অবিকল জাগ্রত অবস্থার মতো হয়ে থাকে। এই অঙ্গনে কিছুটা পদচারণায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমরা খুব সহজেই বোঝাতে ও স্বীকার করাতে পারি, কিন্তু এক্ষেত্রে অপরিচিত ও নিরেট অনভিজ্ঞদের মোকাবেলায় কী-বা করা যায়?।

আমি আগেও কয়েকবার লিখেছি। এখন আবারও লিখছি, কাশ্‌ফ বা দিব্যদর্শনে অভিজ্ঞদের দৃষ্টিতে এটি স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, পবিত্রচেতা সত্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ মারা যাবার পর পুনরায় জীবিত হয়ে যান এবং এক ধরণের জ্যোতির্ময় দেহ তাঁদেরকে দান করা হয়। সেই নূরানী দেহ ধারণে তারা আকাশের দিকে উত্থিত ও উন্নীত হয়ে থাকেন। আর কিছু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মৃত্যুর পর (উচ্চ শ্রেণীর) পবিত্র লোকদের ভূ-পৃষ্ঠে নির্ধারিত সর্বাধিক অবস্থানকাল চল্লিশ দিন হয়ে থাকে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, 'কোন নবী মারা যাবার পর চল্লিশ দিনের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেন না। বরং এ সময়কালের মধ্যেই আকাশের দিকে তাঁদেরকে ওঠানো হয়। অতএব স্বয়ং নিজের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, 'আমি কখনো আশা করি না যে, খোদা তা'লা চল্লিশ দিনের বেশী আমাকে কবরে রাখবেন।' অতএব অনুধাবন করা উচিত, খ্রিষ্টান বা মুসলমানরা যে হযরত মসীহ্‌কে এই মাটির দেহসহ আকাশে ওঠানোর বিষয় নিয়ে বিতণ্ডা করছে– এটি প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত ('রাফা'র) অর্থই বহন করে। এই বিষয়ে হযরত মসীহ্‌র আলাদা কোন বিশেষত্ব নেই। প্রত্যেক পবিত্র ব্যক্তির 'রাফা' এভাবেই হয়ে থাকে। এ বিষয়টি কাশ্‌ফদ্রষ্টা অভিজ্ঞজনদের কাছে সর্বস্বীকৃত ও বহুল পরিদৃষ্ট বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত।

বস্তুত কুরআন করীমে হযরত মসীহ্‌র 'রাফ' (ঊর্ধারোহণ)-এর উল্লেখ তাঁর সত্যবাদী হওয়ার সত্যায়নের উদ্দেশ্যই বটে। আর হযরত মসীহ্‌র হাওয়ারী বা শিষ্যদেরকে যে কাশ্‌ফীভাবে তাঁকে ওঠানোর দৃশ্য দেখানো হয়েছে– এটি তাঁদের ঈমানে শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই ছিল। কেননা, সাম্প্রতিক (আখেরী) যুগের মৌলবী, আলেম-উলামা এবং মুফতি ও ফকীহদের মতো সে-যুগের ইহুদী মুফ্‌তি, ফকীহ্‌ ও ফিরিসীরাও হযরত মসীহ্‌র প্রতি কুফরী ফতোয়া আরোপ করেছিল। তাই তারা তাদের এসব প্রতারণামূলক কার্যকলাপ দ্বারা মানুষের মনে অনেক সন্দেহ-সংশয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কাজেই খোদা তা'লা মসীহ্‌র শিষ্যদের কাশ্‌ফী চোখ খুলে দিয়েছিলেন। এতে করে তারা প্রত্যক্ষভাবে অনুধাবন করে যে, তিনি বিশেষ ঐশী নৈকট্য প্রাপ্তদের মতো আকাশের দিকে উত্থিত হয়েছেন। এটি যদি কাশ্‌ফ (দিব্যদর্শন) না হতো (বরং বাহ্যিকভাবে দেখার মত বাস্তব ঘটনা হতো– অনুদক)

তাহলে অজ্ঞত ও কুবিশ্বাসী সম্পর্কহীন অন্যসব লোকও ঐ অবস্থা (খোলা চোখে) দেখতে পারত। যেহেতু সেটা এমন কোন জায়গা (বা রাস্তা) ছিল না, যেখানে অন্যদের চলাচল নিষিদ্ধ ছিল। তাই সাধারণ পথচারী অপরিচিত লোকেরা (যীশুর আকাশে ওঠার দৃশ্য) এ কারণেই দেখতে পায় নি যে, এটি এক কাশ্‌ফ বা দিব্যদর্শনমূলক দৃশ্য বা ঘটনা ছিল। আর (বাইবেলের) উল্লিখিত অধ্যায়ের সর্বশেষে ১১তম শ্লোকে যে লিখা রয়েছে, 'সেখানে দাঁড়ানো দু'জন ফিরিশ্‌তা বলল, হে গালীলের লোকেরা, এখানে দাঁড়িয়ে তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে আছ কেন? যাঁকে তোমাদের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হল, সেই ঈসাকে যেভাবে আকাশে যেতে দেখলে সেই ভাবেই তিনি ফিরে আসবেন।' এই বর্ণনাটি এ বিষয়ের দিকে এক সূক্ষ্মতত্ত্বপূর্ণ জোরালো ইঙ্গিৎ যে, কাশ্‌ফ বা দিব্যদর্শনমূলক জগতে তোমরা যে হযরত মসীহ্‌কে আকাশে যেতে দেখলে এরকম ভাবেই মসীহ্‌ (আ.) রূপকাকারে (আখেরী যুগে) পুনরায় আসবেন– যেমন এরকমভাবে এলিয়াও এসে গেছেন। বলাবাহুল্য যে, কাশ্‌ফী বা দিব্যদর্শণমূলক জগত উপমামূলক রূপকাবৃতই হয়ে থাকে।

স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এসব ব্যাখ্যা কেবল তখনই হতে পারে যখন আমরা (বাইবেলের) এই উদ্ধৃত বাক্যাবলীকে প্রামাণ্য, সঠিক ও প্রক্ষেপমুক্ত বলে গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু এগুলোকে সেভাবে গ্রহণ করায় অনেক বিপত্তি ও জটিলতা রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা খুব ভালোভাবে জানেন যে, আকাশের দিকে মসীহ্‌কে ওঠানোর কথা ইঞ্জিলের কোনো ইলহাম তথা ঐশীবাণীমূলক বাক্যাবলী দ্বারা কখনও প্রমাণিত বলে সাব্যস্ত করা যায় না। আর যারা চাক্ষুষ না দেখে কেবল নিজেদের অনুমান ও কল্পনাপ্রসূত কিছু লিখেছে তাদের এসব বর্ণনায় উক্ত খারাপি ছাড়া এতো এতো স্ববিরোধ রয়েছে যে এগুলো থেকে আমরা সাক্ষ্য-হিসেবে বিন্দুমাত্র গ্রহণ করতে পারি না।

(চলবে)

ভাষান্তর: **মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্‌ (অব.)

জুমুআর খুতবা

‘একান্তভাবে নিবেদিত দোয়ার প্রভাববিস্তারী সুফল’

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে সৈয়্যদনা আমীরুল মু’মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮’র জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

একজন মু’মিন বা এমন ব্যক্তি, যার দাবি হলো, আমি আল্লাহ্ তা’লার সত্তায় পূর্ণ বিশ্বাস রাখি, তাকে সবসময় খোদার এ নির্দেশ নিজের সামনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। যেমনটি আল্লাহ্ তা’লা নিজেই বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۝٥٧

(সূরা আয্ যারিয়াত: ৫৭) অর্থাৎ জিন্ন ও ইনসানকে আমি আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে ইবাদতের পদ্ধতিও শিখিয়েছেন, যার মধ্যে ব্যবহারিক দিকও রয়েছে অর্থাৎ বাহ্যিক ওঠা-বসা বা অঙ্গ-সঞ্চালনা এবং দোয়ার শব্দাবলীও রয়েছে, যাকে ‘যিক্র’ও বলা যেতে পারে। নামাযে এ উভয় দিকই অন্তর্নিহিত রয়েছে অর্থাৎ বাহ্যিক অঙ্গভঙ্গিও রয়েছে আর যিক্র ও দোয়াও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নামায ছাড়াও যিক্র করা, দোয়া করা এবং খোদা তা’লাকে স্মরণ রাখা একজন মু’মিনের দায়িত্ব। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা’লা বিভিন্ন নবীর বরাতে বহু দোয়ার উল্লেখ করেছেন যা আমরা নামাযেও পড়তে পারি এবং চলাফেরার সময় যিক্র হিসেবেও পড়ে থাকি আর পড়তে পারি।মানুষজন তাদের দেয়া চিঠিপত্রে লিখে যে, আমরা অমুক সমস্যার সম্মুখীন, অমুক দুশ্চিন্তায় জর্জরিত, কোন দোয়া বা যিক্র বলে দিন, যা আমরা পাঠ করব আর যাতে আমাদের সমস্যা বা দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয়। সচরাচর মানুষকে আমি একথাই লিখি যে, নামাযের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। সিজদায় দোয়া করুন, নামাযে দোয়া করুন আর খোদার কাছে সাহায্য যাচ্না করুন।

কিন্তু আজ আমি একটি যিক্‌র বা দোয়ার কথাবলতে চাই, যা মহানবী (সা.)-এর সুন্নত আর খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ দোয়াও বটে, যার অর্থের প্রতি প্রণিধান করে পাঠ করলে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার তৌহিদ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করার পাশাপাশি খোদার নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের গণ্ডিতে স্থান পায় এবং সকল প্রকার অনিষ্ট থেকেও রক্ষা পায়। মহানবী (সা.) কেবল নিজেই প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর পূর্বে এসব আয়াত ও দোয়া পাঠ করতেন না, বরং সাহাবীদেরও এগুলো পড়ার নসীহত করতেন এবং বিভিন্ন স্থানে তিনি (সা.) এসব দোয়া ও আয়াতের গুরুত্ব ও উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। এ প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিগত কর্মপন্থা বা আমল সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বা হাদীসও রয়েছে।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) ঘুমানোর পূর্বে সর্বদা 'আয়াতুল কুরসী', 'সূরা ইখলাস', 'সূরা ফালাক' এবং 'সূরা নাস' পড়তেন, অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের শেষ তিনটি সূরা এবং 'আয়াতুল কুরসী' তিনবার পাঠ করে দু'হাতে 'ফুঁ' দিতেন, এরপর পুরো শরীরে এমনভাবে দু'হাত বুলিয়ে নিতেন যে, মাথা থেকে আরম্ভ করে দেহের যে পর্যন্ত হাত পৌঁছানো সম্ভব সে স্থান পর্যন্ত হাত বুলাতেন।

অতএব তিনি (সা.) নিয়মিত যে কাজ করতেন আর রীতিমত করেছেন, তা তাঁর সুন্নতে পরিণত হয়েছে আর সব মুসলমানেরই সেই কাজ করা উচিত। আমরা আহমদী, এ যুগে মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি সুন্নতের ওপর আমল করার প্রতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) গুরুত্বের সাথে যাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; তাই এক্ষেত্রে আমাদের বিশেষভাবে সচেষ্ট হওয়া উচিত। বিশেষত বর্তমানে আমরা যেসব পরিস্থিতির সম্মুখীন, তাতে দোয়া, নামায এবং বিভিন্ন 'যিক্‌র'এর প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। কেবল নিজের ব্যক্তিগত, আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক চাহিদা পূরণের জন্যই নয়, বরং জামা'তী ফেতনা, নৈরাজ্য এবং হিংসুক ও শত্রুদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যকীয় দায়িত্ব মনে করেও এদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত।

এই যিক্‌র ও আয়াতের গুরুত্ব আরো অনেক হাদীসেও দেখতে পাওয়া যায়, যা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আয়াতুল কুরসী'র যতটুকু সম্পর্ক আছে, সে সম্পর্কে আমি দুই জুমুআ পূর্বেও আলোচনা করেছি।

আজকে পবিত্র কুরআনের শেষ তিনটি সূরা সম্পর্কে হাদীসের বরাতে কথা বলব। মহানবী (সা.) বার বার এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে নিজ সাহাবীদের এই সূরাগুলো পাঠ করার ব্যাপারে নসীহত করেছেন।

একটি রেওয়ায়েতে শেষ তিন সূরা বা তিন কুল পড়ে শরীরে 'ফুঁ' দেয়া সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) এভাবে বর্ণনা করেন যে, প্রত্যেক রাতে মহানবী (সা.) যখন বিছানায় যেতেন, তখন নিজের দু'হাতের তালুদ্বয়কে পরস্পর যুক্ত করে তাতে ফুঁ দিতেন আর 'কুলহু আল্লাহু আহাদ', 'কুল আউযুবিরাব্বিল ফালাক' এবং 'কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস' পাঠ করতেন অর্থাৎ এই তিনটি সূরা পড়ে উভয় হাত শরীরে যথাসাধ্য বুলাতেন। তিনি তাঁর মাথা এবং মুখমণ্ডল থেকে হাত বুলানো আরম্ভ করে শরীরের যে অংশ পর্যন্ত তাঁর হাত পৌঁছানো সম্ভব হত, তিনি তিনবার এমনটি করতেন। (সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফাযায়েলুল কুরআন)

মহানবী (সা.) এটা এতটাই নিয়মিত করতেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-এর অন্তিম ব্যাধিতে আক্রান্ত অবস্থায় এসব দোয়া নিজেই পড়তেন এবং মহানবী (সা.)-এর হাতে ফুঁ দিয়ে সেই হাতই তাঁর (সা.) দেহে বুলাতেন। যেমন হযরত আয়েশা (রা.)-এর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন রোগাক্রান্ত হতেন, তখন কুল আউযুবিরাব্বিন্নাস এবং কুল আউযুবিরাব্বিল ফালাক পাঠ করে তাঁর দেহে ফুঁ দিতেন। তিনি (রা.) বলেন, তাঁর রোগ যখন চরম রূপ ধারণ করে আমি এই সূরাগুলো তাঁর সামনে পাঠ করে, তাঁরই নিজের হাত বরকতের উদ্দেশ্যে তাঁর দেহে বুলাতাম। (সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফাযায়েলুল কুরআন)

অতএব, হযরত আয়েশা (রা.)-এর হৃদয়ে এই ধারণা জাগ্রত হওয়ার কারণ নিশ্চয়ই এটিই ছিল যে, মহানবী (সা.) এ ক্ষেত্রে খুবই নিয়মিত ছিলেন আর এর কল্যাণের গুরুত্বও হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন।

এরপর এসব সূরার কল্যাণ ও গুরুত্ব সম্পর্কে সাহাবীদের মাঝে কীভাবে সচেতনতা সৃষ্টি করেছিলেন সে সম্পর্কে হযরত উকবা বিন আমের (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, তিনি (সা.) এগিয়ে এসে আমার হাত ধরেন এবং বলেন, হে উক্‌বা বিন আমের! আমি তোমাকে তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর এবং পবিত্র কুরআনে যেসব সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোর মধ্য হতে সর্বশ্রেষ্ঠ তিনটি সূরা সম্পর্কে অবহিত করব কি? আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কেন নয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আপনার প্রতি নিবেদিত করুন। এরপর তিনি কুলহু আল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযুবিরাব্বিন্নাস পড়ে শোনান। এরপর বলেন, হে উকবা! তুমি এগুলো কখনো ভুলে যেও না এবং এমন কোন রাত অতিবাহিত করবে না, যতক্ষণ না তুমি এই সূরাগুলো পাঠ করবে। উকবা (রা.) বলেন, যখন থেকে মহানবী (সা.) একথা বলেছেন যে, তুমি এগুলো ভুলবে না, তখন থেকে আমি এগুলো ভুলি নি আর এমন কোন রাত আমি অতিবাহিত করি নি, যে রাতে আমি এগুলো পাঠ করি নি।{মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদ উকবা বিন আমের (রা.) ৫ম খণ্ড, পৃ: ৮৯৫-৮৯৬}

কাজেই, তাঁর এ কথা বলা যে, তুমি এগুলো ভুলবে না আর এমন কোন রাত কাটাবে না যাতে তুমি এগুলো পাঠ না করেছ; এতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি (সা.) নিজেও কতটা নিয়মিতভাবে এগুলো পাঠ করতেন। আল্লাহ্ তা'লার কথা, আদেশ-নিষেধ এবং দোয়াকে সবচেয়ে বেশি বাস্তবে রূপায়নকারী তিনিই ছিলেন আর এ কারণেই তিনি অন্যদেরকেও এ পরামর্শ দিতেন।

এরপর সূরা এখলাস অর্থাৎ যে সূরা 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' দ্বারা শুরু হয়, সেই সূরার গুরুত্ব সম্পর্কে এক হাদীসে এভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' পড়তে শুনেছেন, যিনি বার বার এটিই পড়ছিলেন। প্রভাতে সেই ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে পুরো বিষয়টি বর্ণনা করেন। বর্ণনার ধরণে এমন মনে হচ্ছিল, সে যেন ঐ ব্যক্তিকে তুচ্ছ বা হেয় জ্ঞান করছিলো, তাই অভিযোগের সুরে বর্ণনা করছিল। মহানবী (সা.) তখন বলেন, **সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! এটি**

কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফাযায়েলুল কুরআন)

এ প্রসঙ্গে এক জায়গায় হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) এভাবে এর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন যে, মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদেরকে বলেন, তোমাদের কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়তে পারবে? সাহাবীদের জন্য এটি খুব কঠিন প্রশ্ন ছিল। তারা বলেন– হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের মধ্যে এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করার শক্তি বা সামর্থ্য কার আছে? তিনি (সা.) বলেন, 'আল্লাহুল ওয়াহেদুস সামাদ', অর্থাৎ সূরা এখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশ। (সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফাযায়েলুল কুরআন)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনায় সূরা এখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশ হওয়ার প্রেক্ষাপটে সহীহ্ মুসলিমে একটি হাদীস এভাবে লিপিবদ্ধ আছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমরা একত্রিত হও, আমি তোমাদেরকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করে শোনাব। সবাইকে ডাক দেন যে, মসজিদে আস। অতএব, সবাই সমবেত হয়। তখন মহানবী (সা.) বাইরে আসেন আর 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' পাঠ করেন। এরপর তিনি (সা.) ভেতরে যান। সাহাবীরা বলেন, আমাদের মধ্য হতে কেউ বলে, আমার মনে হয় আকাশ থেকে কোন সংবাদ অর্থাৎ ওহী এসেছে, যে কারণে তিনি ঘরে প্রবেশ করেছেন বা ভেতরে গেছেন। পুনরায় মহানবী (সা.) বাইরে আসেন আর বলেন, আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম, আমি তোমাদের সামনে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করব। মনোযোগ সহকারে শোন, সূরা এখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুস সালাত)

তিনি (সা.) এটিকে এক তৃতীয়াংশ কেন আখ্যায়িত করেছেন? এর কারণ– আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় একত্ববাদ প্রমাণের জন্য এবং একে প্রতিষ্ঠার জন্য পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। অতএব, এই সূরায় সুস্পষ্ট শব্দে এবং পূর্ণাঙ্গীণভাবে একত্ববাদ বর্ণিত হয়েছে। তাই এতে ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছের প্রতি অভিনিবেশ ও আমল করে মানুষ প্রকৃত তৌহিদ বা একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর যখনই কেউ পবিত্র কুরআনকে এক আল্লাহ্‌র বাণী হিসেবে বিশ্বাস করে আমলের চেষ্টা করবে, সে প্রকৃত তৌহিদকে বুঝবে এবং একে নিজ জীবনে বাস্তবায়নকারী হবে এবং এরপর পুরো কুরআনী শিক্ষার ওপর আমলের সামর্থ্যও লাভ করবে। কাজেই, মানুষকে কেবল এতটুকু ভাবলেই চলবে না যে, আমি সূরা এখলাস পাঠ করেছি, তাই কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়ে ফেলেছি। এর অর্থ হল, তোমরা এটি পড় এবং তৌহিদ বা একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হও আর এর ওপর আমল কর।

একইভাবে বিভিন্ন বর্ণনায় আরো কিছু আয়াত আছে, যেগুলো সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, এটি একাংশ, এটি এক চতুর্থাংশ। একে যদি আক্ষরিক অর্থে নেয়া হয়, তাহলে এই কয়েকটি আয়াত পাঠ করেই মানুষ বলবে, পুরো কুরআন পড়া হয়ে গেছে। অথচ এ ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর কথার মর্ম হল, এগুলো এমন বিষয় যার ওপর তোমরা আমল কর এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা ও প্রণিধান কর এবং একত্ববাদ বা তৌহিদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কর, তবেই তোমরা কুরআন পাঠকারী বলে গণ্য হবে। পবিত্র কুরআন কী? পবিত্র কুরআনের শিক্ষা মূলত একত্ববাদ বা তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্যই, যার জন্য প্রত্যেক মানুষকে চেষ্টাও করা উচিত আর দোয়াও করা উচিত।

এরপর হযরত আয়েশা (রা.)-এর পক্ষ থেকে আরেকটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) এক ব্যক্তিকে এক অভিযানের আমীর নিযুক্ত করে পাঠান (যুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন), যিনি তার সাথীদেরকে নামায পড়াতেন আর কুলহু আল্লাহু আহাদ পড়ে তিলাওয়াত সমাপ্ত করতেন। সাহাবীরা ফিরে আসার পর মহানবী (সা.)-এর কাছে একথা উল্লেখ করলে তিনি (সা.) বলেন, তাকে জিজ্ঞেস কর সে কেন এমনটি করে? সাহাবীরা তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এর কারণ হল, এটি রহমান খোদার বৈশিষ্ট্য। এ কারণেই আমি এটি পাঠ করতে পছন্দ করি। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা তাকে শুভসংবাদ দাও, আল্লাহ্ তা'লাও তাকে ভালোবাসেন। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুস সালাত)

এরপর সহীহ্ বুখারীতে হযরত আনাস (রা.)-এর পক্ষ থেকে এ প্রেক্ষাপটে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, এক আনসারী মসজিদে কুবায় তাদের ইমামের দায়িত্ব পালন করতেন, নামাযে যেসব সূরা পঠিত হয় সেগুলোর যেকোন সূরা আরম্ভ করার পূর্বে তিনি 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' অর্থাৎ সূরা ইখলাস পড়তেন, এটি পড়ার পর অন্য কোন সূরা তিলাওয়াত করতেন আর প্রত্যেক রাকাতেই তিনি এমনটি করতেন। এ সম্পর্কে তার সাথীরা তার সাথে কথা বলে এবং বলে যে, তুমি সূরা এখলাসের মাধ্যমে তিলাওয়াত আরম্ভ কর আর এটিকে যথেষ্ট মনে না করে এর সাথে অন্য আরেকটি সূরাও পড়। হয় শুধু সূরা এখলাস পড় বা এটি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোন সূরা পড়। তিনি বলেন, আমি এটি আদৌ পরিত্যাগ করব না। তোমরা যদি এই রীতিতে তোমাদের ইমামতি করা পছন্দ কর তাহলে আমি ইমাম থাকব আর যদি এটি পছন্দ না হয়, তাহলে আমি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করব অর্থাৎ আমি ইমামের দায়িত্ব ছেড়ে দিব, কিন্তু এই সূরা পরিত্যাগ করব না। তারা তাকে নিজেদের মধ্যে সর্বোত্তম জ্ঞান করত, তাই তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ইমাম বানানো তারা পছন্দ করেনি। তারা যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে এই ঘটনার সংবাদ দেয়, তখন তিনি (সা.) বলেন, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার সাথীরা তোমাকে যা করতে বলে সে কাজ থেকে কোন বিষয়টি তোমাকে বারণ করে (অর্থাৎ সূরা এখলাস পড়া বাদ দিয়ে অন্য কোন সূরা পড় বা শুধু সেটিই পড় আর অন্য সূরা পড়ো না। উভয়টি এক সাথে পড়ার কারণ কি?) আর প্রতি রাকাতেই তুমি আবশ্যকীয়ভাবে এ সূরাটি তিলাওয়াত করে থাক এরই বা কারণ কি? তিনি বলেন, এই সূরা আমার কাছে খুবই প্রিয়। তিনি (সা.) বলেন, এর প্রতি ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেছে। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল আযান)

এরপর হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.) বর্ণনা করেন, মুশরিকরা যখন মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করে যে, আমাদেরকে আপনার প্রভুর বংশ-পরিচয় দিন, তখন আল্লাহ্ তা'লা 'কুলহু আল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ' নাযিল করেন। অতএব সামাদ, যিনি কারো পিতা নন, তারও কোন পিতা নেই। কেননা, এমন কোন কিছুই নেই, যা জন্ম নিয়েছে অথচ মরবে না। যা জন্ম নিয়েছে অবশ্যই তা মরবে এবং তার কোন না কোন উত্তরাধিকারীও থাকবে। কিন্তু মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ তা'লা মারাও যাবেন না আর তাঁর কোন উত্তরাধিকারীও থাকবে না। **'ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুআন আহাদ'**

বলছে যে, তাঁর সদৃশ আর কেউ নেই, তাঁর মত কেউ নেই এবং তাঁর সদৃশ কোন কিছুই নেই। (সূনানুত তিরমিযী, আবওয়াবু তফসীরুল কুরআন)

আরেক জায়গায় হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে এভাবে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, মানুষ পরস্পরকে প্রশ্ন করে এমনকি তারা বলে, আল্লাহ্ তা'লা অমুককে সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ একটি জিনিসকে আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করেছেন। এখন প্রশ্ন হল, আল্লাহ্ তা'লাকে কে সৃষ্টি করেছে? [মহানবী (সা.)-এর যুগেও এই প্রশ্ন করা হত আর আজও ব্যাপক পরিসরে এই প্রশ্নেরই অবতারণা করা হয়।] তিনি (সা.) বলেন,তোমরা যখন এমন লোকদেরকে দেখ, তখন 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' সূরা শেষ পর্যন্ত পড়। (অর্থাৎ সূরা এখলাস পুরোটাই পড় আর এর অর্থ সম্পর্কে প্রণিধান কর। এর ফলে তোমরা বুঝতে পারবে, আল্লাহ্‌র কোন স্রষ্টা নেই, তিনি অনাদি ও অনন্ত, তিনি অনাদিকাল থেকে আছেন আর চিরকাল থাকবেন।) তিনি (সা.) বলেন, তার উচিত, শয়তান থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে আসা। তাহলে শয়তান তার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। (আল্ আবানাতুল কুবরা)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে এক স্থানে আসি, তিনি (সা.) এক ব্যক্তিকে 'কুলহু আল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস্‌সামাদ' পাঠ করতে শোনেন। মহানবী (সা.) বলেন, আবশ্যক হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী আবশ্যক হয়ে গেছে? তিনি (সা.) বললেন, যে নিষ্ঠার সাথে সে পড়ছে তাতে তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে গেছে। (সূনানুত তিরমিযী, আবওয়াবু তফসীরুল কুরআন)

হযরত সোহায়েল বিন সা'দ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে এবং নিজের দারিদ্রের অভিযোগ করে। তিনি (সা.) বলেন, তুমি যখন তোমার গৃহে প্রবেশ কর তখন ঘরে যদি কেউ থাকে তাহলে 'আসসালামু আলাইকুম' বল আর যদি কেউ নাও থাকে, তবে নিজের প্রতিই শান্তির দোয়া প্রেরণ কর, অর্থাৎ 'আসসালামুআলাইকুম' বল। এতে তুমি সালাম বা শান্তি লাভ করবে, আর একবার সূরা এখলাস পাঠ কর। অতএব সেই ব্যক্তি এমনটিই করে। এরফলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এত বেশি জীবনোপকরণ দান করেন যে, তার প্রতিবেশীও তা থেকে কল্যাণমন্ডিত হতে থাকে। (বৈরুত থেকে ২০০৩ সনে প্রকাশিত রূহুল বয়ান)

অর্থাৎ এর কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এতটা জীবনোপকরণ দান করেন যে, একটা সময় এমন ছিল যখন সে নিজেই খুব দরিদ্র ছিল, অনাহারে কাটাতে হতো। এরপর এতটা প্রাচুর্য আসে যে, সে তার প্রতিবেশীদেরকেও সাহায্য করতো।

অতএব, মানুষ যদি তৌহিদ বা একত্ববাদের পাঠ শিখে এবং এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় আর আল্লাহ্ তা'লাকে সকল শক্তি এবং ক্ষমতার আধার মনে করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে অশেষ দানে ভূষিত করেন। আল্লাহ্ তা'লা অন্যত্র বলেন, তিনি মুত্তাকিদেরকে বা খোদাভীরুদেরকে এমন সব স্থান থেকে রিয্ক দিয়ে থাকেন, যার কথা সে কল্পনাও করতে পারে না।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে এবং বলে, এই সূরা অর্থাৎ 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' আমার কাছে খুব প্রিয়। এ কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, **এই সূরার প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবে।** (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, হাদীস নং: ১২৪৩২)

হযরত জাবের (রা.)- কর্তৃক পুনরায় বর্ণিত হয়েছে যে, **মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন পঞ্চাশবার 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' পাঠ করবে, কিয়ামত দিবসে তাকে তার কবর থেকে ডেকে বলা হবে, ওঠ আর জান্নাতে প্রবেশ কর!** (আল্ মু'জিমুল আওসাত, হাদীস নং: ৯৪৪৬)

ইবনে দেলমী, যিনি নাজ্জাশীর ভাগ্নে ছিলেন আর মহানবী (সা.)-এর সেবাও করেছেন; তিনি (রা.) বলেন– মহানবী (সা.) বলেছেন, **যে ব্যক্তি নামাযে বা এর বাইরে শতবার 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' পাঠ করে, আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য আগুন থেকে মুক্তি অবধারিত করে দিয়েছেন।** (আল্ মু'জিমুল কবীরুত তিবরানী, ১৮তম খণ্ড, পৃ: ৩৩১, হাদীস নং: ৮৫২)

অতএব, এই হল সূরা এখলাসের গুরুত্ব। আমরা রাতে যখন এটি তিলাওয়াত করব, তখন খোদার একত্ববাদের বিষয়টি দৃষ্টিপটে রেখে পাঠ করা উচিত। আমরা যখন বলব, আল্লাহ্ 'আহাদ' বা এক, তখন একই সাথে তিনি যে 'সামাদ' অর্থাৎ স্বনির্ভর ও পরনির্ভরস্থল, সেই মোকাম এবং মর্যাদাও দৃষ্টিতে আসা উচিত। 'সামাদ' সেই সত্তাকে বলা হয়, যে কারো মুখাপেক্ষী নয়, আর যে কখনও ফুরাবে না এবং ধ্বংসও হবে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,'সামাদ' এর অর্থ হল, **"তিনি ব্যতীত অন্য সকল জিনিস সৃষ্টি হওয়া সম্ভব আর সেসব একদিন বিলুপ্ত হবে"** [বারাহীনে আহমদীয়া, পৃ: ৪৩৩ টিকা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তফসীর হতে উদ্ধৃত ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭৫৬]

অর্থাৎ যা সৃষ্ট বা সৃষ্টি, তা ধ্বংস হয়ে যাবে অর্থাৎ নশ্বর কিন্তু খোদার সত্তা হল 'সামাদ'। মানুষ মনে করে, সামাদের অর্থ হল পরবিমুখ। তাঁর পরবিমুখতার অর্থ হল, তিনি ধ্বংসও হবেন না আর বিলুপ্তও হবেন না এবং তাঁর মত কোন কিছু সৃষ্টিও হতে পারে না। অতএব, ইনিই আমাদের খোদা, যিনি অনাদি ও অনন্ত, অনাদিকাল থেকে আছেন আর চিরকাল থাকবেন।

তিনি (আ.) বলেন, **"খোদা স্বীয় সত্তা, গুণাবলী ও প্রতাপে এক-অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। প্রতিটি অণু বা বিন্দুর অস্তিত্বের উৎস তিনিই। তিনি সকল বস্তুর জন্য কল্যাণের উৎস।"** (অর্থাৎ বিশ্বের হিতসাধনকারী ও কল্যাণসাধনকারী সত্তাধিকার একমাত্র তাঁরই। তাঁর সত্তা থেকেই সকল কল্যাণের ধারা প্রস্ফূটিত হয়) **"আর তিনি কারো দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত হন না"।** (অর্থাৎ তাঁর কল্যাণ সাধনকারী কেউ নাই,একমাত্র তিনিই পৃথিবীকে কল্যাণমণ্ডিত করছেন।) **"তিনি কারো পুত্র নন আর কারো পিতাও নন আর এটি হওয়া কীভাবে সম্ভব হতে পারে? কেননা, তাঁর মত সত্তা দ্বিতীয়টি নেই। কুরআন বার বার খোদা তা'লার শ্রেষ্ঠত্ব উপস্থাপন করে এবং তাঁর মাহাত্ম্য তুলে ধরে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যে, দেখ! হৃদয় এমন খোদার প্রতিই আকৃষ্ট হয়, যিনি মৃত, দুর্বল আর স্বল্প দয়ালু নন এবং স্বল্পশক্তির অধিকারীও নন"।** [ইসলামী নীতি দর্শন, পৃ: ১০৩, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তফসীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭৫৭ থেকে উদ্ধৃত]

সূরা এখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা আন্‌নাস অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে হযরত

উকবা বিন আমের কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন– মহানবী (সা.) বলেছেন, আজ রাতে এমন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যেগুলোর মত আয়াত পূর্বে কখনো চোখে পড়ে নি। আর তাহল, **কুলহু আল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস**। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুস সালাত)

এছাড়া হাদীসে তিন কুল পাঠ করার গুরুত্ব সম্পর্কে রেওয়ায়াত রয়েছে। হযরত উকবা বিন আমের জুহ্নী বর্ণনা করেন, একবার আমি এক যুদ্ধাভিযানে মহানবী (সা.)-এর বাহনের লাগাম ধরে সামনে হাঁটছিলাম। তিনি (সা.) বলেন, **"হে উকবা! পাঠ কর, তখন আমি তাঁর প্রতি কর্ণপাত করি যেন তিনি যা বলবেন তা শুনে আমি পড়তে পারি। কিছুক্ষণ পর তিনি বলেন, হে উকবা পড়, আমি পুনরায় তাঁর কথা শোনার জন্য মনোযোগ নিবদ্ধ করি,কী পাঠ করব (তা জানার জন্য)? তৃতীয়বার একই কথা বললে আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কী পড়ব? তিনি (সা.) বলেন, সূরা 'কুলহু আল্লাহু আহাদ'। এরপর তিনি এ সূরার শেষ পর্যন্ত পড়েন, এরপর তিনি সূরা 'কুল আউযুবিরাব্বিল ফালাক' শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন, আমিও তাঁর সাথে পড়তে থাকি। পুনরায় তিনি সূরা 'কুল আউযুবিরাব্বিন্নাস' শেষ পর্যন্ত পড়েন আর আমিও তাঁর সাথে সাথে পাঠ করি। এরপর তিনি বলেন এগুলোর মত সূরা বা বাণীর মাধ্যমে (পূর্বে আর) কেউ খোদার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে নি।"** (সুনান নিসাঈ, কিতাবুল ইসতেয়াযা, হাদীস নং: ৫৪৩০)

অর্থাৎ এগুলো এমন দোয়া এবং এমন বাণী, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে এসে যায় আর কখনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না এবং সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়। খোদার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য এর চেয়ে উত্তম আর কোন উপায় নেই। বিভিন্ন হাদীসে এমন রেওয়ায়েত রয়েছে, যা হতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি (সা.) বলেছেন, এর চেয়ে উত্তম খোদার আর কোন আশ্রয়স্থল নেই।

এরপর সূরা ফালাক এবং সূরা নাস সম্পর্কে হযরত উকবা বিন আমের (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি এক সফরে মহানবী (সা.)-এর বাহনের লাগাম ধরে হাঁটছিলাম। তিনি (সা.) বলেন, হে উকবা! আমি কি তোমাকে এমন দু'টি সূরা শেখাব না, যার তিলাওয়াত খুবই কল্যাণকর। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কেন নয়। তিনি (সা.) বললেন, **কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক এবং কুল আউযুবিরাব্বিন্নাস**। এরপর ফজরের নামাযের জন্য তিনি যখন যাত্রা-বিরতি দেন, তখন এ সূরাগুলোই তিনি তিলাওয়াত করেন, এগুলোই পাঠ করেন। নামায শেষ করার পর আমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি বলেন, হে উকবা! তুমি এভাবে তাকিয়ে আছ কেন? (হয়তো তিনি ভাবছিলেন, মহানবী (সা.) খুব ছোট্ট সূরা তিলাওয়াত করেছেন। তিনি বলেন, এই সূরাগুলোতে তো সব কিছুই আছে।) (সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং: ১৪৬২)

একটি হাদীসে আছে, হযরত আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) জিন্ন ও মানুষের কুদৃষ্টি থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাইতেন। কিন্তু এই সূরা দু'টি যখন অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি(সা.) এগুলোকে আঁকড়ে ধরেন এবং বাকি সবকিছু পরিত্যাগ করেন। পূর্বে এ সংক্রান্ত যে দোয়াই ছিল, সেগুলো বাদ দিয়ে শুধু এগুলোই পাঠ করতেন। (সুনান ইবনে মাজাহ্, হাদীস নং: ৩৫১১)

হযরত ইবনে আবেস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার মহানবী (সা.) আমাকে বলেন, হে ইবনে আবেস! আমি কি তোমাকে আশ্রয় প্রার্থনা করা–সংক্রান্ত সর্বোত্তম শব্দমালা সম্পর্কে অবহিত করব না? (সর্বোত্তম আশ্রয় কীভাব প্রার্থনা করা যায়, যার মাধ্যমে আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকে?) আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কেন নয়। তিনি বললেন, **সেই সূরাগুলো হল সূরা ফালাক এবং সূরা নাস**। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩২২, হাদীস নং: ১৫৫২৭)

এরপর শেষ দু'টি সূরার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে এক সাহাবী বলেন, আমরা একবার মহানবী (সা.)-এর সফরসঙ্গী ছিলাম বাহন কম থাকার কারণে মানুষ পালা করে বাহনে আরোহণ করতো। একবার মহানবী (সা.) এবং আমার নিচে নামার পালা ছিল। মহানবী (সা.) পিছন থেকে আমার কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বলেন, **আউযু বিরাব্বিল ফালাক** পড়। আমি এ বাক্যটি পাঠ করি। এভাবে মহানবী (সা.) পুরো সূরাটি পাঠ করেন, আমিও তাঁর সাথে সাথে তা পাঠ করি। পুনরায় একইভাবে **আউযু বিরাব্বিন্নাস** পড়ার নির্দেশ দেন এবং পুরো সূরা তিনি তিলাওয়াত করেন আর আমিও তা তিলাওয়াত করি। এরপর তিনি (সা.) বলেন, **নামায পড়ার সময় এই উভয় সূরা তিলাওয়াত করবে**। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৯১৮, হাদীস নং: ২১০২৫)

উকবা বিন আমের আল্ জুহনী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি এক সফরে মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম। ফজর উদিত হলে তিনি (সা.) আযান দেন এবং একামতও দেন আর এরপর আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করিয়ে **মুয়াওভেযতাঈন** (অর্থাৎ সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পাঠ করেন। নামায শেষ করার পর তিনি বলেন, তুমি কেমন পেয়েছ? (এ ঘটনাটি পূর্বের রেওয়ায়েতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।) আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি অবশ্যই বাস্তবচিত্রই দেখেছি। মহানবী (সা.) বলেন, যখনই তুমি ঘুমাতে যাবে এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হবে এ দু'টি সূরা পাঠ করো। (আবু বকর বিন আবি শায়বা প্রণিত আল্ মুসান্নাফ ফিল আহাদিস ওয়াল আসার, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪০৩)

অতএব, এ হল এই সূরাগুলোর গুরুত্ব। এ যুগে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি আর শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আর জামা'তী দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে যেসব ষড়যন্ত্র হচ্ছে তা থেকে মুক্ত থাকার জন্য এগুলো পাঠের গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে। আজকাল ইসলামের বিরুদ্ধে একদিকে ইসলাম বিরোধী অপশক্তি চরম ধূর্ততার সাথে চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং কৌশল অব্যাহত রেখেছে,অপরদিকে নামধারী মুসলমান আলেম ও মুসলমান নেতারা এমন এক পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে যে, সর্বত্র ফিতনা এবং নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে। মুসলমান আলেম সমাজ মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলমানদেরকে উত্তেজিত করে শয়তানী অপশক্তিকে আরো সুযোগ করে দিচ্ছে যেন তাদের শক্তি আরো বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে নাস্তিকতাও বর্তমানে চরম রূপ ধারণ করেছে। সূরা ফালাকের বরাতে এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে ব্যাখ্যা করেছেন যে,

"তোমরা যারা মসীহ্ মওউদের শত্রুদের আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হবে তারা এভাবে

দোয়া প্রার্থনা কর যে, আমি সৃষ্টির অনিষ্ট তথা অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রু থেকে সেই আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই, যিনি প্রভাতের মালিক। অর্থাৎ আলোর প্রকাশ তাঁরই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।" (এ আলো হল আধ্যাত্মিক আলো, যা মসীহ্ মওউদের আগমণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।) **"এবং আমি সেই অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা মসীহ্ মওউদের অস্বীকার-সংক্রান্ত ফিতনার রাত।"** [তোহফাহ্ গোলড়াবীয়াহ্, পৃ: ৭৮, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তফসীরের উদ্ধৃতি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৭৬২]

এদের মাঝে প্রধানত রয়েছে ইসলামের শত্রুরা, যারা ইসলামী শিক্ষাকে আপত্তির লক্ষ্যে পরিণত করে আর দ্বিতীয় শ্রেণি হল মুসলমান আলেমরা, যারা নিজেদের ভুলভ্রান্তি পরিত্যাগ করতে চায় না আর মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করার কাজে রত। এদের মাঝে পাকিস্তানি আলেমদেরকে আমরা তালিকার শীর্ষে দেখতে পাই।

অতএব, এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের আহমদীদের বিশেষভাবে এই সুন্নতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **"সূরা ফালাকে যে 'শাররে গাসিকিন ইযা ওয়াকাব' বলা হয়েছে, এতে অন্ধকার রাতের অনিষ্টকর নৈরাজ্য থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া রয়েছে। গাসেক** বলা হয় রাতকে আর **ওয়াকাব** এর অর্থ হল, অন্ধকার ও অমানিশা ছেয়ে যাওয়া। আর এই অন্ধকার রাতের নৈরাজ্য মসীহ্ মওউদকে অস্বীকার করা-সংক্রান্ত নৈরাজ্যের তমসাচ্ছন্ন রাত,যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

পরিতাপ মুসলমানদের জন্য! কেননা, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে একটি দোয়া শিখিয়েছেন আর আলোর পর অন্ধকার ও অমানিশার নৈরাজ্য থেকে নিরাপদ থাকার জন্য মহানবী (সা.) বলেছেন যে, এই দোয়াগুলো তোমরা কোন বিরতি না দিয়ে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পাঠ করো, যেন তোমরা একত্ববাদের ওপরও প্রতিষ্ঠিত থাকতে পার আর অন্ধকার ও অমানিশার নৈরাজ্য থেকেও নিরাপদ থাকতে পার। কিন্তু মুসলমানরা এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে নি। অধিকাংশ মুসলমান এখন এসব নৈরাজ্যে তলিয়ে যাচ্ছে আর এ কারণেই আজ অমুসলমানরা মুসলমানদের ওপর আপত্তি করার সুযোগ পাচ্ছে। যাহোক, মুসলমানদের এই অবস্থা আমাদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করে যে, এই সূরাগুলো যেন আমরা মনোযোগ সহকারে পড়ি, যাতে এসব অমানিশা থেকে আমরা নিরাপদ থাকি। **শাররিন নাফ্‌ফাসাতি ফিল উকাদ**– থেকেও আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে থাকি। নাফ্‌ফাসাত এর যে অনিষ্ট রয়েছে (অর্থাৎ ফুৎকারের অনিষ্ট যা গ্রন্থিতে ফুৎকার করে) তা থেকেও যেন আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে থাকতে পারি। অর্থাৎ সেসব মানুষ থেকে, যারা ইসলাম ও আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে চরম ধূর্ততার সাথে মানুষের হৃদয়ে হিংসা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করছে। আর এ ক্ষেত্রে যেমনটি আমি বলেছি, অমুসলমান এবং নামসর্বস্ব আলেম সমাজ উভয়েই এর অন্তর্ভুক্ত। এক শ্রেণি, ধর্মের প্রতি বিরোধিতায় নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অর্থাৎ ইসলাম বিদ্বেষের কারণে অমুসলমানরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণি ধর্মের নামে খোদা-প্রেরিত মহাপুরুষের বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই উভয় শ্রেণিই সেই দলের অন্তর্ভুক্ত, যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, **ওয়া মিন শাররিন্ নাফ্‌ফাসাতে ফিল উকাদ।**

পুনরায় 'সূরা নাস' এ আল্লাহ্ তা'লার 'রুবুবিয়্যাত' এবং 'মালিকিয়্যাত' তথা প্রকৃত উপাস্য হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। এটি বর্ণনা করে তাঁর আশ্রয় যাচনা করা এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার দোয়া করা হয়েছে। আজকাল নাস্তিকতা ও পার্থিবতার আগ্রাসন তুঙ্গে আর বস্তুবাদিতা মোটের ওপর স্বীয় থাবা সমাজের ওপর এতটা বিস্তৃত করেছে যে, অনেক যুবক এতে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। অতএব, এই দোয়া পড়ে নিজেদের গায়ে ফুঁ দেয়ার পাশাপাশি সন্তানদের গায়েও যেন আমরা ফুঁ দেই, যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকতে পারে আর তারা যেন ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং খোদার একত্ববাদের জ্ঞানে জ্ঞানী হয় আর একত্ববাদের বিষয়টি অনুধাবনে সক্ষম হয়।

এসব সূরার বিষয়বস্তু আমরা সবাই অনুধাবন করে মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবো, আল্লাহ্‌র একত্ববাদের বিষয়টি আমাদের সামনে স্পষ্ট হবে, এটিই আল্লাহ্‌র কাছে আমার প্রার্থনা। তিনি ব্যতীত অন্য কারো সামনে যেন আমরা মাথা নত না করি, তাঁকেই যেন সকল শক্তির উৎসস্থল জ্ঞান করি। শুধু বিশ্বাসে নয়, বরং প্রতিটি কর্মের মাধ্যমে আমরা যেন প্রমাণ করি যে, আল্লাহ্ তা'লাই সকল ক্ষমতার উৎস, সকল আলোর উৎস এবং তিনিই সকল কল্যাণের প্রস্রবণস্থল। সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষের কাছে কোন প্রত্যাশা রাখার পরিবর্তে খোদার সামনে বিনত হোন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনে যে আলো আমরা লাভ করেছি, যা সত্যিকার অর্থে মহানবী (সা.)-এর আলোরই প্রকৃত প্রতিফলন। আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করি, খোদা যেন সব সময় আমাদেরকে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন আর আমরা যেন কখনো অন্ধকার ও অমানিশায় হাবুডুবু না খাই। আর আল্লাহ্ তা'লার বিভিন্ন নিয়ামতরাজির মাঝে খিলাফতরূপী যে নিয়ামত আমরা পেয়েছি এর সাথে যেন আমরা সদা সম্পৃক্ত থাকি। সকল অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে স্বীয় নিরাপত্তার বেষ্টনীতে আশ্রয় দিন, তা ধর্মীয় অনিষ্ট হোক বা জাগতিক। সকল হিংসুকের হিংসা এবং তার ক্ষতি থেকে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নিরাপদ রাখুন। আল্লাহ্ তা'লাকেই সব সময় আমাদের প্রভু ও প্রতিপালক জ্ঞান করে আমরা যেন তাঁর আশ্রয়গণ্ডিতে থাকি। খোদা তা'লাকেই সকল বাদশাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি এবং তাঁর মালিকিয়্যতে পূর্ণ বিশ্বাস পোষণকারী হই। প্রকৃত অর্থে সেই সত্যিকার উপাস্যের ইবাদত করে আমরা যেন প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর আশ্রয়ের বেষ্টনীতে থাকার চেষ্টা করি।

কুমন্ত্রণা সৃষ্টিকারীদের অনিষ্ট থেকে দূরে থাকুন, তার থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে আসুন। নিজেদের হৃদয়কেও সকল কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করুন আর এর জন্য খোদার কাছে আশ্রয় যাচ্না করতে থাকুন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন আর ঘুমানোর পূর্বে মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশ অনুসারে আমরা এসব আয়াত বা দোয়া নিয়মিতভাবে পাঠ করে যেন নিজেদের গায়ে ফুঁ দেই, খোদা তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

বিশ্বশান্তিঃ সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান

হযরত মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)

(২৮তম কিস্তি)

পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

সুদভিত্তিক পুঁজিবাদ কর্তৃক জনগণের ওপর যে শোষণ, যার দরুন সমাজবাদী বিদ্রোহের জন্ম হয়– তা এখন দৃশ্যতঃ ইতিহাসে পর্যবসিত হয়ে গেছে। কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এটা এর চেহারার কিছুটা পরিবর্তন মাত্র। গোটা পৃথিবীটাই ইতোমধ্যে ধনী ও দরিদ্র– এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এজন্য প্রধানতঃ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর শোষণকেই ধন্যবাদ দিতে হয় বৈকি। এই সঙ্গে যোগ দিয়েছে আবার অনুতপ্ত প্রাচ্য-ব্লকের পুঁজিবাদে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যাবর্তন। এটা কেউ আন্দাজ করতে পারছে না যে, তৃতীয় বিশ্বের এইসব দুর্বল ও রক্তশূন্য জাতিগুলোর আরও কতটা রক্ত শোষণ করা হবে। কিন্তু এটা ঠিকই আন্দাজ করা যায় যে, পুঁজিবাদের রক্তচোষারা রক্ত আরো চুষবেই। এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, দু'টো প্রধান পরস্পর বিরোধী অর্থনৈতিক দর্শন অর্থাৎ পুঁজিবাদ ও বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতার যুগ এখন শেষ হয়ে গেছে। মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদ ভিত্তিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি মানবীয় কর্মকাণ্ডের মঞ্চ থেকে নতশিরে প্রস্থান করেছে। অপরদিকে, পাশ্চাত্যের তথাকথিত 'মুক্ত' অর্থনীতি দৃশ্যতঃ বিজয় লাভের পর এখন অবসন্ন হয়ে পড়েছে। প্রাচ্য ব্লকের দেশগুলো, চীন ছাড়া, বাকী সবাই তাদের নবলব্ধ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে তাদের স্ব স্ব দেশের অগণিত দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা মোচনের জন্য এখনও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যেকার অর্থনৈতিক ব্যবধান এতটা বড় নয়, যতটা বড় উত্তর দক্ষিণের মধ্যকার ব্যবধান। উত্তরের প্রথম বিশ্বে অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো থেকে ভিন্ন একটা পটভূমিতে বিভক্ত। যদিও অর্থনৈতিক বৈষম্যের দিক থেকে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার ব্যবধান নিঃসন্দেহে দুঃখবহ, তবু তা কোন দিক থেকেই ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যেকার ব্যবধানের কাছাকাছিও নয়। আফ্রিকার ভৌগলিক অবস্থান ইউরোপের কাছাকাছি হলেও অর্থনৈতিক বৈষম্যের ক্ষেত্রে তার অবস্থান ইউরোপ থেকে বহু বহু দূরে।

পরাশক্তিগুলোর পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে এবং শীতল যুদ্ধের বরফ গলার কারণেও কোন প্রকার উপকৃত হওয়ার কোন মওকা লাভের আশায় বিশ্বের দুর্বল জাতিগুলো এক সময় যে নিরাপত্তা ভোগ করতো, এখন তা দ্রুত তিরোহিত হয়ে যাবে। এখন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বাজার দখলের এবং তার ওপর একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের জন্য আমেরিকা, রাশিয়া এবং ইউরোপের বাদবাকী দেশগুলোর মধ্যে আরও বড় ধরণের একটা প্রাণপণ প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাবে।

জাপানই শুধু আমেরিকার একমাত্র ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। এক নতুন ইউরোপ, যা ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে দ্রুত উত্থিত হচ্ছে, তা এবং সেই সঙ্গে একটা বৃহত্তর সাধারণ বাজারে পূর্ব ইউরোপের সম্ভাব্য অংশ গ্রহণ আমেরিকার বিরুদ্ধে বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর চাইতেও অধিকতর শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হবে।

পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়ার কোটি কোটি সৃজনমুখী জনসাধারণ, যারা জীবন ধারণের মানোন্নয়নের তীব্র প্রয়োজনীয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, তারা সামনের দিকে অগ্রসর হতে যাচ্ছে। এই যে লম্বা ফরমাইশ, যা সময়ের ব্যবধানে আরও লম্বা হতে থাকবে, তা পূরণের জন্য শুধু আবদ্ধ বাজারের পুনর্বাসনই যথেষ্ট হবে না। পূর্ব ইউরোপ এবং রাশিয়ার জীবন যাপনের উন্নয়নশীল মানের সাহায্য করার জন্য বহির্বাজারেরও তীব্র প্রয়োজনীয়তা আছে এবং তা পূরণ করতে পারে ই, সি, আমেরিকা ও জাপান। এর মধ্যে তৃতীয়-বিশ্বের দেশগুলোর জন্য কোন আশার ইঙ্গিত নেই। এ এক করুণ দৃশ্য তৃতীয়-বিশ্বের এবং তা আরও বেশী করুণ আফ্রিকার হতভাগ্য মানুষগুলোর জন্য।

পৃথিবীর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত দেশগুলোর রাজনীতিবিদরা দূর প্রাচ্যে, জাপানে, দক্ষিণ কোরিয়ায়, ফরমোজায়, হংকং এবং সিঙ্গাপুরে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিপ্লব সংঘটিত হচ্ছে দেখে দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছেন। মনে হচ্ছে যে, দূর-প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যেকার দূরত্ব কমিয়ে আনা হচ্ছে একটা সেতু-বন্ধনের মাধ্যমে এবং সেই সেতুটি নির্মিত হচ্ছে বহু এশীয় দেশের যেমন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ক্যাম্বডিয়া, থাইল্যান্ড, বার্মা, বাংলাদেশ,ভারত, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের মাথার ওপর দিয়ে।

এটা সম্ভব যে, জাপানের বিশাল অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার জন্য এবং তার দ্রুত সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে বাধা সৃষ্টির জন্য দূর-প্রাচ্যের

অন্যান্য দেশগুলো আর আমেরিকার প্রযুক্তি ও পুঁজির বেনিফিশিয়ারী বা সুবিধাভোগী থাকবে না। অপর পক্ষে এটাও সম্ভব যে, জাপান এবং অর্থনৈতিকভাবে বৃহত্তর ও ঐব্যবদ্ধ এক ইউরোপের সম্মিলিত নতুন চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার জন্য আমেরিকা তার দূর-প্রাচ্যের মিত্রদের প্রতি আরও বেশী ঝুঁকে পড়বে। এই অবস্থা ভবিষ্যতে মানবজাতির জন্য অকল্যাণ ডেকে আনবে এবং শান্তির সকল আশা-ভরসাকে নস্যাৎ করে দিবে এবং তা পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের আদর্শগত দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে না হয়ে ভিন্ন এক ক্ষেত্রে ঘটে যেতে পারে।

এটা বলার সময় এখনও আসেনি যে, পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়ার পরিবর্তনসমূহ কীভাবে পৃথিবীর অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে প্রভাবিত করবে এবং পুঁজিবাদে তাদের প্রত্যাবর্তনটা সম্পূর্ণ হবে, না আংশিক হবে; ধীরে হবে, না দ্রুত হবে। যা-ই ঘটুক না কেন, একটা বিষয় পরিষ্কার যে, এই পরিবর্তনগুলো তৃতীয়-বিশ্বের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করবে। এই যে অবস্থা, তা স্থায়ীভাবে টিকতে পারে না। পৃথিবী ইতোমধ্যেই একটা বিশ্বজোড়া ধ্বংসকাণ্ডের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

সুদ-ব্যবসায় এবং সুদের ফাঁকা বুনিয়াদের ওপর নির্মিত উল্লসিত পুঁজিবাদী দেশগুলোর জন্য ইসলামের কিছু উপদেশ দেওয়ার আছে। কেননা, এই দেশগুলো পরিণামে মুখ থুবড়ে পড়বেই এবং এগুলো খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে। সমাজতন্ত্রের ওপরে পুঁজিবাদের তথাকথিত সাম্প্রতিক বিজয় মাত্র ক্ষণস্থায়ী একটা শান্তি দিতে পারে। স্বয়ং পুঁজিবাদী দর্শনগুলোই এমন সব শক্তিশালী দৈত্যের জন্ম দিবে, যেগুলো সমাজবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকার কারণে অতি দ্রুত বেড়ে উঠবে এবং তা বিশাল আকার ধারণ করবে। আখেরে পুঁজিবাদের আগ্নেয়গিরি এমন প্রচণ্ডরূপে বিস্ফোরিত হবে যে, সারাটা দুনিয়াই তখন প্রকম্পিত এবং দুমড়ে মুচড়ে যাবে।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

ইসলাম তার সমাজ-ব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে যেমন বলে, তেমনি তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলতে গিয়েও বলে যে, আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং ট্রাষ্ট বা আমানত রূপে তিনি মানুষকে বহু কিছু দিয়েছেন। আমানতদার বা অছি হিসেবে মানুষকে তার এই ট্রাষ্ট বা আমানতের ব্যবহার সম্পর্কে জবাবদিহি হতে হবে। সম্পদ থাকা কিংবা না থাকাটা হচ্ছে পরীক্ষার একটা উপায়, যাতেকরে প্রাচুর্যে এবং দারিদ্র্যে উভয় অবস্থায় যারা উক্ত জবাবদিহি সম্পর্কে সতর্ক, তাদেরকে তাদের থেকে পৃথক করা যায়, যারা গাফেল ও অন্যান্য দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের প্রতি উদাসীন। পবিত্র কুরআন আমাদেরকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়ঃ

"এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর শাসন-ক্ষমতা আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান"। (আলে ইমরান ৩ঃ ১৯০)

অতঃপর এই মহাগ্রন্থ এই শিক্ষা দান করে যে, প্রত্যেকটি বস্তু যখন আল্লাহ্ কর্তৃক সকলের জন্যই সৃষ্ট তখন এর কিছু অংশ মানুষের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেওয়া উচিৎ।

"শাসনক্ষমতায় কি তাদের কোন অংশ আছে? তাহলে কি তারা জনগণকে খেজুরের আঁটির পিঠের ছিদ্র পরিমাণও কিছু দিবে না?" (আন্ নিসা ৪:৫৪)

"এবং রিয্‌কের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তোমাদের কতককে অন্য কতকের ওপর সমৃদ্ধি দান করেছেন। কিন্তু যাদেরকে সমৃদ্ধি দান করা হয়েছে, তারা নিজেদের ডান হাতের অধিকারভুক্ত লোকদেরকে তাদের রিয্‌ক ফেরৎ দিতে আদৌ প্রস্তুত নয়, পাছে তারা সকলেই ওতে (অংশ) সমান সমান হয়ে যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা কি আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে অস্বীকার করছে।" (আল্ নাহল ১৬ঃ৭২)

মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে, এই আমানত সততার সঙ্গে এবং সমতার ভিত্তিতে কার্যকর করা। যেমন–

"নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিতেছেন যে, তোমরা আমানতসমূহ সেগুলোর প্রাপককে অর্পণ কর এবং যখন তোমরা লোকের মধ্যে বিচার কর, তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার কর। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছেন, নিশ্চয় তা অতীব উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (আন্ নিসা ৪ঃ৫৯)

বস্তুগত সম্পদ যে পরীক্ষার একটা মাধ্যম মাত্র, তা পবিত্র কুরআনে বলা এভাবে হয়েছেঃ

"তোমাদের ধনসম্পদ এবং তোমাদের সন্তানসন্ততি তোমাদের জন্য কেবল পরীক্ষার বিষয় এবং আল্লাহ্, তাঁরই নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার।" (আত্ তাগাবুন-৬৪ঃ১৬)

ইসলামে মালিকানা ধারণার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, কোন কোন সম্পদকে ব্যক্তি-মালিকানার আওতা থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং তা ন্যস্ত করা হয়েছে সামগ্রিক ভাবে গোটা মানবজাতির হাতে। তাই, খনিজ-সম্পদ এবং সাগর বা মহাসাগর থেকে আহরিত সম্পদ কোন ব্যক্তি বা দলের আহরিত মালিকানার আওতাধীন নয়।

যাকাত

যাকাত ইসলামের পাঁচটি রোকন বা স্তম্ভের মধ্যে একটি। অন্যগুলি হচ্ছে এই স্বীকৃতির ঘোষণা দান করা যে, আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল, নামায কায়েম করা, রমযান মাসে রোযা রাখা, এবং মক্কা শরীফে (আল্লাহ্‌র ঘরে) হজ্জ করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, পবিত্র কুরআনে আদেশ দেওয়া হয়েছেঃ

"নামায কায়েম কর ও যাকাত দানকর এবং এই রসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা যায়।" (আন্ নূর ২৪ঃ৫৭)

আরবী শব্দ 'যাকাত'-এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে কোন কিছুকে পবিত্র করা আর 'বাধ্যতামূলকভাবে দেয় কর'-এর প্রেক্ষিতে এর অর্থ দাঁড়ায়– যাকাত দেওয়ার পর অবশিষ্ট যে সম্পদ থাকে, তা মু'মিনের জন্য পবিত্র ও আইন-সিদ্ধ বা হালাল হয়ে যায়।

যাকাত সাধারণতঃ ধার্য করা হয় ২.৫% হারে এবং তা ধার্য করা হয় একটা সুনির্দিষ্ট সীমার অধিক হস্তান্তরযোগ্য সম্পদের ওপর যা বৎসরান্তে মালিকের হাতে থেকে যায়। যদিও এই 'কর'-এর শতকরা দেয় পরিমাণ 'হার'-এর ওপরে বহু কথাই বলা হয়েছে, তবু পবিত্র কুরআনে আমরা এর কোন সুনির্দিষ্ট শতকরা হারের উল্লেখ দেখতে পাই না। এ ব্যাপারে আমি মধ্য যুগের আলেম বা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করতে

পারছি না। আমি বিশ্বাস করি যে, শতকরা হার নির্ধারণের বিষয়টা শিথিল রাখা হয়েছে এবং তা নির্ধারণ করা উচিত বিশেষ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে। যাকাত যেহেতু, কিছু নির্দিষ্ট সীমারেখার উর্ধ্বের পুঁজির ওপরে ধার্যকৃত এক প্রকার নির্দিষ্ট কর সেহেতু যাকাত শুধু কতিপয় বিশেষ শ্রেণীর ব্যয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যায়। এ সম্পর্কে বিশদভাবে বলা হয়েছে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতেঃ

"দানসমূহ (যাকাত) কেবল গরীব, মিসকীন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের এবং তাদের জন্য, যাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করতে হয় এবং দাসমুক্তির জন্য এবং ঋণগ্রস্তদের জন্য এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারী এবং পথিকদের জন্য এ হচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত বিধান। বস্তুতঃ আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়।" (আত্ তাওবা, ৯ঃ৬০)

এই অধ্যাদেশ কার্যকর করার প্রশাসনিক দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে ট্রেজারীর ওপরে। ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসে ইসলামের প্রথম দু'জন খলীফা হযরত আবুবকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন এই জন্য যে, তাঁরা যাকাত-সদকার দ্রুত বন্টন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যক্তিগতভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন যার দরুন, তা (ইসলাম রাষ্ট্র) প্রথম কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। এই পদ্ধতি আব্বাসীয় আমলেও কয়েক শতাব্দী ধরে সফলভাবে কার্যকর ছিল।

আমরা বলে এসেছি যে, সুদের প্রেরণা-শক্তি (Motive force) অপসারিত হয়ে যায় যাকাতের চালিকা শক্তি (Driving force) দ্বারা। প্রচলিত এই পদ্ধতিটিকে যখন আমরা বিচার করে দেখি, তখন ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক পদ্ধতির মধ্যকার অনেক পার্থক্য আমাদের নযরে আসে এথেকে একটা সম্পূর্ণ আলাদা অর্থনীতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বেরিয়ে আসে।

অব্যবহৃত মূলধন বা পড়ে থাকা টাকা, তার পরিমাণ কম-বেশী যাই হোক না কেন, তার ওপরে যে হারে ট্যাক্স ধার্য করা হয়, তার চাইতে বেশী হারে যদি মূলধনের প্রবৃদ্ধি করা না যায়, তাহলে তা বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না। এটাই সংক্ষেপে সেই অর্থনীতি, যাকে যাকাত একটা প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্রে ক্রমবর্দ্ধমানভাবে চলমান রাখে।

এমন একটা অবস্থার কথা চিন্তা করুন, যেখানে কোন ব্যক্তি তার স্বল্প মূলধন নিয়ে সরাসরি কোন ব্যবসায় নামতে পারছে না এবং সেখানে এমন কোন ব্যাংকও নেই যে, তা থেকে তার গচ্ছিত টাকার ওপরে সুদসহ ঋণ নিতে পারে। তথাপি, সেই গচ্ছিত টাকা যদি যাকাত ধার্য হওয়ার মত যথেষ্ট হয়, তাহলে ট্যাক্স আদায়কারীরা সেই পুঁজির একটা ফি বছরে তার দুয়ারে কড়া নাড়বে শতকরা হিস্যার জন্য। (যাকাতের জন্য কোন নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ সীমারেখা নেই)। অনুরূপ সব ব্যক্তির জন্যই তখন দু'টো বিকল্প থাকবে, হয় তাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে টাকা খাটাতে হবে লাভজনক ভাবে; নয়তো তাদেরকে তাদের সবার সম্পদ একত্রিত করে ছোট বা বড় কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

এতেকরে যৌথ মূলধনী কারবার, অংশীদারী কারবার, ছোট ছোট কোম্পানী অথবা পাবলিক শেয়ার হোল্ডিং-এর মাধ্যমে বড় বড় কোম্পানীও সৃষ্টি হবে, এবং তা হবে সম্পূর্ণরূপে লাভ ক্ষতির ভিত্তিতেই। এই জাতীয় কোম্পানীগুলো কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে কোন ধার গ্রহণ করবে না বিধায় সুদ সহ ঋণ শোধ করারও কোন ব্যাপার তাদের থাকবে না। যখন আপনি এই শ্রেণীর কোম্পানীগুলোর ভাগ্যের সঙ্গে পুঁজিবাদী দেশগুলোর কোম্পানীগুলোর ভাগ্যের তুলনা করবেন, তখন আপনি দেখতে পাবেন যে, সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থানে থেকে এরা এদের সমস্যা এবং সংকটের মোকাবেলা করছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ব্যবসায় এবং শিল্পের অবনতি মোকাবেলার ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান চাহিদার কারণে উৎপাদন কমিয়ে ফেললে তা তাদেরকে বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে। তাদের ঋণের জন্য যে সুদ তাদেরকে দিতে হবে, তা ততদিন পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে বাড়তেই থাকবে, যতদিন না ঐ কোম্পনীগুলোর পক্ষে চালু থাকা অসম্ভব হবে।

অপর পক্ষে, যদি কোন অর্থনীতিকে ইসলামী-নীতির ভিত্তিতে পরিচালনা করা হয়, তাহলে কারবার ও ব্যবসায়িক সুবিধাদির মন্থরতা ব্যবসায় ও শিল্পকে মাত্র একটা জড়তার অবস্থায় ঠেলে দিতে পারবে এবং এটা ঘটবে ঠিক সেইভাবে, যেভাবে প্রকৃতি কঠিন দুর্যোগ ও প্রতিকূল অবস্থার সময়ে যোগ্যতমের উর্ধ্বতনকে নিশ্চিত করে। শক্তির যোগান কমে গেলে উৎপাদন কমাতেই হবে, নইলে শক্তির ক্রান্তিসীমা (Critical level) অর্থাৎ শক্তির যে সীমাটা টিকে থাকার জন্য জরুরী, তা আরও নীচে নেমে যাবে। ইসলামী অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে যেহেতু ঋণ পরিশোধের কোন চাপ নেই, সেহেতু তা অবনতি বা ঘাটতির সময়ে আরও বেশী চাপ ও চ্যালেঞ্জ বরদাস্ত করতে সক্ষম। (চলবে)

Newly Released

Please visit Pakkhik Ahmadi Website :

www.theahmadi.org

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit:

www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

আমি কিভাবে আহমদী হলাম

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দীকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

(কিস্তি ১৮)

১৯৭১-এ একবার বাংলাদেশে এসেছিলাম। সৈয়্যদ মীর দাউদ আহমদ মরহুম আমার প্রতি বড় দয়ালু ছিলেন। আমি প্রায় সময় দুঃখ ভারাক্রান্ত থাকতাম। মীর সাহেব চিন্তা করলেন, আমি হয়ত বাংলাদেশে এসে মা-বাবার সাথে দেখা করে গেলে চিন্তামুক্ত হব, আনন্দিত হব। তিনি একদিন আমাকে ডেকে বললেন, বাংলাদেশ বেড়াতে যাবার জন্য আবেদনপত্র লিখে দাও। আমি বললাম, আমি জীবন উৎসর্গ করেছি, আমি তো আবেদনপত্র দাখিল করতে পারি না। মীর সাহেব বললেন, আমি তোমাকে পাঠাতে চাই। কিন্তু তুমি না লিখলে আমি তো পাঠাতে পারব না। আমি বলছি, তুমি লিখে দাও, আমি হুযুর থেকে অনুমতি নিয়ে দেব। আমি লিখে দিলাম। কিছুদিন পর আমার বাংলাদেশ আসার ব্যবস্থা হয়ে গেল। মোহতরম মীর সাহেব সব করে দিলেন।

আমি ১৯৭১ সনের আগষ্ট মাসে ঢাকায় আসলাম। তখন জেনারেল টিক্কা খান তথা পাক হানাদার বাহিনী বাঙ্গালীদের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করছিল। আমি ঢাকা থেকে যশোর শহর পর্যন্ত গেলাম। সেখানে আমার আব্বা-আম্মা, ভাই-বোনেরা থাকতেন। কিন্তু যশোর গিয়ে দেখলাম কেবল আব্বা সেখানে আছেন, ভাই-বোনেরা গ্রামের বাড়ী রাজশাহী চলে গেছে। পাক হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের ভয়ে মহিলা, শিশুরা শহর থেকে বহু দূরে গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। পুরুষ বাড়ী পাহাড়া দিতে দিনে শহরের বাড়ীতে থাকছেন, রাতে কোথাও গোপন স্থানে আশ্রয় নিয়ে রাত কাটাচ্ছে। মানুষ দিন দুপুরে শহরে এসে জরুরী জিনিসপত্র কিনে বাড়ী চলে যায়। বিকেলেই শহরের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়, রাস্তা-ঘাট জনশূণ্য হয়ে যায়। আমি স্টেশনে গিয়ে খোঁজ নিলাম ট্রেনে রাজশাহী যাওয়া যায় কি না। জানা গেল ট্রেন কখন আসবে আর কখন আবার ফেরত যাবে কোন ঠিক নেই। বিশেষ করে ঈশ্বরদী জংশনে বিহারীরা সকল ট্রেনকে দাঁড় করিয়ে বাঙ্গালীদেরকে হত্যা করছে। আমি পূর্বেও জানতাম, পাকশী, ঈশ্বরদী জংশন ও আশ-পাশে অসংখ্য বিহারীর বসবাস ছিল।

আমি আহমদী জামাতের মোবাল্লেগ হবার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইনি। কারণ অনেকের ইচ্ছা থাকলেও মোবাল্লেগ হবার সুযোগ পায় না। আমি দেখলাম, নিশ্চিত হয়ে গেলাম, বাংলাদেশ শীঘ্রই স্বাধীন হতে যাচ্ছে। আমার ছোট ভাই, আত্মীয়-স্বজনেরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিচ্ছে। আমি মোবাল্লেগ হবার সুযোগ হারাতে চাই নি। তাই ১২/১৪ দিন পর রাবওয়াতে ফেরত চলে গেলাম।

জামেয়ার গরমের দিনের দীর্ঘ ছুটি তখনো শেষ হয়নি। মাওলানা আনিসুর রহমান মরহুম তখন ইসলামাবাদে মোবাল্লেগ হিসেবে কর্মরত। আমি মাওলানা আনিসুর রহমানের কাছে ইসলামাবাদ চলে গেলাম। সে সময় অনেক বাঙ্গালী সরকারী কর্মকর্তা ইসলামাবাদে অবস্থান করছিলেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-এর সান্নিধ্যে কিছু সময়

আমি মাওলানা আনিসুর রহমান সাহেবের সাথে সাথে থাকতাম। একদিন ইসলামাবাদ জামাতের মজলিস আমেলার মিটিং অনুষ্ঠিত হল। আমিও মুরুব্বী সাহেবের সাথে আমেলার মিটিংয়ে বসার সুযোগ পেলাম। মোহতরম আব্দুল হক বেরক সাহেব ইসলামাবাদ জামাতের আমীর ছিলেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-এর উত্তরাঞ্চলে কোথাও যাবার প্রোগ্রাম ছিল। রাস্তায় পাহাড়ের উপর একটি অতি চমৎকার মনোরম রেস্টহাউসে হুযুর (রাহে.) দুপুরের খাবার খাবেন। ইসলামাবাদ জামাত হুযুরের খেদমতে আবেদন করেছে যে, তারা হুযুরের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করবেন। হুযুর (রাহে.) অনুমতি প্রদান করেছেন।

ইসলামাবাদ জামাতের সম্মানিত কয়েকজন সদস্য খাবার নিয়ে যাবেন। জামাতের মুরুব্বী হিসেবে মাওলানা আনিসুর রহমান সাহেব ঐ দলে থাকবেন। মুরুব্বী সাহেবের অনুরোধে মোহতরম আমীর সাহেব আমাকেও সাথে যাবার অনুমতি দিলেন। এটি আমীর সাহেবের মহানুভবতা ছিল। নয়ত আমি তো শামিল হবার যোগ্যতা রাখতাম না।

ঐ রেস্ট হাউস এবং ঐ স্থানের নাম ভুলে গেছি। পাহাড়ের উপর খুব সুন্দর মনোরম স্থান। রেস্ট হাউসের বাইরেও যথেষ্ট স্থান উঠানের মত করে সাজানো গোছানো। আমরা প্রাইভেট কারে করে গেলাম। হুযুর (রাহে.) সপরিবারে রেস্ট হাউসে উঠেছিলেন।

হুযুর (রাহে.) শেরোয়ানী-পাগড়ী খুলে রেখে সাদা সালোয়ার-কামিজ পড়ে খালি মাথায় ক্যামেরা হাতে বেরিয়ে আসলেন। চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনেক ছবি তুললেন। যারা দেখেছেন তারা জানেন হুযুর অসাধারণ শারীরিক সৌন্দর্য্যের অধিকারী ছিলেন। মাথায় খুব সুন্দর লম্বা চুল ছিল। বয়সের কারণে সাদা এবং অনেকটা সোনালী রংয়ের হয়ে গিয়েছিল।

হুযুর (রাহে.) রেস্ট হাউসে খাবার খেলেন। তারপর বাইরে এসে একটি ইজি চেয়ারে বসলেন। আমরা সবাই উঠানে ঘাসের উপর বসে খাবার খাচ্ছিলাম। হুযুরের খাবারের বেঁচে যাওয়া অংশ আমাদের জন্য আনা হল। আমরা হুযুরের খাবারের অংশ তাবাররক হিসেবে আনন্দে খেলাম। তাবাররক অর্থ কল্যাণমন্ডিত।

হুযুর খুব হাসিখুশী খোলামেলা কথাবার্তা বলছিলেন। আমাকে দেখে হুযুর বাংলাদেশের কথা তুললেন। হুযুর এদেশের অবস্থা জানতেন। বাঙ্গালীদের উপর জুলুমের জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। হুযুরের (রাহে.) এভাবে আমাদের মাঝে অনাড়ম্বর খোলামেলা কথাবার্তা শোনা আমার জন্য এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল।

হুযুর (রাহে.)-এর সাথে সব সময় আমি সহজেই দেখা করতে পারতাম। অনেক সময় এমন হয়েছে যে, হুযুর নামাযের পরে মসজিদ থেকে বেরিয়েছেন, আমি দৌড়ে গিয়ে মুসাফা করেছি। হুযুর আদর দিয়েছেন। আমি সব সময় হুযুর (রাহে.)-এর খেদমতে দোয়ার জন্য লিখতাম। ব্যক্তিগত সব কথা সব সময় লিখে জানাতাম। পরীক্ষায় পাশের জন্য, সফল মুরুব্বী হয়ে জামাতের খেদমতের সুযোগ পাওয়ার জন্য দোয়া চাইতাম।

মুকাররম মাওলানা মজিদ আহমদ শিয়ালকোটী মুরব্বী সিলসিলাহ্ ইউকে সাহেবের সাথে ২০১৪ সনে লন্ডন মসজিদ গেষ্ট হাউসে দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে বললেন, ১৯৮১ সনে তিনি ইসলামাবাদে মুরব্বী ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) ইসলামাবাদে কিছুদিন অবস্থান করছিলেন।মওলানা মজিদ শিয়ালকোটী প্রাইভেট সেক্রেটারীর মত দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আপনি ভাগ্যবান। হুযুর (রাহে.) আপনাকে খুব ভালোবাসতেন। আপনার জন্য দোয়া করতেন। যখনই আপনার চিঠি বা রিপোর্ট হুযুরের খেদমতে পেশ হত হুযুর খুব খুশী হয়ে আপনার প্রশংসা করতেন। আপনার পক্ষে কথা বলতেন। আমি দেখেছি হুযুর আপনাকে খুব ভালোবাসতেন। মওলানা শিয়ালকোটী আমাকে আদর করে কিছু মূল্যবান তোহফা (উপহার)ও দিলেন।

মাওলানা মজিদ শিয়ালকোটী সাহেব মাওলানা আনিসুর রহমান বাঙ্গালী মরহুম সাহেবের সহপাঠী ছিলেন। সেই ১৯৬৮ সন থেকে তিনি আমার পরিচিত ছিলেন। ঐ যুগের বুযূর্গ মুরব্বীগণ আমাকে খুব স্নেহ করতেন, এখনো করেন। তাঁর মুখে হুযুর (রহ.)-এর ইন্তেকালের এতকাল পরে এমন কথা শুনে আমার খুব ভাল লেগেছে। পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.), আর বর্তমানে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) এর আদর, স্নেহ আর দোয়ায় আমি আজও ভাল আছি। আলহামদুলিল্লাহ। ২০১৪ সনে এবং ২০১৭ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর বিশেষ অনুগ্রহের ফলে লন্ডন গিয়ে হুযুর (আই.)-এর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছিলাম।

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) খেলাফতের আসনে সমাসীন হলেন। কয়েকদিনের মধ্যে বাংলা ডেস্কের ইনচার্জ হিসেবে আমি প্রাইভেট সেক্রেটারীর দফতরে নিয়োগ পেলাম। কয়েক দিন পরে আমি ব্যক্তিগত সাক্ষাতে হুযুর (রাহে.)-এর খেদমতে হাজির হলাম। হুযুর বললেন, 'আপনার স্বাস্থ্য খারাপ কেন?' হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) খেলাফতের আসনে বসার পূর্বে ওয়াকফে জাদীদ আঞ্জুমানের নাযেম ছিলেন। তিনি হোমিও চিকিৎসাও দিতেন। আমরা তাঁর চিকিৎসা নিতাম। খেলাফতের প্রারম্ভে কিছুদিন এমন চলল যে, আমরা ওয়াকফে জাদীদ অফিসে আমাদের অসুখের বর্ণনা দিতে আসতাম। হুযুরের একজন কর্মচারী বিবরণগুলো নিয়ে হুযুরের সাথে সাক্ষাত করে ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখে নিয়ে আসতেন। আমরা পরে তাঁর ঐ ব্যবস্থাপত্র মতে ঔষধ নিয়ে আসতাম। ঐ কর্মচারী একদিন আমার জন্য হুযুরের সাক্ষাতে গিয়ে ঔষধের ব্যবস্থাপত্র চাইলেন। হুযুর তাকে বললেন, ইমদাদুর রহমানকে নিয়মিত দুধ পান করতে বলবেন। ঐ কর্মচারী বলে ফেললেন, 'উনি একজন ওয়াকফে জিন্দেগী। তার ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে আছে, দুধ কিনবে কিভাবে? হুযুর রাবে (রাহে.) প্রাইভেট সেক্রেটারীকে নির্দেশ দিলেন, ইমদাদুর রহমানের জন্য প্রতিদিন এক লিটার দুধ পাঠাতে হবে। হুযুরের পারিবারিক গাভীর দুধ থেকে এক লিটার পরিমান দুধ প্রতিদিন আমি পেতে থাকলাম যতদিন রাবওয়াতে ছিলাম। রাবওয়ার নিকটে আহমদনগর গ্রামে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর সন্তানদের অনেকেরই জমি ছিল। সেখানে সবাই গরু রাখতেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে যথেষ্ট পরিমাণ চাল আমার বাসায় পাঠানো হত। মাঝে মাঝে অন্যান্য মূল্যবান জিনিসও পাঠানো হত। হুযূরের ভাই-বোনদের বাসা থেকেও কোন সময় উপহার পাঠানো হত। ১৯৯১ লন্ডন জলসায় যাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। ফেরত আসার সময় আমার জন্য, আমার স্ত্রীর জন্য হুযুর (রাহে.)-এর পরিবার থেকে বেশ কিছু উপহার আমাকে দেয়া হয়েছিল। জাযাহুমুল্লাহ আহসানুল জাযা। আল্লাহ তা'লা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সন্তানদের মঙ্গল করুন ও কল্যাণমন্ডিত রাখুন।

আমার দাওয়াত ইলাল্লাহ বা তবলিগী প্রচেষ্টা

সব সময় তবলীগ করার চেষ্টা করেছি। কোন কোন সময় বিরোধীতার মাঝেও পড়েছি। রাবওয়া যাবার পূর্বে বাংলাদেশেও তবলিগে অংশ নিতাম। ১৯৬৭ বা ১৯৬৮ সনে আমীর সাহেবের পক্ষ থেকে প্রত্যেক জামাতকে নির্দেশ ছিল, প্রতি মাসে কোন না কোন গ্রামে যেখানে ২/১ জন আহমদী সেখানে তিনদিনের জন্য তবলিগে যেতে হবে। আমাদের কুশাবাড়িয়া গ্রামে একবার কাফুরিয়ার প্রেসিডেন্ট আছির উদ্দিন সাহেব এবং মোয়াল্লেম সাহেব এবং তেবাড়িয়া থেকে ডা: আফতাব উদ্দিন এসেছিলেন। নিয়ম ছিল প্রেসিডেন্ট তিনদিনের ঐ দলের যাতায়াত খরচ, খাবার খরচ বহন করবেন। অর্থাৎ তবলীগ ফান্ড থেকে খরচ করা হবে। শেষদিন সন্ধ্যায় মনে হচ্ছিল হয়ত কয়েকজন বয়াত করবেন। মাগরিবের পর প্রশ্নোত্তর শুরু হয়েছিল। দুই ঘন্টা পরে দেখলাম সমস্ত গ্রামের কয়েকশ' মানুষ আমাদের বাড়ী ঘিরে ফেলেছে। আমরা সিরাজ ভাইয়ের বাড়িতে অবস্থান নিয়েছিলাম। যারা বাড়ি ঘিরে ফেলেছে তাদের সবার হাতে পাকা বাঁশের লাঠি। আমরা আহমদীরা বারান্দায় বসে ছিলাম। বাইরে উঠানে গয়ের আহমদী ভাইয়েরা তবলীগ শুনছিলেন। তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হয়ে গেল। গ্রামের একজন সম্মানিত অবস্থাশালী হারুন ভাইও ছিলেন। আমাদের খাবার রান্না হয়ে গিয়েছিল। আলোচনা শেষে খাবার কথা ছিল।

শেষ কথা হল এই যে, আমাদেরকে তখনই চলে যেতে হবে।আমরা খাবার না খেয়েই চলে আসলাম। আমরা সবাই হেটে যাত্রা করলাম। রাত প্রায় ১২ টার সময় ৭/৮ মাইল হেঁটে মাঝে নদী পার হয়ে কাফুরিয়া পৌঁছেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ। খাওয়া-দাওয়া করে আসার অনুমতি ছিল। কিন্তু তারা পাহারা দিবে তাই আমরা না খেয়ে এসেছি। ঐ যুগে গ্রামাঞ্চলে হেঁটে চলাচল করা হত। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যেতে হলে হেটে যেতে হত।

(চলবে)

এ যুগের নিরাপদ দূর্গ

'এ যুগের দুর্ভেদ্য দূর্গ আমি। যে ব্যক্তি আমাতে প্রবেশ করে, সে চোর দস্যু ও হিংস্র জন্তু থেকে নিজ প্রাণ রক্ষা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার প্রাচীর থেকে দূরে থাকতে চায়, তার চারদিকে মৃত্যু বিরাজমান এবং তার লাশও নিরাপদ নয়। আমাতে কে প্রবেশ করে? সে-ই, যে পাপ বর্জন করে এবং পুণ্য অবলম্বন করে এবং বক্রতা ছেড়ে সাধুতার দিকে অগ্রসর হয় ও শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে খোদা তা'লার এক অনুগত দাসে পরিণত হয়। যে-ই এরূপ করবে, সে আমার ও আমি তার।'

–প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)

কৃতজ্ঞতা জানাই হে প্রভু!

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান (বড়চর)

তোমাকে তো দিতে পারি নি কিছুই
কেবলই নেওয়া ছাড়া,
চাইনি যাহা তাহাও দিয়েছ (তুমি)
নিজে থেকে আগ বাড়া।
তুমিই দিয়েছ পথের দিশা
তোমাকে চিনার তরে,
পাঠিয়েছ সদা বার্তাবাহক
অনুকম্পা করে।
স্থায়ী কল্যাণ কুরআন দিয়েছ
মানব জাতির তরে,
পূর্ণ নিয়ামত রয়েছে সবার
কুরআনের ভিতরে
যাচনা যে করে দান কর তারে,
অঢেল দয়াবান তুমি।
কাঙাল যে হয়না কখনো (তার)
পরোয়া করনা তুমি।
তোমার ঐশ্বর্য অসীম দানেও
কখনো হয়না শেষ।
এ স্বর্গই মোদের তোমার কাছে
পাওয়ার আরজ বিশেষ।
তুমি সৃষ্টি করেছ জিন ও ইনসান
নিজেকে প্রকাশের তরে,
যেন তারা সবে অনন্তকালব্যাপী
তোমারই ইবাদত করে।
তৌহিদ মেনে জগতে যেন
তোমারই আদেশে চলে।
খেলাফত তাই দিয়েছ মোদের,
আমাদের ভাগ্যে-কপালে
মানবেনা যারা এই খেলাফত (তারা)
অবাধ্য বিশৃঙ্খলাকারী,
নামেই তারা ধর্মসেবক
শুধুই নামধারী।

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

(৮২তম কিস্তি)

(৯) মুসলিম ইতিহাসের বিশেষ যুগ-সন্ধিক্ষণে প্রতিশ্রুত খিলাফত ব্যবস্থা পূনঃ প্রতিষ্ঠার প্রমাণঃ

আখেরী যুগে খিলাফত-আলা-মিনহাজিন-নবুয়ত (নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত) সংক্রান্ত হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা দ্বারা হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.)-এর দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

হযরত মহানবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "তাঁর নবুওয়াতের পর খিলাফত-আলা মিনহাজিন-নবুওয়াত, অর্থাৎ- খেলাফতে রাশেদা প্রতিষ্ঠিত হবে, অতঃপর অহংকার-মূলক সাম্রাজ্য চলবে, অতঃপর যুলুম ও উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। অতঃপর "খেলাফত-আলা-মিনহাজিন নবুওয়াত"– অর্থাৎ নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর মহানবী (সাঃ) চুপ থাকলেন" (মেশকাত, আহমদ, বায়হাকী)।

মুসলমানদের ইতিহাসে খিলাফতে রাশেদার পর উমাইয়া শাসন, আব্বাসীয় শাসন এবং পরিশেষে তুরস্কে উসমানীয় শাসন (১৫১৭-১৯১৪খৃঃ) বলবৎ ছিল। তুরস্কে নামমাত্র খলিফা সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ-এর সিংহাসন ত্যাগের (১৯০৮ খৃঃ) পর এবং তুরস্কের বিখ্যাত নেতা মোস্তফা কামাল পাশা আতাতুর্কের সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯২৪ সনে নামমাত্র খিলাফতের অবলুপ্তির পর থেকে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খিলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে এবং এখনো প্রচেষ্টা চলছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'ও-আই-সি' (OIC) নামক মুসলিম জাতিসমূহের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ইসলামী খিলাফত পূনঃ প্রতিষ্ঠার সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু আহমদীয়া মুসলিম জামাত ব্যতীত বিশ্বের কোথাও ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলিফা ব্যতীত কোন খিলাফত ব্যবস্থা নাই। কারণ, সূরা নূরে আল্লাহতা'লা বলেছেন যে, তিনি স্বয়ং খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন, কোন গোষ্ঠি বা আন্দোলন দ্বারা খিলাফত প্রতিষ্ঠা লাভের কোন ঐশী প্রতিশ্রুতি নাই। বর্তমান যুগ পর্যন্ত সংঘটিত মুসলিম-ইতিহাসের পর্যায়গুলোর প্রেক্ষাপটে খিলাফতের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। ফলতঃ প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী (আ.) এবং ঐশী নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া খেলাফত ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যেক বিবেকবান খোদা-প্রেমিককে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

সৈয়দনা হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেনঃ

* খোদা তা'লা চান, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল সাধু-প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকদের, তারা ইউরোপেই বাস করুক বা এশিয়াতেই বাস করুক না কেন, তৌহিদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁর ভক্ত দাসদেরকে এক ধর্মে একত্রিত করেন। এটিই খোদাতা'লা অভিপ্রায়, আর এ জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।" (আল ওসীয়্যত পুস্তিক, বঙ্গানুবাদ, পৃঃ ১৭)।

*** তিনি বলেছেনঃ** "স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে খলীফা বলে এবং রসূলের স্থলাভিষিক্ত প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিই হতে পারেন যার মধ্যে যিল্লিভাবে অর্থাৎ প্রতিবিম্বাকারে রসূলের কামালিয়ত সমূহ বিদ্যমান থাকে। এজন্য রসূলে করীম মুহাম্মদ (সা.) অত্যাচারী বাদশাহের ক্ষেত্রে খলীফা শব্দের প্রয়োগ করা পছন্দ করেন নি। কেননা, খলীফা প্রকৃতপক্ষে রসূলের যিল্ল বা প্রতিবিম্ব হয়ে থাকেন। যেহেতু কোন মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন দেয়া হয় না, সেজন্য খোদাতা'লা ইচ্ছা করেছেন যে, নবীগণের সত্তাকে– যা পৃথিবীর সকল সত্তা অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাশীল এবং সর্বোত্তম– কেয়ামত পর্যন্ত সর্বদা প্রতিবিম্ব স্বরূপ কায়েম রাখবেন। খোদা তা'লা এ উদ্দেশ্যে খিলাফতের ব্যবস্থা করেছেন যেন দুনিয়া কখনো এবং কোন যুগে রেসালতের বরকত হতে বঞ্চিত না হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি খেলাফতকে শুধুমাত্র ত্রিশ বছর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ বলে মনে করে সে নিজ অজ্ঞতা বশতঃ খিলাফতের মুখ্য উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে এবং সে জানে না, খোদাতা'লার এ ইচ্ছা কখনই ছিল না যে, রসূলে করীম মুহাম্মদ (সা.)-এর ওফাতের পর ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত খলীফাগণের ভূষণে রেসালতের বরকত সমূহ কায়েম রাখা জরুরী ছিল এবং তারপর দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যায় তো যাক, কোন পরওয়া নেই।" (শাহাদাতুল কুরআন পৃ. ৫৮)

(১০) আখেরী যুগে 'যুল-কারনাইন' হিসেবে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর দাবীর বিশেষ তাৎপর্যঃ

পবিত্র কুরআনে সূরা কাহফের ৮৭ আয়াতে

যুলকারনাইনের উল্লেখ রয়েছে: "অবশেষে যখন সে (যুলকারনাইন) সূর্যাস্তের স্থানে পৌছলো, তখন সে সেটিকে এক দুর্গন্ধময় কাদার উৎসে অস্ত যেতে দেখলো...। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেনঃ "কুরআনী এই আয়াতে অনেক গভীর রহস্য নিহিত, যা আয়ত্ত করা সাধ্যাতীত। তথাপি খোদাতা'লা আমার কাছে এর যে অর্থ প্রকাশ করেছেন তা হলোঃ এই আয়াতটি পূর্বাপরের সাথে মিলিত আকারে প্রতিশ্রুত মসিহর বিষয়ে একটি ভবিষ্যদ্বাণী এবং এটি তাঁর আবির্ভাবের যুগ নির্ধারণ করে। এর ব্যাখ্যা হলো, প্রতিশ্রুত মসিহ নিজেও একজন 'যুলকারনাইন'। কেননা, আরবীতে শতাব্দীকে 'কারণ' বলে। কুরআনের আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে, সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্, যিনি অনাগত একযুগে আবির্ভূত হবেন– তাঁর জন্ম আর তাঁর আবির্ভাব দু'টি শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে সংঘটিত হবে। আর বাস্তবে আমার সত্তা ঠিক এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। আমার সত্তা সকল প্রচলিত ও পরিচিত শতাব্দী–তা সে হিজরী শতাব্দীই হোক বা খৃষ্টীয় শতাব্দী কিংবা বিক্রমাব্দিই হোক– সর্বক্ষেত্রে আমার দুটি সত্তা বিস্তৃত। কোন একটি শতাব্দীতে আমার জন্ম ও আবির্ভাব সীমাবদ্ধ নয়। তাই, আমার জ্ঞানানুযায়ী আমার জন্ম ও আবির্ভাব প্রত্যেক ধর্মমতের শতাব্দীতে সম্প্রসারিত। সুতরাং, এই অর্থে আমিই 'যুলকারনাইন'। অনুরূপভাবে, কিছু হাদীসেও মসিহ মাওউদের নাম 'যুলকারনাইন' বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদীসে সেই অর্থেই 'যুলকারনাইন' ব্যবহৃত হয়েছে, যা আমি ব্যক্ত করেছি।" (লেকচার লাহোর, পৃ. ৬২)।

(১১) 'হুরুফে আবজাদ' (আরবী অক্ষরের সংখ্যামান) পদ্ধতির আলোকে আখেরী যুগের সময়কাল চিহ্নিতকরণের দৃষ্টান্তঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেনঃ "কোন কোন হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মসীহ মাওউদ ও প্রতিশ্রুত দাজ্জাল উভয়েই প্রাচ্যের কোন দেশ থেকে অর্থাৎ ভারত থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন। মসীহ মাওউদ বা তাঁর কোন খলিফা দামেস্কে যাবেন– এটিই 'ইন্না ঈসা ইয়ানযিলু ইনদা মানারাতি দামেস্ক', হাদীসের অর্থ। কেননা, নাযিল বলা হয় আগন্তুক মুসাফিরকে, যে অন্য দেশ থেকে আসে। এক হাদীসে ব্যবহৃত মাশরেক (প্রাচ্য) শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করে, তিনি প্রাচ্যের কোন দেশ অর্থাৎ ভারত থেকে সফর করে দামেস্ক নগরীর দিকে যাবেন। আমার হৃদয়ে ইলকা (ঐশী চৈতন্যের সঞ্চার) করা হয়েছে, 'ঈসা ইনদা মানারাতে দামেস্ক' এই শব্দমালা ইঙ্গিত করছে, তাঁর আবির্ভাবের যুগের প্রতি। কেননা, হরফগুলোর সংখ্যমানের দিক থেকে (হুরুফে আবজাদের) যোগফল সেই হিজরী সন দাঁড়ায় যে বছর খোদা আমাকে প্রেরণ করেছেন।" (হামাতুল বুশরা, পৃঃ-৬৬)

(১২) 'সূরা আসর'-এর 'সংখ্যামান' দ্বারা আখেরী যুগের সময়কাল চিহ্নিতকরণের দৃষ্টান্তঃ

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন: "খোদা তা'লা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, সূরা আসরের অক্ষরের মূল্যায়ন আদম হইতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত যত বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে তাহার সংখ্যা প্রকাশ করে। উল্লেখিত সূরার প্রেক্ষিতে যখন এই যুগ পর্যন্ত হিসাব করা হয় তখন জানা যাইবে যে, এখন সপ্তম হাজার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এই হিসাবের প্রেক্ষিতেই আমার জন্ম ষষ্ঠ হাজারে হইয়াছে।" (হাকীকাতুল ওহী)।

তিনি বলেছেনঃ "...আদি নিয়ম অনুযায়ী খোদা তা'লা তাঁর পবিত্র নবীদের মাধ্যমে সংবাদ দিয়েছেন যে, বর্তমান সভ্যতার প্রারম্ভে আগমনকারী আদম (আ.) এর যুগ থেকে গণনা করে যখন ছয় হাজার বছর শেষ পর্যায়ে উপনীত হবে তখন ভূপৃষ্ঠে বড় অন্ধকার বিস্তৃতি লাভ করবে আর পাপের বন্যা তীব্র গতিতে বয়ে যাবে। আল্লাহর ভালবাসা যখন মানব হৃদয়ে অনেক হ্রাস পাবে বরং নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহতা'লা কোন প্রকার জাগতিক উপকরণ ছাড়া কেবল ঐশী-পন্থায় আধ্যাত্মিকভাবে আদমের অনুরূপ এক ব্যক্তির মাঝে সত্য, প্রেম ও মা'রেফাতের রূহ ফুৎকার করবেন। তাকে মসীহও বলা হবে। কেননা, খোদা তা'লা স্বহস্তে তাঁর আত্মায় নিজস্ব ভালবাসার সুগন্ধি মাখিয়ে দেবেন আর সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্, যাকে আরেকভাবে খোদার ঐশী গ্রন্থসমূহে মসীহ মাওউদও বলা হয়েছে– তাঁকে শয়তানের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হবে। আর শয়তানী বাহিনী এবং মসীহ্‌র মাঝে এটাই শেষ যুদ্ধ হবে। সেদিন শয়তান তার সমস্ত শক্তিসহ, সব বংশধরসহ, সর্বপ্রকার পরিকল্পনাসহ এই আধ্যাত্মিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসবে। ...যত পন্থায় শয়তান মানুষকে বিপথগামী করতে পারে, সেই সব পদ্ধতি সেদিন সহজলভ্য হবে। তখন প্রচন্ড এক যুদ্ধের পর যা প্রকৃতপক্ষে একটি আধ্যাত্মিক যুদ্ধ– খোদার মসীহ বিজয় লাভ করবেন আর শয়তানী শক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে আর এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত খোদার মাহাত্ম্য, মহিমা, পবিত্রতা ও একত্ববাদ পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে। সেই যুগ পূর্ণ হাজার বছরের হবে, যাকে 'সপ্তম দিবস'ও বলা হয়। এরপর পৃথিবীর সমাপ্তি ঘটবে। অতএব, আমিই সেই মসীহ্, যার ইচ্ছা সে গ্রহণ করুক...। কুরআন শরীফ প্রতিশ্রুত মসীহর যুগের আরেকটি লক্ষণ বর্ণনা করেছে। এক আয়াতে বলা হয়েছেঃ 'আল্লাহর একদিন তোমাদের এক হাজার বছরের মত (সূরা হাজ্জঃ৪৮)। ...মানব সভ্যতার যে চক্র, তার প্রতি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে মানুষের মাঝে সাতটি দিন ধার্য করা হয়েছে। মোদ্দাকথা হলো আদম–সন্তানদের বর্তমান সভ্যতার আয়ু সাত হাজার বছর ধার্যকৃত রয়েছে... সূরাতুল আসর-এ অর্থাৎ এর বর্ণমালার গাণিতিক মানের (আবজাদের) গণনানুযায়ী কুরআন শরীফে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর যুগে যখন উক্ত সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন আদমের যুগ থেকে তত সময় অতিবাহিত হয়েছিল যা উল্লেখিত সূরার আবজাদের সংখ্যা দ্বারা প্রতীয়মান। এই হিসাব অনুযায়ী মানবজতির আয়ুর মধ্যে এখন এ যুগে ছয় হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং এক হাজার বছর অবশিষ্ট আছে। শুধু কুরআন শরীফেই নয় বরং তার পূর্বে অবতীর্ণ বেশীর ভাগ গ্রন্থেই লিখিত আছে যে, সর্বশেষ সেই প্রেরিত পুরুষ যে আদমের রূপে আবির্ভূত হবে আর যাঁকে মসীহ নামে সম্বোধন করা হবে– তাঁর জন্য 'ষষ্ঠ হাজার'-এর শেষাংশে জন্ম নেয়া আবশ্যক, যেমন আদম ষষ্ঠ দিনের শেষাংশে জন্ম নিয়েছিলেন। চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য এই সমস্ত নিদর্শন যথেষ্ট।" [লেকচার লাহোর, পৃ. ৪৩-৪৮]।

[চলবে]

আহমদী ও অ-আহমদীর মধ্যে পার্থক্য

মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ

(১ম কিস্তি)

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বনবী অর্থাৎ সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য নবী করে পাঠিয়েছেন। তিনি শরীয়তকে পূর্ণ করে গিয়েছেন। তবলীগকে পূর্ণ করা অর্থাৎ বিশ্ববাসীকে তবলীগ করে মুসলমান বানানোর দায়িত্ব ছিল তাঁর (সা.) উম্মতের উপর। কিছুকাল তারা এ কর্তব্য পালনও করে এবং কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করে। পরবর্তীতে ক্রমাগত আদর্শচ্যুত হওয়ার ফলে তারা হীনবল, ক্লান্ত-শ্রান্ত এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিভ্রান্ত হয়ে যায়। খেলাফতের চিরপ্রতিশ্রুত রজ্জু প্রথমে শিথিল হয়, পরে তাদের হাত থেকে তা স্খলিত হয়ে যায়। এমন একদিন ছিল, যখন সকল জাতি ইসলামের শিক্ষা ও মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ববোধ ও আদর্শে মুগ্ধ হয়ে মুসলমান হত।

আবার হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইসলামের উপর এমন এক অমানিশা নেমে আসল, যখন তারাই নাস্তিকে পরিণত হতে লাগল অথবা খ্রিষ্টান কিংবা শুদ্ধ হয়ে হিন্দু হতে লাগল। অনেক আলেম পাদ্রীদের আক্রমণে ঘায়েল হয়ে খ্রিষ্টান হয়ে উল্টো পথের যাত্রী হয়ে গেলেন। ঐ সময়ে কেবল ভারতবর্ষেই প্রায় ১৩ লক্ষ মুসলমান খ্রিষ্টান হয়ে যায়। তাদের মধ্যে বহু আলেমও ছিলেন। অন্যদিকে আপন ঘরে তারা ধর্মের খুঁটিনাটি নিয়ে পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হলেন। অমুসলমানগণকে মুসলমান করা ছিল মুসলমানের পবিত্র কাজ। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সেই দায়িত্ব ফেলে আলেমগণ কুফরীর ফতওয়া হাতে নিলেন। অমুসলমানদের মুসলমান হওয়া বন্ধ হল ও আলেমগণের আপোষ-দ্বন্দ্বের ফতওয়াবাজীতে ইসলামের ঘর খালি হতে লাগল। বিভিন্ন ধর্মের পাদ্রী-পুরোহিতগণ এটিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করল। ইসলামের তরী নিমজ্জমান হল। খ্রিষ্টান পাদ্রীগণ যীশুখ্রিষ্টের নামে খ্রিষ্টধর্মের জরাজীর্ণ তরীকে বিশ্ব উদ্ধারের তরীরূপে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলল। তাদের সংখ্যা মুসলমানদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেল। খ্রিষ্টান জগৎ উৎসাহে উল্লসিত হয়ে ঘোষণা করল যে, **"একশ বছরের মধ্যে তারা ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ হতে মুছে ফেলবে।"** তারা মক্কা মদীনায় পর্যন্ত ক্রুশের ঝাণ্ডা ওগানোর ঘোষণা দিল।

এখন উপায় কি? কোনদিকেই উদ্ধারের পথ দেখা যাচ্ছে না। ঠিক এমন সময় আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দী (আ.)-কে ভারতের কাদিয়ান নামক গ্রামে আবির্ভূত করলেন। তিনি (আ.) বজ্রনিনাদে ঘোষণা করলেন, **"ইসলাম ধর্মই জগতে বিজয়ী হবে। এটাই আল্লাহ্ তা'লার বিধান।"** এ বাণীই তিনি এনেছেন এবং এর ব্যবস্থাপনা করাই তাঁর (আ.) কাজ। অজানা স্থানে, অজ্ঞাত সহায়-সম্বলহীন এক দুর্বল ব্যক্তি একটি কলম নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের শক্তিশালী দুর্মুখ পণ্ডিত, পুরোহিত ও ধর্ম-যাজকগণের বিরুদ্ধে উক্ত ঘোষণা নিয়ে দণ্ডায়মান হলেন। তাঁর লেখনীর আঁচড়ে জ্ঞান, যুক্তি ও শক্তির অপূর্ব ঝলক খেলে গেল। উম্মীস্বরূপ ছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর বাক্যের সম্মুখে সকলে নির্বাক হয়ে গেল। সারা বিশ্বের উপর যেন এক জাদুমন্ত্র খেলে গেল। ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের কলম শুষ্ক ও কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল। মুসলমানের ধর্মত্যাগী হওয়ার স্রোত থেমে গেল। সত্যান্বেষীর চোখে সত্যের জ্যোতিঃ নেমে এল এবং হৃদয়ে ঈমানের প্রবাহ পুনরায় প্রবাহিত হল। মুসলমান তার হারানো ঈমান ও আমল ফিরে পেল এবং আবার মুসলমান হতে লাগল। হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আ.) ইসলাম ও হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর সত্যতাকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন, ইসলামের খেলাফতকে পুনঃপতিষ্ঠিত করলেন এবং কার্যকরী কর্মপন্থা ও সৎকর্মশীলগণের এক জামা'ত গঠন করে ইসলামের বিজয়ের পথ খুলে দিলেন। আর তিনি এ জামাতের নাম দিলেন, **"মুসলমান ফিরকায়ে আহমদীয়া"**। প্রতিশ্রুত মসীহর ঘোষণাকে আল্লাহ্ তা'লা সত্য করেছেন। আহমদীদের হস্তে ইসলাম আজ বিজয়ের পথে চলছে। একদিন এমন ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না। আজ আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামা'তে আহ্মদীয়া দাবি করতে পারে যে, আহ্মদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের গগনে সূর্য অস্ত যায় না।

আহমদী এবং অ-আহমদীদের মধ্যে মূল পার্থক্যঃ

অ-আহমদী বলতে বুঝানো হচ্ছে যারা আহমদী নয়। কেননা, মুসলমানদের মধ্যে অনেকগুলো ফিরকা রয়েছে। আহমদী এবং অ-আহমদীদের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। যথা:

১) **'হযরত ঈসা (আ.)'**-এর আকাশে অবস্থানের বিষয়।

২) **'ইমাম মাহ্দী (আ.)'**-এর আগমনের বিষয়।

এখন উপরোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে মতভেদ কেন, তা একটু খতিয়ে দেখা যাক। আলোচনার পূর্বে আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে যা নিয়ে সবচেয়ে বেশী আপত্তি তোলা হয় তা আলোচনা করে নিচ্ছি। আপত্তি করা হয় আহমদীরা নাকি খাতামান্নাবীঈন মানে না। এটা ডাহা মিথ্যা এক অপবাদ। আরবী ভাষায় 'খাতাম' শব্দের সকল অর্থে আহমদীরা মহানবী (সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন মানে।

কুরআন মজীদে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন, **"মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়া লাকির রাসূলাল্লাহি ওয়া খাতামান নাবীয়্যীন। ওয়া কানাল্লাহু বিকুল্লি শাইয়্যিন আলীম।"** অর্থাৎ, 'মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন, কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র রসূল এবং নবীগণের মোহর। আর আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী।'

(সূরা আল আহযাব: ৪১)

আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা'লা হযরত রসূলে করীম (সা.)-কে খাতামান্ নাবীয়্যীন বলেছেন, যার অর্থ নিয়ে মতভেদ হবার কারণে মুসলিম আলেম ওলামাগণ বর্তমান যুগের ইমাম হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করতে দ্বিধায় পড়েছেন এবং তাঁর ওপর ঈমান আনতে বাধা অন্যদেরকেও প্রদান করছেন। হুযূর পাক (সা.)-কে কোন্ অর্থে **'খাতামান্ নাবীয়্যীন'** বলা হয়েছে, তা আয়াতটি নাযেলের কারণ, এর অর্থ এবং আনুষাঙ্গিক হাদীস সমূহ পর্যালোচনা করলেই অনুধাবন করা যাবে।

প্রথমে আয়াতটি নাযেলের কারণ পর্যালোচনা করা যাক্। বর্ণিত সূরার ৩৮ নং আয়াতে হুযূর (সা.)-এর পালিত-পুত্র হযরত যায়িদ বিন হারিস (রা.)-এর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী হযরত যয়নব (রা.)-এর সাথে মহানবী (সা.)-এর বিবাহের উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিবাহের বৈধতা নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধবাদীগণ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, তিনি পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করেছেন। অথচ সূরাটির প্রারম্ভেই ৫নং আয়াতে পালিত পুত্র যে প্রকৃত পুত্র নয়, তার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ্ পাক জানিয়ে দিয়েছেন যে, হযরত যায়িদ (রা.) হুযূর (সা.)-এর প্রকৃত পুত্র নন। একদিকে হযরত যায়িদ (রা.)-কে পুত্র না বলা, অন্যদিকে তাঁর (সা.) কোন ঔরষজাত পুত্র জীবিত না থাকায় বিরুদ্ধবাদীরা তাঁকে (সা.) অপুত্রক বলে প্রচার করতে থাকে। তৎকালীন আরবে 'অপুত্রক' শব্দটি বিদ্রুপাত্মক শব্দ বলে গণ্য করা হত। এজন্যই আলোচ্য আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা জানিয়ে দেন যে, হযরত রসূলে পাক (সা.) কোন পুরুষের জাগতিক পিতা না হলেও আল্লাহ্‌র রসূল হবার কারণে বর্তমান ও ভবিষ্যতে আগমনকারী কোটি কোটি উম্মতের আধ্যাত্মিক পিতা। এর উল্লেখ সূরাটির ৭নং আয়াতে করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "এই নবী মু'মিনগণের জন্য তাদের প্রাণাপেক্ষা নিকটতর এবং তার পত্নীগণ তাদের মাতা।" নবীর পত্নীগণ উম্মতের মাতা হলে নবী যে তাদের পিতা হন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রসূলুল্লাহ্ বলার পরই বলা হয়েছে, 'ওয়া খাতামান্ নাবীয়্যীন'। যার অর্থ রসূল হবার কারণে তিনি যেমন সাধারণ উম্মতের পিতা, খাতামান্ নাবীয়্যীন হবার কারণে তিনি নবীদেরও পিতা।

এখন **'খাতামান্ নাবিয়্যীন'** অর্থ যদি 'সকল অর্থে **শেষ নবী'** হয় তবে পূর্ববর্তী বিষয়ের সমাধান হলো কোথায়? আর এতে করে মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা প্রকাশের পরিবর্তে তাঁকে আরো ছোট করা হলো। মূলত এক ধরনের উম্মতী নবুওতের দরজা খোলা আছে এবং উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ভেতর যে উম্মতী নবুওয়াতের দরজা খোলা আছে সে সম্পর্কে কয়েকজন প্রখ্যাত মুসলিম মনিষীর অভিমত তুলে ধরা হচ্ছে।

১) হযরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহ.) তাঁর **'ফসুসুল হিকাম'** পুস্তকে লিখেছেন, "শরিয়তবিহীন সাধারণ নবুওয়াত তাঁদের (উম্মতে মুহাম্মদীয়ার) জন্য অবশিষ্ট রাখা হয়েছে।"

২) মোল্লা আলী কারী (রহ.) তাঁর মৌযুয়াতে কবীরে লিখেছেন, "তাঁর পর এমন কোন নবী আসবেন না যিনি তাঁর ধর্মকে রহিত করবেন এবং তাঁর উম্মত হবেন না।"

৩) ইমাম শায়রানী (রহ.) লিখেছেন, "নিশ্চয়ই নবুওয়াত জিনিসটা উঠে যায় নি, কেবল শরীয়ত ওয়ালা নবুওয়াত উঠে গিয়েছে।" (আল ইয়া ওয়াকিতুল জাওয়াহের)

৪) শাহ ওয়ালিউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবী (রহ.) লিখেছেন, "তাঁর দ্বারা নবীদের খতম করা হয়েছে অর্থাৎ এমন কাউকেও দেখা যাবে না, আল্লাহ্ পাক যাকে শরীয়তের আদেশ দিবেন।" (তফহীমাতে ইলাহিয়াহ্)

৫) দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা কাশেম নানুতবী সাহেব লিখেছেন, "নবী করীম (সা.)-এর পরবর্তীকালে কোন নবীর জন্ম হওয়া স্বীকার করলেও খাতামিয়াতে মুহাম্মদীয়ার কোনরূপ ইতরবিশেষ হয় না।" (তাহযীরান নাস- পৃ: ২৮)

এখন মূল আলোচনায় যাচ্ছি।

১) 'হযরত ঈসা (আ.)'-এর আকাশে অবস্থানের বিষয়:

হযরত ঈসা (আ.) হলেন বনী ইসরাঈলী একজন নবী। তাঁর আরেকটি নাম হল মসীহ্ নাসেরী। তাঁকে ইংরেজ তথা খ্রিষ্টানরা খোদার পুত্র খোদা রূপে উপাসনা করে। তাদের ত্রিত্ববাদের অন্যতম সেই 'খোদার' পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় তাদের সঙ্গে বহু মুসলমানও তাকিয়ে আছে শূন্যে-আকাশের দিকে। তবে তারা সবাই হতাশ হবে। কারণ, সব খ্রিষ্টান ও ইংরেজদের সেই **'খোদা'**র মৃত্যু প্রমাণ করে কাশ্মীরে তাঁর কবর দেখিয়ে দিয়েছেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। ফলে এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং মহানবী (সা.)-এর সেই শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে যে, তাঁর (সা.) উম্মতের প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহ্দী (আ.) হবেন ক্রুশভঙ্গকারী। হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মের যে বিশ্বাস তা হল-

ইহুদীদের বিশ্বাস: যীশুকে তারা ক্রুশে লটকিয়ে বধ করেছে। অতএব সে অভিশপ্ত।

খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস: ক্রুশে অভিশপ্ত মৃত্যুবরণ করলেও যীশু ৩ (তিন) দিন পর আবার জীবিত হয়ে তাঁর পিতার কাছে উঠে গেছেন।

বহু মুসলমানের বিশ্বাস: ক্রুশে লটকাবার পুর্বেই যীশুকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং ৪র্থ আসমানে সশরীরে এখনো জীবিত আছেন।

এসব অলীক বিশ্বাসগুলোই ক্রুশীয় বিশ্বাস। এগুলোকে মিথ্যা ও জাল প্রমাণ করার নামই ক্রুশ ভঙ্গ করা এবং তা সম্ভব তখনই যখন প্রমাণিত হয় যে, ঈসা (আ.) বা যীশুর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর সাথে ইসলামের এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে আর তা হলো- হযরত ঈসা(আ.)-কে জীবিত মানলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওত প্রশ্নবিদ্ধ, ভিত্তিহীন সাব্যস্ত হয় (নাউযুবিল্লাহ)। কেননা, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন, **ওয়া ইয কৃলা 'ঈসাবনু মারইয়ামা ইয়া বানী ইসরাঈলা ইন্নি রাসূলুল্লাহে ইলাইকুম মুসাদ্দিকাল্লিমা বাইনা ইয়াদাইয়্যা মিনাত্ তাওরাতি ওয়া মুবাশশিরাম বিরাসূলিন ইয়া'তি মিম বা'দি ইসমুহু আহমাদ"।**

অর্থ: 'আর স্মরণ কর মরিয়মের পুত্র ঈসা যখন বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর রসুল, তওরাতের যা আমার সামনে রয়েছে এর সত্যায়নকারীরূপে এবং আমার পরে আগমনকারী এক মহান রসূলের সুসংবাদদাতারূপে এসেছি। তার নাম হবে আহমদ।'

(সূরা সাফ্‌ফ: ৭)

আমরা সবাই জানি, মহানবী (সা.)-এরই আরেক নাম **"আহমদ"**। এ আয়াতে আল্লাহ তা'লা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, আহমদ অর্থাৎ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন হযরত ঈসা (আ.)-এর পরে হবে। এ কারণে ঈসা (আ.) জীবিত থাকলে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন সম্ভব হবে না। এ ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে খ্রীষ্টানদের সাথে সুর মিলিয়ে স্বীকার করে নিতে হবে (নাউযুবিল্লাহ) যে, আসল হযরত মুহাম্মদ (সা.), ঈসা (আ.)-এর পরে যাঁর আসার কথা, তিনি এখনও আসেন নি। যাঁকে আমরা মুহাম্মদ (সা.) হিসেবে মান্য করি, তিনি নকল মুহাম্মদ, (নাউযুবিল্লাহ)। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত হয়ে তাঁকে অস্বীকার করতে হবে। শুধু তাই নয়, হযরত ঈসা (আ.)-কে জীবিত মেনে নিলে আল্লাহ তা'লাকে অস্বীকার করতে হবে। পবিত্র কুরআনকেও অস্বীকার করতে হবে। মুসলমান হয়ে আমরা এমনটা কখনও করতে পারি না।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, "মৃত্যুবরণ করা আমাদের মহানবী (সা.)-এর সুন্নত। ঈসা যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে আমাদের প্রিয়নবী (সা.)-এর সম্মানহানী হতো। অতএব, যতক্ষণ তোমরা ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে বিশ্বাসী না হবে, ততক্ষণ তোমরা সুন্নতপন্থী অথবা কুরআনপন্থী কোনটাই সাব্যস্ত হবে না।"

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৯)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "তোমরা ঈসাকে মরতে দাও। এতেই ইসলামের জীবন নিহিত। একইভাবে, বনী ইসরাইলী ঈসার পরিবর্তে মুহাম্মদী ঈসাকে আসতে দাও, কেননা এতেই ইসলামের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত।"

(মলফুযাত, খন্ড: ১০, পৃ: ৪৫৮)

প্রথম কথা হলো, হযরত ঈসা (আ.) একজন মানুষ ছিলেন। তিনি আজ থেকে ২ হাজার বছর পূর্বের একজন মানুষ ছিলেন। বর্তমানে ২ হাজার বছর পূর্বের কোন মানুষ তো দূরের কথা, ২/৩শ বছর পূর্বের কোন মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে আছে এ রকম কোন তথ্য, তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে আমাদের অথবা আপনাদের অথবা অন্য কারো কাছে আছে বলে আমাদের জানা নেই। আপনাদের কারো কাছে কি আছে? আমি নিশ্চিত যে, নাই। তাই ২ হাজার বছর পূর্বের একজন মানুষ হযরত ঈসা (আ.) তিনি কিভাবে জীবিত থাকতে পারেন? তিনিও মারা গেছেন, এটাই স্বাভাবিক ও চিরন্তন একটা বিষয়।

আল্লাহ তালাও পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টিকে সমর্থন করে মহানবী (সা.)-কে সম্মোধন করে ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন, **"ওয়ামা জায়ালনা লিবাশারিম্ মিন কাবলিকাল খুল্‌দ আফাইম্ মিত্তা ফাহুমুল খালিদুন।"**

অর্থ: 'হে মুহাম্মদ (স.)! আমরা তোমার পূর্বে কোন মানুষকেই চিরস্থায়ী জীবন দান করি নি। এরপর যদি তুমি মারা যাও, তবে কি তারা চিরকাল জীবিত থাকবে?'

(সূরা আল আম্বিয়া: ৩৫)

মহানবী (স.)-এর পূর্বের কোন মানুষ অস্বাভাবিক দীর্ঘায়ূ নিয়ে জীবিত নেই। হযরত ঈসা (আ.) মহানবী (সা.)-এর ৬শ বছর পূর্বের একজন মানুষ ছিলেন। তাই এ আয়াত অনুসারে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত ঈসা (আ.)-এর বেঁচে থাকার কোন সুযোগ নেই। অর্থাৎ, তিনি পূর্বেই মারা গেছেন।

অনেকে বলতে পারেন, এখানে সাধারণ মানুষের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হযরত ঈসা (আ.) তো সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তিনি একজন নবী ছিলেন। নবীরা হলেন খোদার প্রিয় বান্দা। তাদের সাথে তো সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করা হয় না। এজন্য নবীকে বিশেষ মোজেযার মাধ্যমে জীবিত রাখতেই পারেন। তবে এক্ষেত্রে জানা আবশ্যক, তিনি নবী হলেও তাঁর জীবিত থাকার সুযোগ নেই। আল্লাহ তালা পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টিও এই ঘোষণা দিয়ে নাকচ করে দিয়েছেন যে, **"ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূলুন কাদ খালাত মিন কাবলিহির রুসূল"।**

অর্থ: 'এবং মুহাম্মদ কেবল একজন রসূল, তাঁর পূর্বেকার সকল রসূল মারা গেছেন।

(সূরা আলে ইমরান: ১৪৫)

"আর রসূল" অর্থাৎ সব রসূলের মাঝে হযরত ঈসা (আ.)-ও শামিল। আল্লাহ তা'লা এখানে এটি বলেন নি যে, 'ইল্লা ঈসাবনু মারইয়াম' অর্থাৎ, ঈসা ইবনে মরিয়ম ছাড়া সবাই মারা গেছেন। **'আল ইস্তেগরাক'** হামদের সাথে যুক্ত হওয়ার কারণে **'আল হামদু লিল্লাহ'** দ্বারা যেমন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র বুঝায় তেমনি রসূলের সাথে আল ইস্তেগরাক যুক্ত হওয়ায় সমস্ত রসূল বুঝায়। এ কারণে সব নবীর সাথে মহানবী (সা.)-এর পূর্বের নবী হযরত ঈসা (আ.)-ও মারা গেছেন।

শুধু তাই নয়, কত বছর পর্যন্ত হযরত ঈসা (আ.) জীবিত ছিলেন এটাও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলে গেছেন। তিনি বলেন– **"ইন্না ঈসাবনা মারইয়ামা আশা ইশরীনা ওয়া মিআতা সানাতিন।"**

অর্থ: 'নিশ্চয়ই ঈসা ইবনে মরিয়ম একশত বিশ বছর জীবিত ছিলেন।'

(কানযুল উম্মাল, খন্ড-১১, পৃ: ৪৭৯)

এ প্রসঙ্গটি আপাততঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর এটি উক্তি দিয়ে এখানেই শেষ করছি।

তিনি (আ.) বলেন, "স্মরণ রেখো! কেউ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবে না। আমাদের সকল বিরুদ্ধবাদী, যারা আজ জীবিত আছে, তারা সবাই মরবে, কিন্তু তাদের মধ্য থেকে কেউই মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ.)-কে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখবে না। অতঃপর তাদের সন্তানেরাও মরবে, কিন্তু তাদের মধ্য থেকেও কেউ মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ.)-কে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখবে না। অতঃপর তাদের সন্তানদের সন্তানেরাও মরবে, কিন্তু তারাও মরিয়মের পুত্রকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখবে না। তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এ বিশ্বাসের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়বে এবং আজ থেকে তৃতীয় শতাব্দী পূর্ণ হবে না, যখন ঈসা (আ.)-এর জন্য অপেক্ষাকারীরা, কি মুসলমান, কি খ্রিষ্টান, সকলে অত্যন্ত হতাশ ও বিরক্ত হয়ে ঐ মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে। তখন পৃথিবীতে একটিই ধর্ম হবে এবং একই নেতা। আমি তো এক বীজ বপন করতে এসেছি। সুতরাং আমার দ্বারা ঐ বীজ বপন করা হয়েছে। এখন এটা বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বিকশিত হবে। কেউ একে রুখতে পারবে না"

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন, পৃ: ৭৯-৮০)

(চলবে)

আহমদীয়াতের গৌরবময় ইতিহাস সোনালী হয়ে ওঠা এপ্রিলের দিনগুলো

মুহাম্মদ ফজলুর রহমান

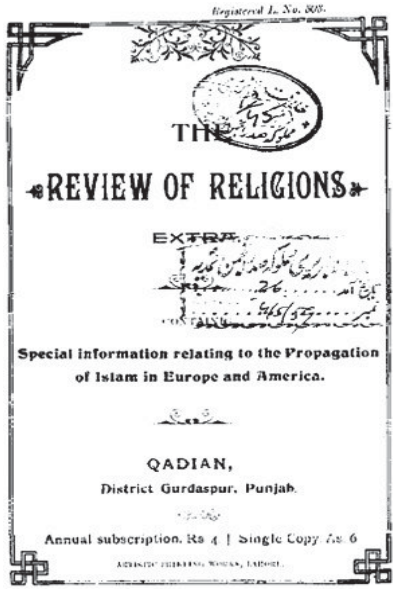

০১ এপ্রিল ১৯০১ :

পশ্চিমা বিশ্বে ইসলামের বার্তা প্রচারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এ লক্ষ্য অর্জনে অন্যান্য পরিকল্পনার পাশাপাশি তিনি একটি সাময়িকী প্রকাশ করবেন বলে স্থির করেন। এই সাময়িকী প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে তিনি একটি সমিতি গঠন করলেন আর এর নাম রাখা হোল 'আঞ্জুমানে ইশায়াতে ইসলাম' (ইসলাম প্রচার সমিতি)। হযরত হাকিম মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (রা.) এই আঞ্জুমান বা সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের এই দিনে নব গঠিত সমিতি তাদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত করে। এ সভায় ইংরেজীতে প্রকাশিত ধর্মতত্ত্ব-মুলক নিবন্ধ সমৃদ্ধ এ মাসিক পত্রিকাটির নাম রাখা হয় 'দি রিভিউ অব রিলিজিয়নস', আর অধ্যাবধি সেই সাময়িকী প্রকাশিত হয়ে চলছে।

০৩ এপ্রিল :

১৯০২ খৃষ্টাব্দের এই দিনে হযরত হাজী শেঠ আল্লাহ্ রাখা আব্দুর রহমান সাহেব বরাবর লিখা এক পত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উল্লেখ করেন যে, প্লেগ প্রতি সপ্তাহে প্রায় বিশ হাজার মানুষের জীবন নাশ করে চলছে।

০৩ এপ্রিল ১৯৮৭ :

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ঐশী নির্দেশ পাওয়ার পর 'ওয়াকফে নও স্কীম' ঘোষণা করেন।

আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের পথে সন্তানদেরকে উৎসর্গ করতে তিনি আহমদী পিতামাতাদেরকে তাগিদ দেন। এই স্কীমের সদস্যদেরকে প্রসিদ্ধ সেই উক্তিতে ভূষিত করা হয় : 'অসাধারণ এক মুহূর্তে মহান এক উদ্দেশ্য সাধনে তোমরা জন্মলাভ করেছো'।

০৩ এপ্রিল ১৮৯৮ :

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এবং তার সাহাবাগণ বিরোধিতার সম্ভাব্য প্রত্যেক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ, তার (আ.) মৃত্যু সম্পর্কে লোকদের মাঝে একটি গুজব ইচ্ছাকৃত ভাবে ছড়ানো হয় আর জাল এক মৃত্যু-সংবাদও প্রকাশ করা হয়। ক্ষতিকর এবং অপরাধমূলক এ কাজের পেছনে মূল যে রচনাকারী, সে ছিল মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালবীর শিষ্য মৌলভী মুহাম্মদ বক্স জাফর জাটালী। এই দিনে বিক্ষুব্ধ আহমদীদেরকে শান্ত করতে উর্দু পত্রিকা 'আল হাকাম' বিশেষ এক ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে।

০৪ এপ্রিল ১৯০৫ :

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর নিকট নাজেলকৃত এক ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক শক্তিশালী এক ভূমিকম্প ভারত উপমহাদেশকে প্রকম্পিত করে ভারতের বর্তমান হিমাচল প্রদেশের শহর ক্যাংগ্রা এবং এর পারিপার্শ্বিক এলাকাগুলোকে বিশাল এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে।

০৪ এপ্রিল ১৯০৬ :

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) কৃত এক ঐশী ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী চেরাগ দ্বীন জমুনী নামক তার এক বিরোধী মৃত্যুবরণ করে। এই বিরোধী তার দুই পুত্র সহ প্লেগের শিকারে পরিণত হয়।

০৪ এপ্রিল ১৯০৮ :

আনুমানিক ১৮৬৫ নাগাদ এক দিব্যদর্শনে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) হযরত গুরু বাবা নানককে দেখতে পান এবং তার ধর্মানুরাগ প্রতিপন্ন করতে তিনি যত্নশীল এক গবেষণা শুরু করেন। সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর গবেষণার পর তিনি (আ.) তার এ বিষয়ক প্রবন্ধ 'সৎবচন' প্রকাশ করেন। এ কাজে তার যে কুরবানী, তা এমনই যে, তার দুঃখজনক ওফাতের মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি জানতে পারেন যে, পূর্ব পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলায় হযরত গুরু বাবা নানকের সংরক্ষিত স্মৃতিভাণ্ডারে

পবিত্র কুরআনের একটি অনুলিপি বিদ্যমান আছে। গুরুত্বপূর্ণ এই সূত্রটির বিষয়ে নিশ্চিত হতে এবং এ ব্যাপারে অধিকতর তদন্তের জন্যে এদিন তিনি এক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন।

০৪ এপ্রিল ১৯৭৯ :

জুলফিকার আলী ভুট্টোর শাসনামলে ১৯৭৪ সনে পাকিস্তানের আহমদীরা রাজনৈতিক পাশবিক শত্রুতার সম্মুখীন হয়। তার উত্তরসূরী জেনারেল জিয়াউল হকের শাসনামলে এদিনেই রাওয়াল পিন্ডিতে ভুট্টোর ফাঁসি হয়।

০৬ এপ্রিল, ১৮৯৪ :

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর স্বপক্ষে সূর্যগ্রহণের ঐশী নিদর্শনটি এদিনই প্রদর্শিত হয়। দিনটি ছিল ২৭ রমযান, ১৩১১ হিজরী। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বাইরে আসেন এবং নিজেই আকাশ পর্যবেক্ষণ করেন। এ উপলক্ষ্যে কাদিয়ানের মসজিদ মুবারক-এ বিশেষ নামায আদায় করা হয়। তাঁর নিজ দাসের সত্যতা প্রমাণের জন্য খোদা কর্তৃক প্রদর্শিত মহিমান্বিত এ নিদর্শনটি সৌভাগ্যশালী অনেক ব্যক্তিকেই আহমদীয়া জামাতে প্রবেশে ধন্য করে।

০৮ এপ্রিল ১৯০৭ :

আর্য সমাজী নেতা পন্ডিত লেখরাম সম্পর্কে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর ভবিষ্যদ্বাণীটি তখন পুর্ণ হয় যখন চরম কটুক্তিপূর্ণ এ শত্রু ৬ই মার্চ, ১৮৯৭ তারিখে ধ্বংসাত্মক নিয়তির শিকারে পরিণত হয়ে তার নিজ কক্ষে নিহত হয়।

আর্য সমাজী নেতা পণ্ডিত লেখরাম নিদর্শনমুলক মৃত্যুর কবলে পতিত।

এতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর বিরুদ্ধে হত্যার মিথ্যা অভিযোগসমূহ দাঁড় করানো হয়। তদন্তকারী পুলিশরা এদিন প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর কাদিয়ানস্থ বাড়ীটি তল্লাশি করে।

০৯ এপ্রিল ১৯০৭ :

এদিনে 'দামেস্কের দুর্যোগ' (বালায়ে দামেস্ক) সম্পর্কিত এক ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর ওপর নাযেল হয়।

সে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রভাব আজও অনুভব করা যাচ্ছে।

১০ এপ্রিল ১৯০৪ :

প্রতিশ্রুত মসীহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে তার বিরোধীদের দ্বারা বহুবার আইনী আদালতে যেতে বাধ্য করা হয়, কিন্তু তিনি সাহসীকতার সাথে সব ধরণের কঠোর দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করেন। ঝিলাম নিবাসী করম দ্বীন তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে এবং শুনানী চলাকালে হিন্দু এক জজ লালা চন্দলাল আমাদের এই প্রিয় ইমামের জন্য কষ্ট সৃষ্টির সব রকম ব্যবস্থা করে। এই তারিখে সরকার কর্তৃক এ লোককে পদচ্যুত করা হয়। পরদিন নূতন জজ আত্মরাম এ মামলার শুনানী শুরু করে।

১১ এপ্রিল ১৯০০ :

খুতবা ইলহামিয়া (নাযেলকৃত খুতবা) ঐশী এ নিদর্শনটি এদিনই কাদিয়ানের মসজিদে আকসায় প্রকাশিত হয়। মহান এ নিদর্শনটি ঈদুল আযহার দিনে প্রদর্শিত হয়, যখন প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) আরবীতে একটি উপস্থিত বক্তৃতা প্রদান করেন।

এ বিষয়টির বর্ণনায় হুযূর (আ.) বলেন যে, ঈদুল আযহার দিন সকালে আরবীতে কিছু কথা বলার জন্যে তিনি একটি ওহী লাভ করেন।

কাদিয়ানের মসজিদে আকসার এ মিম্বরে দাঁড়িয়েই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ঐশী নিদর্শনমুলক খুতবা ইলহামিয়া প্রদান করেন।

অতএব, হুযূর (আ.) তার বন্ধুদেরকে এ ওহী সম্বন্ধে অবহিত করেন। কিন্তু সেদিনই তিনি যখন ঈদের খুতবা প্রদানের জন্য দাঁড়ান, তখন খোদা তার (আ.) মুখ থেকে স্পষ্ট এবং বাগ্মিতাপূর্ণ এক বক্তৃতা নির্গত করেন, যা 'খুতবা ইলহামিয়া' পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। এটি এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা, আর কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই তিনি এ বক্তৃতা প্রদান করেন। খোদা তাঁর এক ওহীতে এটিকে এক নিদর্শন আখ্যা দেন, কারণ এটা সর্বশক্তিমান খোদার শক্তির প্রভাবে সংঘটিত হয়েছে।

হযরত হাকিম মৌলভী নূরুউদ্দীন সাহেব এবং হযরত মৌলভী আব্দুল করিম সাহেব শিয়ালকোটীকে যুগপৎভাবে এটি লিখে রাখার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল।

১২ এপ্রিল ১৮৯১ :

এ তারিখে এক সফরে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) লুধিয়ানা গমন করেছিলেন।

১৩ এপ্রিল ১৮৯১ :

এদিন প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) তার সাহাবী হযরত মুন্সী রুস্তম আলী সাহেব (রা.)-কে একখানা পত্র লিখেন।

সৌভাগ্যশালী এ লোক ছিলেন লাহোর রেলওয়ে পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর সাথে তার ছিল এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এবং নিয়মিত যোগাযোগ।

১৫ এপ্রিল ১৮৮৬ :

এ দিনটি ছিল শুক্রবার আর এ দিন রাতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর ঘরে এক কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার নাম রাখা হয় 'ইসমত'। দুর্বল ঈমানের লোকদের জন্যে এ কন্যা-সন্তান এক পরীক্ষা হিসেবে প্রমাণিত হয়, কারণ তারা প্রতিশ্রুত এক পুত্র-সন্তানের জন্মের আশা পোষণ করছিল, যেভাবে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর প্রতিশ্রুতি ছিল, কিন্তু এক কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করে, যে জন্মের পর ইন্তেকাল করে।

১৫ এপ্রিল ১৯০৭ :

এক মুবাহিলা-র (প্রার্থনা-যুদ্ধ) মাধ্যমে বিষয়াদি নিষ্পন্ন করার জন্যে অমৃতসরের মৌলভী সানাউল্লাহ্‌কে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) আমন্ত্রণ জানান, কিন্তু কঠোর এ বিরোধী এ সুযোগটি পদদালিত করে এবং অনেক দশক যাবত তাকে আহমদীয়াতের উন্নতি প্রত্যক্ষ করতে হয়। এভাবে চরম হাতাশাগ্রস্ত অবস্থায় ১৯৪৮ সনে তার মৃত্যু হয়।

১৫ এপ্রিল ১৯৪৯ : অনুর্বর এক সমতল ভূমি, বর্তমানে যেটা রাবওয়া নামে খ্যাত, সেখানে এদিনই প্রথম পাকিস্তানের বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

ঐতিহাসিক এ জলসা একটানা তিনদিন ধরে চলে, যেটা হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) এর দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা আর সঙ্কল্পের উৎকর্ষ নির্দেশক ছাপ বটে।

১৭ এপ্রিল ১৯০৭ :

ড: আকেজান্ডার ডুই-এর মৃত্যু সম্বন্ধে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) 'ফতেহ্ আজীম'-পুস্তকটি প্রকাশ করেন। হুযূর (আ.)-এর এ বিরোধী ইসলামকে মুছে ফেলার পরিকল্পনা করেছিল। চরম দু:খ, দুর্দশা আর অসহায়ত্বের কষাঘাতে সে আমেরিকায় মারা যায়। এভাবে, প্রতিশ্রুত মসীহ্, কাদিয়ানের গোলাম আহমদ (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষ্য সর্বত্র প্রকাশিত হয়।

১৮ এপ্রিল ১৮৮৯ :

তহসীলদার (কর সংগ্রাহক) হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাফাজ্জাল হুসেইন সাহেব (রা.) এর আমন্ত্রণে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এক সপ্তাহের জন্যে আলীগড় গমন করেন।

১৯ এপ্রিল ১৯০১ :

লাহোরের ফরমান কলেজ ও আমেরিকান কলেজ থেকে অতিথিবৃন্দ এ দিন কাদিয়ান আসেন। খ্রীষ্টান এসব পাদ্রীকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত করতে দেয়া হয়।

১৯ এপ্রিল ২০০৩ :

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) এর ওফাতে এম.টি.এ ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের আহমদীগণ তাদের প্রাণপ্রিয় এ ইমামের জন্য শোক প্রকাশ করে।

২০ এপ্রিল ১৮৯৩ :

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর ঔরষজাত পুত্র হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ দিন সকাল ৮ ঘটিকায় জন্মগ্রহণ করেন।

এতে ঐশী ইলহাম: "কামরূল আম্বিয়া (নবীগণের চাঁদ) উদয় হবে আর তোমার কাজকর্ম প্রকাশিত হবে"– তার জন্মের মাধ্যমে পূর্ণ হয়।

২২ এপ্রিল ১৯০৮ :

এই তারিখে সর্বশক্তিমান খোদার কাছ থেকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) নিম্নবর্ণিত উর্দূ ইলহামটি প্রাপ্ত হন: "আকাশে আমার জন্যে এক নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে– এটা কল্যাণকর এবং উচ্চমানের এক নিদর্শন। আমার ইচ্ছাগুলো পূর্ণ হয়েছে"।

২২ এপ্রিল ২০০৩ :

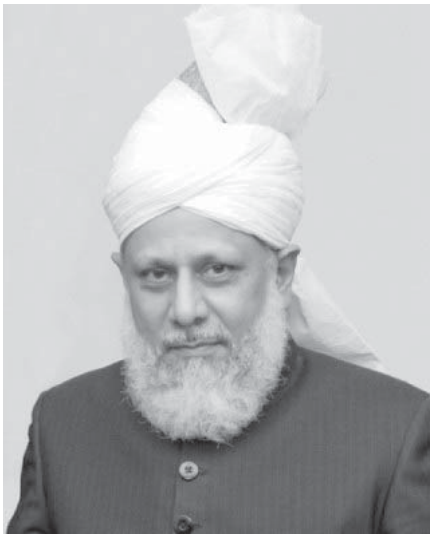

এই তারিখে হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেব ৫ম খলীফা নির্বাচিত হন।

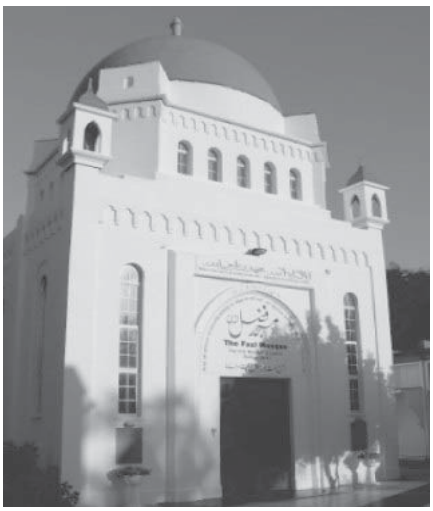

এ নির্বাচনটি মসজিদ ফযল, লন্ডন-এ অনুষ্ঠিত হয়।

২৩ এপ্রিল ১৯০১ :

মসজিদে নূর: বাহির থেকে সম্মুখ-দৃশ্য (উপরে), অভ্যন্তরের দৃশ্য (নিচে)।

এই দিনে নামাযে আসর এর পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) কাদিয়ানের মসজিদে নূর-এর উদ্বোধন করেন।

২৪ এপ্রিল, ১৯০০ সন :

গোলরা শরীফের পীর মেহের আলী শাহ্-এর সাথে মামলায় ১৯০০ সনের এ দিনটিতে উন্নতির খবর আসে। পরবর্তীকালে এ দিনেই আল হাকাম উর্দু পত্রিকা হযরত মৌলভী আব্দুল করিম সাহেব সিয়ালকোটী (রা.) প্রণীত পুস্তক সম্পর্কে পীর সাহেব যে পত্রাদি লিখেছিলেন, তা ছেপে প্রকাশ করে।

২৪ শে এপ্রিল, ১৯০২ সন :

এই দিন প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) তার সাহাবী হযরত মৌলভী গোলাম হাসান খান সাহেব পেশোয়ারীকে একটি পত্র লিখেন, যাতে তার (আ.) পুত্র সাহেবজাদা মির্যা বশির আহমদ সাহেবের সাথে মৌলভী গোলাম হাসান এর কন্যা সারোয়ার সুলতানা-এর বিয়ের প্রস্তাব দেন।

২৪ শে এপ্রিল, ১৯০৮ সন :

এই দিনটি ছিল এক শুক্রবার আর কালানুক্রমে এটি ছিল কাদিয়ানে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর শেষ শুক্রবার, যেহেতু শীঘ্রই তিনি লাহোরের উদ্দেশ্যে তাঁর শেষ সফরে বের হচ্ছিলেন। হযরত হাকিম মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব (রা.) এদিন জুমুআ-র নামায পড়ান।

২৬ শে এপ্রিল, ১৯০৮ সন :

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর এ পৃথিবী থেকে বিদায় হওয়া সম্পর্কে এদিন ফারসীতে এক ইলহাম হয়, যার অর্থ হোল: "সময়ের চালাকিকে নিরাপদ ভেবো না"।

(চলবে)

(তথ্যসূত্র: সাপ্তাহিক আল হাকাম, যুক্তরাজ্য)

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit:
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org
www.mta.tv

পবিত্র মাহে রমযান থেকে উপকৃত হওয়ার পদ্ধতি

নাবিদ আহমদ লিমন, মুরব্বী সিলসিলাহ্

আল্লাহ তা'লার অশেষ কৃপায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমরা আরো একবার রমযান মাসের মত বরকতপূর্ণ মাসে প্রবেশ করতে যাচ্ছি আর সেই সাথে আশা রাখি, আপনারা সবাই এই বরকতপুর্ণ মাস থেকে কল্যাণ, বরকত, অনুগ্রহ এবং আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ক্ষমা লাভের জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করছেন। স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিষয় আপনাদের সামনে রাখছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

১. আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা এটিই হওয়া উচিত যে, আমরা যেন সকল নামায মসজিদে এসে বাজামাত আদায় করি। বাজামাত নামাযের অনেক সওয়াব রয়েছে। রমযান মাসে এ বিষয়ে অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা উচিত, যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করা যায়।

২. কোন ওজর আপত্তির কারণে আমরা যেন রোযা না পরিহার করি।

৩. আমাদের জামাতের রীতি হল রমযান মাসে প্রত্যেক জামাতে এবং প্রত্যেক মসজিদে কুরআনের দরসের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, এ থেকে উপকৃত হোন। রমযান মাসের সাথে পবিত্র কুরআনের একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

৪. আমাদের মসজিদগুলোতে আসরের নামাযের পর থেকে কুরআনের দরস হবে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। এতে নিজেও অংশগ্রহন করুন এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে ব্যক্তি কুরআন শোনে তার উপর আল্লাহ্ তা'লার রহমত অবতীর্ন হয় আর ফিরিশতারা এমন লোকদের জন্য দোয়া করতে থাকেন।

৫. প্রতিদিন দরস শেষে ইফতারের ব্যবস্থাও থাকবে। একারণে দরসে অংশগ্রহন করা সহজ হবে। কুরআনের দরস, ইফতার এবং বাজামাত নামায আদায়ের কারণে বেশি সময় মসজিদে অবস্থান করতে পারবেন, মসজিদ আবাদ থাকবে এবং খোদা তা'লার অনুগ্রহও লাভ করতে থাকবেন।

৬. আপনার আশপাশে এবং নিজ গৃহে রমযানের পরিবেশ সৃষ্টি করুন। আর এগুলো চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং কুরবানী করা ব্যতীত লাভ করা সম্ভব নয়। আমাদের দৈনন্দিন রুটিন পরিবর্তন করেই এগুলোতে অংশগ্রহণ করা সম্ভব। নিজেদের মাঝে এবং সন্তানদের মাঝেও একটি পবিত্র-পরিবর্তন আনয়ন করুন এবং রমযান মাসের এই প্রশিক্ষণ থেকে উপকৃত হন।

৭. মসজিদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি দিন। রমযান মাস আসার পুর্বেই যেন মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। ওয়াকারে আমল যেন করা হয়। সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ফুলের চারাগাছ লাগানো যেতে পারে। নামাযের বিছানা বা কার্পেট যেন পরিষ্কার করা হয়।

৮. পাকশালা এবং যেখানে ইফতার করানো হবে, সে স্থানগুলো যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।

৯. রোযার দিনগুলোতে যেহেতু সকলের জন্য মসজিদে নামায, কুরআনের দরস এবং ইফতারের ব্যবস্থা রয়েছেস একারণে নিজেদের ঘরে দাওয়াতের ও ইফতারের আয়োজন থেকে বিরত থাকা উচিত। প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত কষ্ট করে হলেও মসজিদকে যেন আবাদ করা হয়। যারা খোদা তা'লার ঘরকে আবাদ রাখে, খোদা তা'লাও তাদের ঘরকে আবাদ রাখে।

১০. রমযান মাসে সময়ের অপচয় করা যেন না হয়। যখন আপনারা মসজিদে আসেন তখন অত্যন্ত নিরবতার সাথে যিকরে ইলাহিতে রত থাকুন। সম্ভব হলে নফল আদায় করুন। কুরআন তিলাওয়াত করুন, দরুদ শরীফ ও ইস্তেগফারে সময় অতিবাহিত করুন। রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করুন।

১১. রসুল করীম (সা.) বলেছেন, ইফতারের পূর্বমুহূর্ত দোয়া কবুলিয়াতের সময়। সে সময়টিকে দোয়ার জন্য রেখে দিন। আপনারা যদি দরসে থাকেন, তাহলে সে সময়টিও খোদা তা'লার নিকটে দোয়া হিসেবেই গৃহীত হবে। অপারগতার কারণে যদি কোন সময় ঘরে ইফতার করতে হয় তাহলে সে সময়টিতে অযথা কথা বলে সময় নষ্ট করা উচিত নয়, বরং নিজে এবং সন্তানদেরকেও দোয়ার দিকে আকর্ষণ করা উচিত।

১২. নিজের দোয়া থেকে কোন ব্যক্তিকেই বঞ্চিত রাখবেন না, বিশেষভাবে হুজুর (আই.) এর সুস্বাস্থ্য এবং তাঁর সকল দোয়া যেন আল্লাহ্ তা'লা কবুল করেন এবং তাঁর মাধ্যমে নেওয়া ইসলামের বিজয়ের সকল পরিকল্পনা যেন সফল হয়, তার জন্য দোয়া করা। সকল মুসলমানদের জন্য বিশেষ করে সকল আহমদীদের জন্য দোয়া করুন। জামাতের কর্মকর্তা, কর্মচারী, মুরুব্বী, মোয়াল্লেম এবং ওয়াকফে জিন্দেগীদের জন্য দোয়া করুন। জামা'তের উন্নতির জন্য দোয়া করুন। যতটুকু সম্ভব সদ্‌কা খয়রাত করুন। আল্লাহ্ তালাকে সন্তুষ্ট করার সকল পন্থা অবলম্বন করুন।

আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে এগুলো করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

গ্রাম থেকে উঠে আসা আমার মা প্রফেসর আতিয়া আহমেদ

আমার মা ১৩ই অক্টোবর ১৯৪৪ সনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তারুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ডা. মৌলভী আহমদ আলী। তিনি বাবা মায়ের তৃতীয়া সন্তান এবং তার জন্মের পূর্বে পর পর দুই বোনের জন্ম হয়। পিতার পরিবারে পর পর তিন কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ায় বাড়ীতে কিছুটা দুঃখের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আমার মা দুঃখের এই পরিবেশকে পরবর্তী জীবনে আনন্দের পরিবেশ বানিয়ে ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি পড়াশুনার প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন। কাজের প্রতি একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং শ্রম তাকে জীবন গড়তে সাহায্য করেছে। তাঁর মেধা ও মননশীলতা তাকে পড়াশুনায় ভাল ফল করতে সাহায্য করেছে। ছোট বেলায় কোনও সুযোগ-সুবিধা না থাকা সত্বেও মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করতেন, পড়ালেখা শিখে তিনি একজন শিক্ষিত নারী হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলবেন এবং পরিবারের লোকদেরকে শিক্ষিত করতে চেষ্টা করবেন। আজ পাড়াগাঁয়ের প্রতিকুল পরিবেশে তিনি প্রাইমারী শিক্ষা সমাপ্ত করলেন।

গ্রামে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের অনুকুল পরিবেশ না থাকায় পরবর্তীতে তিনি ২ বৎসর বাড়ীতে বসে থাকলেন। বাড়ীতে অবস্থান কালে সংসারের কাজকর্ম শেষ করে রাতে তিনি কবি নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎ চন্দ্র ও বঙ্কিম চন্দ্রের বই এবং আরো বড় বড় সাহিত্যিক, লেখকদের বই সংগ্রহ করে পড়তেন। রবীন্দ্র সাহিত্যের ওপর তার দখল দেখে অনেকেই আশ্চার্যান্বিত হতেন। ইতিহাসের বই (অতীতকে জানার জন্য) তাকে খুব আকৃষ্ট করতো এবং মোঘল সাম্রাজ্য তথা মোঘল বাদশাহদের ইতিহাস যখন বিবৃত করতেন, তখন সবাই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁর কথাগুলো শুনতেন।

তাঁর পিতৃতুল্য দুই চাচা জনাব সিদ্দিক আলী ও জনাব মোস্তফা আলী এবং মাতৃতুল্য চাচী মোহসেনা খানম তাকে ঢাকায় পড়াশুনা করার সুযোগ করে দেন এবং মোস্তফা আলী সাহেবের বাসায় থেকে তিনি ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করবেন বলে মুরব্বীগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাড়ী হতে ঢাকায় এসে এক বৎসরের মধ্যে প্রাইভেট শিক্ষকের নিকট তিন বছরের পড়া শেষ করে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য নির্বাচিত হন এবং ৮ম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে যান। এটি ১৯৫৭ সনের ঘটনা। ১৯৬০ সনে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন এবং তদানীন্তন ইষ্ট পাকিস্তান সেকেন্ডারী এডুকেশন বোর্ডে ১০ম স্থান অধিকার করেন। পরবর্তীতে তিনি ইডেন গার্লস কলেজে আই.এস.সি তে ভর্তি হন। ইডেন কলেজ হতে ১৯৬২ সনে আই.এস.সি পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন সাস্ত্রে বি.এস.সি (অনার্স) ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯৬৫ সনে অনার্স এবং ১৯৬৬ সনে এম.এস.সি. পাশ করেন। পাশ করার পর পরই তিনি ময়মনসিংহ মুমিনুননিসা মহিলা কলেজে লেকচারার হিসেবে ১৯৬৭ সনের জুলাই মাসে যোগদান করেন।

১৯৬৮ সনে পি.এস.সির মাধ্যমে ঢাকা কলেজে (সরকারী চাকুরীতে) লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন এবং শিক্ষকতা জীবনকে ভালবেসে সারা জীবন এই পেশায় নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও দক্ষতার সাথে শ্রম দিয়েছেন। ১৯৯২ সনে তিনি প্রফেসর পদে পদোন্নতি লাভ করেন এবং জিয়া মহিলা কলেজ, ফেনীতে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। আমার মা পরবর্তীতে সরকারী সিটি কলেজ, চট্টগ্রামে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। চট্টগ্রাম সরকারী মহিলা কলেজ হতে ২০০২ সনে অধ্যক্ষের পদ হতে অবসর গ্রহণ করেন।

আমার বাবা (প্রফেসর আতিয়া আহমদের স্বামী) ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের পরিচালক। তাকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থাকতে হতো এবং সে জন্য তিনি Rent free বাসা পেয়েছিলেন এবং বাসাটি ছিল বেশ বড় এবং Duplex বাড়ী।আমার বাবা ও মা দুজনই গ্রাম থেকে উঠে আসা কৃষক পরিবারের সন্তান। দুজনেরই সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা প্রায় একই রকম ছিল, তাই তাদের মধ্যে Understanding খুব ভাল ছিল এবং দুজনেই একত্রে বসে চিন্তা ভাবনা করে পরিবার কি ভাবে চলবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতেন।

আমার বাবার চাকরী ছিল অবদলিযোগ্য এবং মায়ের চাকরী ছিল বদলিযোগ্য। দুজনে মিলে আমার বাবার ছোট ভাই, ভাগ্নে, ভগ্নী, ভাতিজা ও ভাতিজী এবং আমার মায়ের ছোট ছোট ভাই বোন ও বোনের ছেলে-মেয়েদেরকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এনে বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল, কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে এনে ভর্তি করিয়ে দেন এবং এদেরকে দুজনে মিলে উপদেশ দিতেন সহজ সরল জীবন যাপন করতে এবং উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পড়াশুনায় খুবই মনোযোগী হতে। এদের মধ্যে ৪ জন PHD, ২ জন M.S., ২ জন Engr. ২ জন M.D., পাশ করে ডাক্তার ও F.C.A. হয়েছে, M.A., M.Sc., M.B.A., M.Com হয়েছে অনেক কয়জন। আমার বাবা ও মা কৃষক পরিবারের সন্তান, কিন্তু আজকে দুজনের পরিবারই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত পরিবার। আমার মা ছোটবেলায় যে স্বপ্ন দেখতেন, তিনি তা তার কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও শিক্ষার প্রতি অনেক শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলে সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছেন। এদের সবাইকে শিক্ষিত করতে পেরেছেন বলে আমাদের পরিবারের সদস্য/সদস্যাবৃন্দ আমার মাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতেন।

তিনি ডিসেম্বর মাসের ২১, তারিখ (২০১৭ সনে) চিকিৎসাধীন অবস্থায় বারডেম হাসপাতালে রাত ৩টা ২৫ মিনিটে ইন্তেকাল করেন– (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর সন্তান হিসাবে আমি আপনাদের সবার নিকট এই বিদুষী মহিলার আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। দয়াময় আল্লাহ্ তা'লা যেন তাঁকে জান্নাতুর ফেরদৌস দান করেন– সবার নিকট এই দোয়া কামনা করছি।

আমাদের মা একজন ধর্মভীরু মহিলা ছিলেন। তিনি খুব ছোটবেলা হতেই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীলা এবং ধর্মীয় কাজ করতে উৎসাহবোধ করতেন। তিনি ছোটদেরকে নামায পড়তে উৎসাহ দিতেন এবং গরিব দুঃখী ও বিশেষ করে এতিমদের সেবা শুশ্রূষা করতে বলতেন। তিনি পাঁচবেলা অজু করে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে নামায পড়তেন এবং তাহাজ্জুদগুজার ছিলেন। ছোটদেরকে বলতেন, পাঁচবেলা অজু করে নামায পড়বে। দিনে যদি পাঁচবেলা নদীতে স্নান করা হয় তাহলে শরীরে যেমন ময়লা থাকতে পারে না, তেমনি পাঁচবেলা ভাল করে অজু করে নামায পড়লে মন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে এবং মন প্রফুল্ল থাকবে এবং বেশী বেশী করে আল্লাহ্‌র যিকর করতে উৎসাহিত হবে।

ছোটদেরকে বুঝাতেন পাঁচবেলা নামায পড়বে এবং আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে অনেক ভাল চরিত্রের, সুস্থ সবল, জ্ঞানী-গুণী মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন। আমাদের মা নামাযের ওপর খুব গুরুত্ব দিতেন এবং আমাদের সব সময় বুঝাতেন আমরা যেন নামায নিয়মিত ঠিক সময়ে আল্লাহ্ যেভাবে আদেশ করেছেন সেভাবে নামায পড়ি।

আমাদের মা আমাদের দাদার বাড়িতে এসে দেখতে পান আমাদের দাদা-দাদী নিয়মিত নামায পড়ছেন এবং অনেক সময় আমাদের দাদার ইমামতিতে আমার দাদী ও ফুফুরা নামায পড়ছে–এ বিষয়টি আমাদের মা খুব পছন্দ করতেন এবং মনে মনে খুব খুশি ছিলেন যে, আমাদের মায়ের এমন পরিবারে বিয়ে হয়েছে, যেখানে সবাই নামায পড়েন। আমাদের দাদা ও নানা নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন- সে জন্য তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া আদায় করতেন। আমার দাদীর দাদা ছিলেন নাগের গ্রামের মরহুম রঈস উদ্দীন খাঁন (রা.)। বাংলাদেশে যে দুইজন সাহাবী আছেন, তাঁদের একজন হলেন রঈস উদ্দীন খাঁন (রা.)। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত কটিয়াদী উপজেলার নাগেরগ্রামে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের গ্রামের বাড়ি নাগের গ্রামে। আরেকজন সাহাবী চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানায়। তিনি হচ্ছেন মরহুম নূর মোহাম্মদ (রা.)।

আমাদের বাবা যৌবনে খুব একটা নামায রোযা করতেন না। সেজন্য আমাদের মায়ের মনে খুব দুঃখ ছিল। আমাদের বাবা খেলাধুলা ও ছাত্র রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। বাবা যখন বাসায় থাকতেন নামাযের সময় হলেই তিনি অজু করে এসে বাবার সামনে নামায পড়তেন এবং বাবা চুপচাপ তা দেখতেন। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, আমাদের বাবা খুব সিনেমা দেখতেন এটি আমাদের মায়ের দুঃখের কারণ ছিল।

আমাদের বাবা যখন জানতে পারলেন যে, আমাদের মা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে রশায়নশাস্ত্রে অনার্স ও মাস্টার্স করেছে এবং জীবনে কোন দিন সিনেমা দেখেন নি, তখন থেকে আমাদের বাবার জীবনে পরিবর্তন আসতে থাকে এবং সিনেমা দেখা আস্তে আস্তে ছেড়ে দেন। আমরা যখন বুঝতে শিখেছি তখন দেখেছি বাবার বন্ধুরা বাবাকে বলতেন, তোকে ৫০০/১০০০ টাকা পুরস্কার দিব যদি তুই আমাদের সঙ্গে সিনেমা দেখিস। আমার বাবা সেই অফার হাসিমুখে ফিরিয়ে দিয়েছেন। একজন মহিলা তার আচার আচরণ ও কাজকর্ম দিয়ে কোনো রাগারাগি ঝগড়া বিবাদ না করে আমাদের বাবাকে সঠিক পথ দেখাতে সক্ষম হয়েছেন।

আমাদের বাবা অনেক দিন থেকে পাঁচবেলা নামায পড়েন এবং মাঝে মাঝে তাহাজ্জুদ নামায পড়েন। জামাতী কাজে আমাদের বাবা অনেক শ্রম দিয়েছেন এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারী উমুরে আমা হিসেবে প্রায় চার বৎসর জামা'তের কাজ করেছেন। আমরা দেখেছি, তিনি এই চার বৎসর সকাল ৮.০০ টায় আঞ্জুমান (বকশী বাজার) যেতেন এবং রাত ৮.৩০ মিনিটে বাসায় ফিরতেন। বাংলাদেশের অনেক

জলসায় তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি ঢাকা থেকে অনেক দূর সুন্দরবন, পঞ্চগড় ও চট্টগ্রাম জলসায় যোগদান করেছেন। দুইবার আমাদের বাবা লন্ডন জলসায় যোগদান করেছেন। একবার কাদিয়ান জলসায় এবং ২০০৮ সনে শতবর্ষ জুবিলী, যা লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়, তাতে অংশগ্রহণ করেছেন। হুযূরের সঙ্গে মোলাকাত (চতুর্থ খলীফা) করেছেন।

বাংলদেশে প্রথম যে জলসা উন্মুক্ত স্থানে করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, সেই স্থানটির অনুমতি নেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন আমাদের বাবা জহুরুল হোসেন। এই জলসা হওয়ার কথা ছিল গাজীপুরের বাহাদুরপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের রোভার স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। তখন আমাদরে বাবা ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল এর সহ-সভাপতি। এই জলসাটি উগ্র মৌলবাদীদের হুমকির ফলে গাজীপুর জেলা প্রশাসন জলসা বন্ধ করে দিতে আমাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। আহমদীয়া জামাতের সদস্য-সদস্যারা যেহেতু রাষ্ট্রের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং এই জামাতের সদস্যরা যেহেতু দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারিকে ঘৃণার চোখে দেখে, তাই সরকারী আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তারা হুজুরের উদ্বোধণী ভাষণের পর আমাদের পরম প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র ন্যাশনাল আমীর এই জলসা বন্ধ করে দেন। জলসা বন্ধ করার সময় আমাদের পরম প্রিয় ন্যাশনাল আমীর মাইকের সামনে বক্তৃতারত অবস্থায় যে কান্না করেছিলেন তা মনে হলে আমাদের চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে পানি গড়িয়ে পরে যা শত চেষ্টা করেও বন্ধ করতে পারি না। এখানে উল্লেখ করতে চাই, গাজীপুরের জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসন আমাদেরকে জলসা করতে অনুমিত দিয়েছিলেন। এই জলসা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে আমাদের প্রায় ২০ (বিশ) লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে। আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য দোয়া করেছি এবং বলেছি আল্লাহ্ তাদেরকে হেদায়াত দান করুন। এ রকম অত্যাচার ও যুলুম যেন তারা ভবিষ্যতে কাউকে না করেন এবং কোনো গোষ্ঠীর চাপে নতি স্বীকার না করেন। আমরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত বাংলাদেশের নাগরিক, আমরা দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, আমরা নিয়মিত ট্যাক্স প্রদান করি, আমরা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি, আহমদীয়া জামা'তের কোন লোক জেলে আটক নেই। কেননা, আমরা অপরাধ করি না। আমাদের ২/৪ জনকে জেলে যেতে দেখেছি। আল্লাহ্‌র পথে কাজ করতে গিয়ে (তবলীগ করতে গিয়ে) উগ্রবাদী মৌলবীদের চাপে তাদেরকে আটক করে সরকার জেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমাদের কাছে এভাবে জেলে যাওয়া খুবই সম্মানজনক। এটাকে আমরা বলি, "হাজিরানে রাহে মওলা"।

আমাদের মা জামাতের সব চাঁদা নিয়মিত পরিশোধ করতেন এবং বৎসরের চাঁদা বৎসরের মধ্যেই পরিশোধ করেছেন এবং আমার বাবা ও আমাদেরকে উৎসাহিত করতেন চাঁদা সময়মত পরিশোধ করতে। তিনি কখনও বকেয়াদার হয়েছেন, তা আমরা জানি না। অন্যান্য ছোটখাট জামাত থেকে জলসার চাঁদা, গরীব মেয়ের বিয়ের জন্য চাঁদা, গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য চাঁদার অনুরোধ আসলে তিনি সেই চাঁদা দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। আমরা তাঁর সন্তান হিসেবে চেষ্টা করেছি আমাদের নানাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল তারুয়া গার্লস হাই স্কুলে আমাদের মায়ের নামে বৃত্তি চালু করতে, যাতে কয়েকজন গরীব ও মেধাবী ছাত্রী তাঁর নামে দেয়া বৃত্তির টাকা দিয়ে জীবনকে সুন্দর করতে পারে। সেইসব ছাত্রীদের নিকট আমাদের একটিই চাওয়া আর সেটি হচ্ছে– তোমরা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, তোমরাও চেষ্টা করবে গরীব ও বিশেষ করে এতিম বাচ্চাদের সুশিক্ষিত করতে এবং আমাদের মায়ের জন্য দোয়া করতে, যেন আল্লাহ্ আমাদের মায়ের বিদেহী আত্মাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন।

তিনি তাঁর মরহুম/মরহুমা বাবা ও মার, শ্বশুর-শাশুড়ীর তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পরিশোধ করতেন। তাঁর ধারণা, এতে করে তাঁর শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয়গণ জামাতে জীবিত থাকবেন এবং জামাতের লোকদের দোয়ার ভাগীদার হবেন।

"রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বায়ানী সাগিরা।"

মরহুমার বড় মেয়ে
রাশেদা জহুরা
৭/১ চামেলীবাগ, শান্তিনগর,
ঢাকা-১২১৭

অমুসলিম ঘোষণা দেয়া রাষ্ট্রের কাজ নয়

মাহমুদ আহমদ সুমন

সম্প্রতি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় খতমে নবুয়ত সংগঠনের পক্ষ থেকে আবারো আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে সম্মেলন, পোষ্টার বা মাইকযোগে 'কাদিয়ানীদের সকল অপতৎপরতা নিষিদ্ধ এবং তাদেরকে সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোঘণা করা হোক'– এই দাবি জানিয়ে আসছে। গত ২০ এপ্রিল ২০১৮ নাসিরনগর কওমী উলামা পরিষদের উদ্যোগে স্থানীয় হাফিজিয়া রমিজিয়া সিদ্দিকিয়া মাদ্রাসা চত্বরে শানে রেসালত ও খতমে নবুয়ত মহাসম্মেলনে তারা "কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের ঈমান আকিদা বিরোধী তৎপরতা বন্ধসহ সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণা করার দাবী জানিয়েছেন।" তারা বলেন, "খতমে নবুওয়ত আকিদায় ফাটল ধরাতে বৃটিশরা ভন্ড গোলাম আহমদকে দিয়ে কাদিয়ানী সসম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত নাম দিয়ে তারা দেশের সরলপ্রাণ তৌহিদী জনতাকে ঈমান হারা করছে। কাদিয়ানরা রাসূল (সা.)-কে শেষ নবী মানে না। যারা রাসূল (সা.)-কে শেষ নবী স্বীকার করে না, ইসলামী শরীয়তে তারা কাফের। তাই সরকারীভাবে এদের অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে।" (বাংলাদেশ প্রতিদিন ও ইনকিলাব, ২১ এপ্রিল ২০১৮)

এই ধর্মান্ধদের দাবি হচ্ছে, মহানবী (সা.)-কে শেষ নবী হিসেবে আহমদীয়ারা মানেন না, তাই তারা মুসলমান নয়, এজন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করতে হবে। অথচ আহমদীরা মুসলিম কি না এবং মহানবীকে (সা.) শেষ নবী হিসেবে মানে কি না, এ বিষয়টির সুরাহা অনেক পূর্বেই হয়ে গেছে। এদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরোধীতা যখন তুঙ্গে তখনই আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পক্ষ থেকে একাধিক জাতীয় দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসীকে জানানো হয়েছে তাদের ধর্ম বিশ্বাস কী?

এছাড়া এই এপ্রিল মাসেই দেশের ৪টি দৈনিকে যেমন- মানবকণ্ঠ, খোলা কাগজ, ভোরের পাতা এবং করতোয়া পত্রিকায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মবিশ্বাস স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে। বিজ্ঞাপনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে এ জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন 'আমরা ঈমান রাখি, খোদাতায়ালা ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল ও খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি, ফিরিশতা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা আরও ঈমান রাখি, কোরআন শরীফে আল্লাহ তা'লা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী (সা.) থেকে যা বর্ণীত হয়েছে– উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তা সবই সত্য। আমরা আরও ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় অথবা যে বিষয়গুলো অবশ্য করণীয় বলে নির্ধারিত, তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধকরণের ভিত্তি স্থাপন করে সে ব্যক্তি বেঈমান এবং ইসলাম বিরোধী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিচ্ছি, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর প্রতি ঈমান রাখে এবং এই ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করে' (আইয়্যামুস সুলেহ পুস্তক, পৃষ্ঠা, ৮৭)।

এছাড়া খতমে নবুওত প্রসঙ্গে আহমদীয়া মুসলিম জাম'তের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে বলেন, "আমাদের বিরুদ্ধে খতমে নবুওত না মানার মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে। খতমে নবুওত সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন 'খাতামান নবীঈন'। আরবী ভাষায় 'খাতাম' শব্দের যত অর্থ আছে সব অর্থেই আমরা মহনবী (সা.)-কে 'খাতামান নবীঈন' বলে মান্য করি। সর্বশেষ শরীয়ত-বাহক নবী হিসেবেও তিনি 'শেষ নবী' আর নবুওতের উৎকর্ষের শেষ মার্গ অর্জনকারী হিসেবেও তিনিই 'শেষ নবী'। আমরা 'খাতামান নবীঈন' উপাধির সেই একই ব্যাখ্যা মান্য করি, যা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বর্ণনা করে গেছেন। দেওবন্দী মাদ্রাসা ও মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা, উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী সাহেব 'খতমে

নবুওতের' যে বিশ্লেষণ প্রদান করেছেন, তার সাথে আমরা সম্পূর্ণ একমত। আমরা কলেমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত তথা ইসলামের সব মৌলিক শিক্ষা মানি ও পালন করার চেষ্টা করি। কেবল তাই নয়, সারা পৃথিবীতে শুধুমাত্র আমরাই এক খলীফার নেতৃত্বে ইসলাম প্রচারে রত আছি এবং বিপুল সংখ্যায় অ-মুসলমানকে মুসলামান বানানোর সৌভাগ্য লাভ করছি।

আমাদের সাথে অন্যান্য মুসলমানদের পার্থক্য কেবল মহানবীর (সা.) একটি ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাকে কেন্দ্র করে। মহনবী (সা.) বলে গেছেন, শেষযুগে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে সারা পৃথিবীতে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে রসুলুল্লাহর উম্মতে এক মহান নেতা 'ইমাম মাহদী (আ.)'-এর আবির্ভাব ঘটবে। আহমদী মুসলমানরা বিশ্বাস করে, রসুল করিম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সেই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ইতোমধ্যে আবির্ভূত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। তার পবিত্র নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। আর অন্যান্য মুসলমানরা বিশ্বাস করেন, ইমাম মাহদী (আ.) আসবেন ঠিকই, কিন্তু এখনও আসেন নাই। একদল বলছেন, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এসে গেছেন আর অন্য দল বলছেন এখনও আসেন নাই। বিষয়টি এতটুকুই" (জনকণ্ঠ, ৮/০১/০৪ প্রথম পৃষ্ঠা ও মানবজমিন, ৯/০১/০৪ প্রথম পৃষ্ঠা, মানবকণ্ঠ ১৮ এপ্রিল, খোলা কাগজ, ভোরের পাতা এবং করতোয়া ১৯ এপ্রিল ২০১৮ দ্রষ্টব্য)।

জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি থেকে স্পষ্ট হয়, আহমদীয়া মুসলিম জামাত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ শরীয়তদাতা নবী হিসেবে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন। আর এমনটাই আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সকল বই-পুস্তকে দেখা যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামী সব কিছু মেনে চলা সত্বেও যদি আহমদীরা মুসলমান না হয় তাহলে মুসলমান কি শুধু লম্বা দাড়ী, টুপি আর জুব্বার ভেতরই? মুসলমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের মত নামাজ পড়ে এবং আমাদের কিবলামুখী হয় এবং আমাদের জবাইকৃত পশু ভক্ষণ করে, সে এমন মুসলমান যার দায়িত্ব আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসূল গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করো না' (বোখারী)। যেখানে স্বয়ং রসূল করিম (সা.) নিষেধ করেছেন আল্লাহর দায়িত্বে হস্তক্ষেপ না করার জন্য, তাহলে কেন কোন মুসলমান দলকে অমুসলমান হিসেবে আখ্যায়ীত করার পায়তারা করছি, তাহলে তো আল্লাহর দায়িত্বে মানুষের হাত পড়ে যাচ্ছে, তা কি কোন মতে হতে পারে? অবশ্যই আল্লাহর কাজে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এছাড়া মহানবী (সা.) এটিও বলেছেন, 'প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে' (বোখারী ও মুসলিম)। আমরা দেখছি, আহমদীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা কালেমা, নামাজ, রোজা সব ঠিক ভাবেই পালন করছে, তারপরও এদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়াটা নিঃসন্দেহে ধর্মান্ধতারই বহিঃপ্রকাশ।

আমরা জানি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের মানবাধিকার অধ্যায়ের প্রথম ধারায় বর্ণিত হয়েছে যে, 'সকল মানব সন্তান জন্মসূত্রে স্বাধীন এবং মর্যাদা ও অধিকারের দিক দিয়ে সমান'। দ্বিতীয় ধারায় বর্ণিত হয়েছে, 'প্রত্যেক বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ, ভাষাভাষী, ধর্ম, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক এবং সামাজিক উদ্ভুত অধিকার রাষ্ট্র রক্ষা করবে।' স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের এটা জানা আছে, রাষ্ট্র তাদের সকল ধরনের অধিকার রক্ষার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং সকলে নিজ নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার রাখেন। এছাড়া বর্তমান সরকারও বিভিন্ন জনসমাবেশে প্রায়শঃ উল্লেখ করেন- এদেশে সকল ধর্মের লোকদের স্বাধীনভাবে জীবন ধারন ও যার যার ধর্ম কর্ম পালন করার অধিকার রয়েছে।

একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় এবং নানা মত ও পথের লোক বসবাস করে থাকে। এ দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে উজ্জীবিত কোন সরকার একটি ধর্মীয় ফেরকাকে প্রাধান্য দিয়ে অন্য আরেকটি ধর্মীয় ফেরকার লোকদের ধর্ম-কর্ম পালনে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। যার যার ধর্ম সে নিরাপত্তার সাথে পালন করবে। গণতান্ত্রিক পক্রিয়ায় নির্বাচিত সরকার ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ন্যায়বিচারের মানদণ্ড সমুন্নত রেখে দেশের শাসন কার্য পরিচালনা করে থাকেন। বর্তমান সরকারের বেলায়ও এর বিপরীত হবে না এটা আমাদের বিশ্বাস। খতমে নবয়তের নামে এই সংগঠনটি বরাবরই আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদের ওপর নির্যাতন করে আসছে। এরা ইসলামের দোহাই দিয়ে এ দেশকে পাকিস্তান আর আফগানিস্তান বানাতে চায়। এরাই পূর্ববর্তী সরকারের আমলে এদেশের নিরীহ শান্তিপ্রিয় আহমদীদেরকে হত্যা করেছে, দখল করে নিয়েছে তাদের অনেকগুলো মসজিদ, লুট করেছে তাদের বাড়ী ঘরের সব মালামাল। এরা বেশ কয়েক বছর থেকেই আহমদীয়াদের অমুসলমান ঘোষণার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে আসছে আর এ দাবি আদায়ের লক্ষে তারা রাজপথ অবরোধ, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, হরতাল, মিছিল ইত্যাদী জঙ্গি তৎপরতা দেখিয়েছে।

চিন্তা করে কূল পাই না, কিভাবে এমন অযৌক্তিক একটি দাবি নিয়ে তারা আন্দোলন করে। কে মুসলমান আর কে না, তার সার্টিফিকেট দেয়ার অধিকার তো কোন সরকারের নেই। যদি সরকারের কথায় কেউ মুসলমান হয়ে যায় আর কেউ অমুসলমান, তা হলে তো ধর্ম-কর্ম পালন করার আর কোন প্রয়োজন নেই। কারণ, সরকারই তো ঠিক করে দিতে পারবে কারা প্রকৃত মুসলমান আর কারা না, কারা বেহেশতে যাবে আর কারা দোযখে যাবে। তাহলে নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহ্‌র কি প্রয়োজন। মূলত কাউকে কাফের আখ্যায়ীত করা কোন রাষ্ট্র বা সরকারের কাজ নয়। সম্প্রতি আরব নিউজের একটি খবরে সৌদী আরবের 'দি কাউন্সিল অব সিনিয়র স্কলার্স'রা ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ্ এবং তার রসূল ব্যতিত অন্য কোন মানুষ কাউকে কাফের আখ্যায়িত

করার সিদ্ধান্ত দানের অধিকার রাখে না।' আসলে যারা এ ধরণের দাবি জানায়, তারা দেশের শত্রু, এদেশের স্বাধীনতার শত্রু, জাতির শত্রু, শান্তির ধর্ম ইসলামের শত্রু। তারা চায় না দেশে শান্তি ফিরে আসুক।

ধর্মান্ধদের এই আন্দোলনের ফসল হল পাকিস্তান। আহমদীদের বিরুদ্ধে সেই দেশে এমন সব আইন পাশ করা বা প্রণয়ণ করা হয়েছে যেগুলো আহমদীয়া নির্যাতনকে এক ধরণের পৃষ্ঠ-পোষকতা যোগায়। এরই সুযোগে এবং ছত্রছায়ায় সেখানে যুগ যুগ ধরে আহমদীরা বার বার আক্রান্ত হচ্ছে। আবার এরই ছত্রছায়ায় সেখানে উগ্র-ধর্মান্ধদের ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৭৪ সালে ৭২টি ফের্কার প্রতিনিধি সেজে কিছু কিছু উগ্র মৌলানাদের চাপের মুখে পাকিস্তান পার্লামেন্টে আহমদীদেরকে 'সরকারীভাবে অমুসলমান' ঘোষণা করা হয়। আহমদীদেরকে 'সরকারী কাফের' আখ্যা দেয়ার এই প্রহসনের প্রেক্ষাপট কি ছিল বা তদানিন্তন ভুট্টো সরকারের রূপ বিশ্লেষণ করা সেখানকার নাগরিকদের কাজ। তবে বিশ্ব-বিবেকের অবগতির জন্য সেই দেশেরই একজন ভুট্টো অনুসারীর স্বীকারুক্তি এখানে উপস্থাপন করা সমিচীন হবে বলে মনে করি। আহমদীদের সে দেশে 'সরকারী কাফের' ঘোষণার দেড় মাস পরে এক নির্বাচনী প্রচারণায় পাঞ্জাব প্রদেশের তদানিন্তন মুখ্য মন্ত্রী জনাব হানিফ রামে'র বক্তব্য পাকিস্তান টাইমস পত্রিকার ২৫ অক্টোবর, ১৯৭৪-এর সংখ্যায় এভাবে প্রকাশিত হয়েছে: "এ বিষয়ে জনাব রামে এক শ্রেণির উলামার তীব্র সমালোচনা করেন, যারা ৯০ বছর পুরনো কাদিয়ানী ইস্যুটির সমাধান করে দিলে জনাব ভুট্টোর জুতো নিজেদের দাড়ি দিয়ে পলিশ করে দিবেন বলেছিলেন। বাস্তবতা প্রমাণ করে দিয়েছে, একমাত্র পিপিপি (পাকিস্তান পিপলস পার্টি-অনুবাদক) এবং জনাব ভুট্টো এ সমস্যা সমাধানে আন্তরিক ছিলেন, অথচ এসব আলেম-উলামা এবং বিরোধী দলের নেতারা এটাকে কেবল তাদের হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করছিলেন।"

'সরকারী কাফের' ঘোষণার পথ ধরে একজন সামরিক জান্তা ১৯৮৪ সালে আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে নিজেকে 'খাঁটি ইসলাম-সেবক' প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। ২৬ এপ্রিল ১৯৮৪ সালের যুগ-ধিকৃত অর্ডিন্যান্স নম্বর ২০ প্রণয়ন করে তিনি আহমদীদেরকে এবার কাফের 'বানানোর' ব্যবস্থা করলেন। তার প্রণিত আইন অনুযায়ী, কোন আহমদী মসজিদকে মসজিদ বলতে পারবে না, নামাজের জন্য আযান দিতে পারবে না। নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ্জ শব্দ ব্যবহার করতে পারবেনা, নিজেকে মুসলমান হিসেবে প্রকাশ করতে পারবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি কেউ এসব কাজ করে, তাহলে তার জন্য তিন বছরের কারাদণ্ড বা জরিমানা অথবা উভয় ধরণের দণ্ড রাখা হলো। একজন মুসলমান কীভাবে এসব ছাড়া থাকতে পারে? একজন মুসলমান নিজেকে মুসলমান প্রকাশ না করে কীভাবে থাকতে পারে? ব্যস আরম্ভ হয়ে গেল আহমদীদের ধরপাকড়। এই সুযোগ গ্রহণ করে ধর্ম-ব্যবসায়ী চক্র নিজেদের প্রভাব ও দাপট বিস্তার করা আরম্ভ করে এবং সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে। আর আজ এই উগ্র ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর হাতে পাকিস্তানের সাধারণ নিরীহ মানুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জিম্মি হয়ে আছে। ধর্মান্ধদের হাতে প্রতিদিন সেখানে মানুষ মারা পড়ছে। আজ পাকিস্তানের পুলিশ হেডকোয়ার্টারস এবং সেনানিবাসগুলোও এদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ নয়।

তাই দেখা যাচ্ছে, যে বিষয়টিকে উগ্র মৌলবাদীরা সমস্যার সমাধান বলেছিল, সেটা প্রকৃতপক্ষে সমাধান ছিল না, বরং তা ছিল উগ্র-ধর্মান্ধদের সমাজে অনুপ্রবেশের ওপেন লাইসেন্স। তাই, যারা ধর্মের নামে অধর্ম করে সমাজ ও দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আহমদী, অআহমদী, আস্তিক-নাস্তিক, বিধর্মী, সবাই এদেশের নাগরিক, রাষ্ট্রকে সবার মৌলিক অধিকার দিতে হবে।

কৃতি ছাত্রী

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আমাদের মেয়ে নিশাত তাসনিম মুনা ২০১৭ সালের P.S.C সমাপনী পরীক্ষায় ফাজিলপুর কাদরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ফেনী থেকে কৃতিত্বের সাথে G.P.A-5 পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রকাশ থাকে যে, গত ০৩/০৪/২০১৮ ইং সরকার ঘোষিত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফলে সে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি পেয়ে উত্তীর্ণ হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। সে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, হেলেঞ্চাকুড়ির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল আজিজ সাহেবের বড় ছেলের ঘরের নাতনী এবং চট্টগ্রাম জামা'তের কেয়ার টেকার আব্দুল মজিদ সাহেবের বড় মেয়ের ঘরের নাতনী। ভবিষ্যতে সে যেন পড়ালেখা করে সুনামের সাথে কৃতিত্ব অর্জন করতে পারে এবং আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উন্নতি লাভ করে ঐশী খেলাফতের একজন যোগ্য খাদেমা হয়ে জামাতের সেবা করতে পারে, তার জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা, ভগ্নির কাছে খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

পিতা– **মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম**
মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ ও
মাতা– **আমাতুল মজিদ (মনি)**

সংবাদ

সংকলন: **মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী**

তালিম তরবিয়তী ক্লাস ও সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ৪ ও ৫ই মার্চ রোজ রবি ও সোমবার শ্যামপুর জামাতে দুইদিন ব্যাপী তালীম তরবিয়তী ক্লাস ও সীরাতুন নবী (সা.) জলসা শিবপুর হালকা খলিলুর রহমান সাহেবের বাড়ির উঠানে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মোহতরমা রওশন জাহান, সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশ। উক্ত অনুষ্ঠানে (পর্দার আড়ালে) বিভিন্ন জামাতের প্রেসিডেন্ট ও আমেলার সদস্যা এবং সাধারণ সদস্যাগণও উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে অর্থসহ নামায ও দোয়া বিষয়ে আলোচনা করেন সদর সাহেবা। নবী করীম (সা.) এর জীবনী ও ইমাম মাহ্দী (আ.) এর আগমনের শুভবার্তা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আরবী কাসীদা, নযম, নাতে-রসূল (সা.) পরিবেশন করা হয়। প্রতি দিনের অনুষ্ঠান দুইভাগে বিভক্ত ছিলো, ১ম অধিবেশন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১.৩০ মি. পর্যন্ত। পরে যোহর ও আসরের নামাযের ও ব্যবস্থা ছিল। ১ম দিন লাজনা ও নাসেরাত ছিল ৪৬ জন, মেহমান ছিল ৩৫ জন।

২য় দিনে লাজনা ও নাসেরাত ৪৬ জন এবং মেহমান ৪৬ জন উপস্থিত ছিলেন। একজন বোন বয়াত গ্রহণ করেন। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

মামুরা হোসেন, প্রেসিডেন্ট
লাজনা ইমাইল্লাহ্ শ্যামপুর/রংপুর

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হালকার উদ্যোগে তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হালকার উদ্যোগে গত ৩ মাসের ব্যবধানে দুইটি তবলিগী সভা মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহমুদুলিল্লাহ্। প্রথম সভায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃন্দ প্রায় ৫০ জন জেরে তবলীগ মেহমান উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় তবলীগী সভায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন মদনহাট এর একটি মাদ্রাসায় দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন। এই দুইটি তবলীগি সভার জেরে তবলীগ মেহমানদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের চট্টগ্রামের তবলীগ সেক্রেটারী জনাব সাহাবুদ্দিন খালেদ ও মুরুব্বী সিলসিলা জনাব এহসান সাহেব। উক্ত সভায় উপস্থিত মেহমানবৃন্দ অচিরেই আবার কুরআন ও হাদীস নিয়ে তাদের সাথে বসার আহ্বান জানান।

গিয়াস উদ্দিন আহমদ
প্রেসিডেন্ট
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হালকা, চট্টগ্রাম

আমিন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

গত ১০/০২/২০১৮ জনাব মোহাম্মদ আকরাম আহমদ এর আমিন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আকরাম আহমদ। পবিত্র কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে বক্তৃতা করেন জনাব এস. এম. মাহমুদুল হক, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব অহিদুল ইসলাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রঘুনাথপুর বাগ। দোয়ার মাধ্যমে উক্ত আমিন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

মোহাম্মদ জাহিদ হাসান (আব্দুল্লাহ্)
জেনারেল সেক্রেটারী
আ.মু.জা. রঘুনাথপুর বাগ

খুলনা-যশোর রিজিওনের বার্ষিক কর্মশালা ও যয়ীম/যয়ীমে আলা সম্মেলন-২০১৮ অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে গত ০৬ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখ রোজ শুক্রবার খুলনা, যশোর ও সাতক্ষীরা নিয়ে গঠিত খুলনা-যশোর রিজিওনের বার্ষিক কর্মশালা ও যয়ীম/যয়ীমে আলা সম্মেলন-২০১৮ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার লাইব্রেরী কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালা ও সম্মেলনে কেন্দ্র হতে মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ এর মোহতরম সদর আলহাজ্জ আহমদ তবশীর চৌধুরী এবং তাঁর সফর সঙ্গী নায়েব সদর-২ জনাব শহিদুল ইসলাম বাবুল ও কায়েদ যিহানত ও সেহতে জিসমানী জনাব খালিদ আব্দুল বারী যোগদান করেন। খুলনা-যশোর রিজিওনের ১১টি স্থানীয় মজলিসের মধ্যে ১০টি মজলিসের যয়ীম/যয়ীমে আলা ও তাদের মজলিসে আমেলার সদস্যসহ খুলনা-যশোর জেলার জেলা নাযেম আলা জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, সাতক্ষীরা জেলার জেলা নাযেম আলা জনাব এস, এম রবিউল ইসলাম এবং রিজিওনাল নাযেম আলা জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক উপস্থিত ছিলেন। তা ছাড়া আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার আমীর জনাব এস, এম আনসার উদ্দিন ও মুরুব্বী সিলসিলাহ মাওলানা রইস আহমেদ সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কর্মশালা ও সম্মেলনে সর্বমোট ৪৪ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

০৬ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ৯-৩০ মনিটে মোহতরম সদর, মজলিসে আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরীর সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালা ও সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সুন্দরবন মজলিসের মুন্তাযিম মাল জনাব এম, রজব আলী। অতঃপর সম্মিলিত আহাদ পাঠ ও দোয়ান্তে মোহতরম সদর সাহেব কর্মশালা ও সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। অতঃপর নায়েব সদর-২ জনাব শহিদুল ইসলাম বাবুল মজলিস আনসারুল্লাহ্ দস্তুরে আসাসী (গঠনতন্ত্র) এর আলোকে স্থানীয় যয়ীম/যয়ীমে আলা ও মুন্তাযিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন এবং কায়েদ যিহানত ও সেহতে জিসমানী জনাব খালিদ আব্দুল বারী বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়ে আলোচনা করেন। উপস্থিত ০২ জন জেলা নাযেম আলাসহ ১০টি স্থানীয় মজলিসের যয়ীম/যয়ীমে আলাগণ নিজ নিজ জেলা মজলিস ও স্থানীয় মজলিসের রিপোর্ট পেশ করেন ও কাজের সুবিধা-অসুবিধাসমূহ তুলে ধরেন। মোহতরম সদর সাহেব, নায়েব সদর-২ ও রিজিওনাল নাযেম সাহেব তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও সমাধান প্রদান করেন। অধিবেশনে খুলনা জামাতের আমীর জনাব এস, এম আনসার উদ্দিন উপস্থিত যয়ীম/যয়ীমে আলা ও তাদের আমেলার সদস্যদের উদ্দেশ্যে নসিহত মূলক বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বেলা ১২-১৫ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। খাওয়া ও জুমুআর নামাযের বিরতীর পর বিকাল ৩টা হতে দ্বিতীয় অধিবেশ শুরু হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশনে যথাসময়ে চাঁদা আদায়, মাসিক রিপোর্ট প্রেরণ এবং কর্মশালার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বর্ণনা করে মোহতরম সদর সাহেব গুরত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। অতঃপর নায়েব সদর-২ জনাব শহিদুল ইসলাম বাবুল ও রিজিওনাল নাযেম আলা জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক উপস্থিত যয়ীম/যয়ীমে আলা ও তাদের আমেলার সদস্যদেরকে মজলিসের কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

অতঃপর মোহতরম সদর সাহেব সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে কর্মশালা ও যয়ীম/যয়ীমে আলা সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক
রিজিওনাল নাযেম আলা
খুলনা-যশোর রিজিওন

নও মোবাঈনদের তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

সুন্দরবনের হালকা পাথরঘাটাতে গত ২৯ ও ৩০ মার্চ ২০১৮ তারিখ দুইদিন ব্যাপী নও মোবাঈন তালিম তরবিয়তী ক্লাসের আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্লাস সকাল ১০.৩০ মি. হতে ৩০ মার্চ শুক্রবার বাদ জুমুআ পর্যন্ত চলে। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব শেখ আলী হোসেন, পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সোহাইল হোসেন সোহেল নও মোবাঈন এবং বাংলা নযম পরিবেশন করেন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোয়াল্লেম। এরপর আলোচনা করেন জনাব জি, এম, রইসউজ্জামান, সে. নও মোবাঈন সুন্দরবন মৌলানা মুহাম্মদ আমীর হোসেন, মোয়াল্লেম সুন্দরবন ও সভাপতি সাহেব। দোয়ার মাধ্যমে ক্লাসের উদ্বোধন হয়। উক্ত ক্লাসে কুরআন, হাদীস, বিভিন্ন দোয়া, অর্থসহ নামায, দীনি মালুমাত ও আহমদীয়া জামাতের পরিচিতি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা প্রদানকারী ক্লাস পরিচালনা করেন সোহাইল হোসেন সোহেল, মৌলানা মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোয়াল্লেম ও মৌলানা মুহাম্মদম আমীর হোসেন, মোয়াল্লেম এবং হালকা প্রেসিডেন্ট সাহেব। ২ দিনের ক্লাসে সর্বমোট ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে পুরাতন আহমদী ১৫ জন, নও মোবাঈন ১৮ জন, জেরে তবলীগ মেহমান ৮ জন ও ৪ জন মেহমানদের মধ্য হতে ৩ জন বয়াত গ্রহণ করেন। বাদ জুমুআ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। প্রকাশ থাকে যে, বৃহস্পতিবার সবাইকে 'সত্যের সন্ধান' অনুষ্ঠান দেখানো হয়েছে।

জি. এম. রইসউজ্জামান
সে. নও মোবাঈন সুন্দরবন

বিভিন্ন জামা'তে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপিত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ এ গত ২৪ মার্চ রোজ শনিবার বাদ মাগরীব থেকে রাত ৯.৩০ মিনিট পর্যন্ত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত মহতী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব কাউছার আহমদ মঞ্জুর, নযম (উর্দু) পেশ করেন জনাব রায়হান আহমেদ খান রুদ্র এবং বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব আতাই রাব্বি। অনুষ্ঠানে ২৩ মার্চ মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস এর প্রেক্ষাপট, যুগ ইমামের হাতে বয়াতের গুরুত্ব ও আমাদের করণীয় এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রাসূল প্রেম বিষয়ে সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে জনাব খন্দকার মোস্তাক আহমদ-নায়েব আমীর, আ.মু.জা. ব্রাহ্মণবাড়িয়া, জনাব মৌলানা এস. এম আবু তাহের-স্থানীয় মোয়াল্লেম এবং মৌলানা জহিরউদ্দিন আহমদ মুরুব্বী সিলসিলাহ। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব ফজল মাহমুদ, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ। সবশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি মোহতরম মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান এবং দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কর্মসূচী সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানে সর্বমোট ১৭২ জন সদস্য সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন জনাব আবদুল আউয়াল মাস্টার, সেক্রেটারী তরবিয়ত, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

আবদুল আউয়াল মাস্টার
সেক্রেটারী তরবিয়ত
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

তেবাড়ীয়া

গত ২৩ মার্চ তারিখ বাদ জুমুআ মসজিদ হাসেম-এ অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত মহতী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, মোহতরম মাওলানা নওশাদ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (প্রেসিডেন্ট তেবাড়ীয়া জামাত, নাটোর)। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন রিফাত হোসেন শিশির (স্থানীয় মজলিসের কায়েদ), নযম (উর্দু) পরিবেশন করেন রবিউল ইসলাম। বক্তৃতা পর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের প্রেক্ষাপট, মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালনের গুরুত্ব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ব্যক্তিগত জীবন এবং তাঁকে মান্য করার গুরুত্ব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইসলাম প্রচার এবং তাঁর বিরোধিতা বিষয়গুলোতে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন হামজা আমীর আলী, জাকারিয়া, আনোয়ার , এলাহী আল আমীন, প্রফেসর আব্দুল মতিন এবং জেড. এম. আব্দুর রাজ্জাক। বক্তৃতার মাঝখানে একটি উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব ফেরদৌস হাসান রিহাব। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ১২০ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ২ জন মেহমান ভাই উপস্থিত থেকে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান শ্রবণ করেন। সবশেষে সভাপতির বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

নওশাদ আহমদ

রংপুর

মহান আল্লাহ্ তাআলার ফযলে গত ২৩/০৩/২০১৮ তারিখ রোজ শুক্রবার মুন্সিপাড়াস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামাত রংপুরের মসজিদে মসীহ মাওউদ (আ.) দিবস যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। বাদ জুমুআ দুপুরের খাবার পরিবেশন এবং এর পর দিবসের কর্মসূচি শুরু হয় । উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব খন্দকার মাহবুব-উল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রংপুর। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন নাজিফ আহমদ, নযম পাঠ করেন জনাব মাহমুদ আহমদ নিবিড় ও আবদুল মালিক স্বর্গ। মসীহ্ মাওউদ দিবসের গুরুত্ব ও কল্যাণ এবং মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর রসূল (সা.) প্রেম কুরআন হাদীসের আলোকে তাঁর সত্যতা, মসীহ মাওউদ (আ.) এর আগমনের উদ্দেশ্য ও তার বাস্তবায়ন প্রভৃতি বিষয়ের উপর তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে সর্বজনাব আহমদ তাহমিদুজ্জামান রাফিদ, মসীহাজ্জামান শাহিন, আব্দুর রশিদ, আফজাল হোসেন, মৌলানা সেলিম আহমদ কাজল মোয়াল্লেম ও মোহতরম খলিলুর রহমান। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে

সভার কাজ শেষ হয়। এতে প্রায় ৭০জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মাহমুদ আহমদ নিবিড়
কায়েদ, ম. খো. আ. রংপুর

আখাউড়া

গত ২৫ মার্চ বাদ আছর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নামায সেন্টার, আখাউড়ায় মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব সালেহ মুহাম্মদ ভূইয়া সাহেবের সভাপতিত্বে দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সিরাজ উদ্দিন নঈম খাদেম, নযম পরিবেশন করেন জনাব হাফিজুর রশিদ কাজল। এতে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন মৌলানা আব্দুল হেকিম সাহেব, মোয়াল্লেম কোড্ডা, মৌলানা মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, মুরব্বী সিলসিলাহ্ বিষ্ণুপুর। জনাব আমীর মাহমুদ ভূইয়া, নায়েব রিজিওনাল নাযেম আলা (ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট)। নযম পরিবেশন করেন, বিনতুল মাহদী এবং মাওলানা শামসু উদ্দীন আহমদ মাসুম, মুরব্বী সিলসিলাহ্, জোনাল ইনচার্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সভাপতি সাহেবের সমাপনী বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ হাফিজুর রশিদ (কাজল)

হেলেঞ্চাকুড়ি

গত ২৩/০৩/২০১৮ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, হেলেঞ্চাকুড়িতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মাসুম আহমদ সাহেব। এতে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন বাদল ইসলাম। উক্ত জলসায় মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব আতিকুর রহমান, এ. কে. এম. নূরুল ইসলাম খাঁন, মোসাদ্দেক হোসেন লিমন। মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালনের তাৎপর্য ও আমাদের করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন মাওলানা জাহিদুল ইসলাম শুভ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ। উর্দু নযম পাঠ করেন মোসা: আমাতুল হাফিজ সিথি এবং বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব পয়জার আলী, কায়েদ ম. খো. আ. হেলেঞ্চাকুড়ি। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বমোট ৫৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

আতিকুর রহমান

খুলনা

গত ২৩/০৩/২০১৮ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ স্থানীয় জামাতের আমীর জনাব এস এম আনসার উদ্দিন সাহেব এর সভাপতিত্বে দারুল ফজলস্থ বায়তুর রহমান মসজিদে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহাব এবং নযম পরিবেশন করেন জনাব তানভির আহমেদ শোভন। অতঃপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনকালীন যুগের লক্ষণাবলী ও এর পূর্ণতা এবং কুরআন ও হাদীসের আলোকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সত্যতা, তাঁর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক ও জামাতের সদস্যদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উপদেশাবলী স্মরণ করিয়ে দিয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন সেক্রেটারী ওসীয়্যত ও সেক্রেটারী ওয়াকফে নও মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, মুরব্বী সিলসিলাহ মাওলানা রইস উদ্দীন সাহেব এবং সেক্রেটারী তবলীগ জনাব মুহাম্মদ ওমর আলী। সবশেষে সভাপতি স্থানীয় জামাতের আমীর জনাব এস এম আনসার উদ্দিন সাহেব সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। আলোচনা সভার পর পরই এম,টি,এতে বাংলাদেশ হতে প্রচারিত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উপলক্ষে সরাসরি বাংলা অনুষ্ঠানটি দেখার ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় মোট ৮৬ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

এন, এ শাহীন আহমেদ
জেনারেল সেক্রেটারী

চড়াইখোলা

গত ২৩/০৩/২০১৮ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চড়াইখোলার উদ্যোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পলন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব জামাল উদ্দিন, প্রেসিডেন্ট চড়াইখোলা। শুরুতে পবিত্র

কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ আরশাদ হোসেন চৌধুরী, তারপর দোয়া পরিচালনা করেন মৌলবি ইমরান আহমদ, মোয়াল্লেম, নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ আলামীন ইসলাম। "মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয় কেন" এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব আমজাদ হোসেন চৌধুরী, "ইমাম মাহ্দী (আ.) আমাদের কাছে কি চেয়েছেন" এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব হায়দার আলি কবিরাজ। "ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সত্যতার প্রমাণ"– এ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন ইমরান আহমদ, মোয়াল্লেম চড়াইখোলা। এরপর সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মুহাম্মদ ইমরান আহমদ
মোয়াল্লেম চড়াইখোলা

আশকোনা

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে গত ৩০/০৩/২০১৮ তারিখে রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া আশকোনা এর উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস আশকোনার স্থানীয় মসজিদে উদযাপিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব মিরাজ উদ্দিন আহমেদ (কায়েদ আশকোনা মজলিস)। প্রথমেই কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব এরফান আহমেদ। তারপর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষা এ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন এ এইচ এম জাহাঙ্গীর হোসেন। মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন মৌলবী এনামুল হক রনি সাহেব। সবশেষে সভাপতির বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মিরাজ উদ্দিন আহমেদ
কায়েদ, আশকোনা মজলিস

নূরনগর ঈশ্বরদী

গত ২২/০৩/২০১৮ মাগরীবের নামাযের পরে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত মহতী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আহমদ তৌফিক জামান (মাহী) এবং নযম পাঠ করেন আতাউল মুশাওয়ের (রাব্বি)। এরপর মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বাল্যকালের ওপর আলোচনা করেন সাব্বির আহমদ, তাঁর দাবীর সত্যতার ওপর আলোচনা করেন মাসরুর আহমদ (শাওন) এবং অন্যান্য বিষয়ের ওপর আলোচনা করেন, জাসিদুজ্জামান, মক্তো, ইয়াকুব আলী (রয়েল), মুক্তার হোসেন এবং বয়াত গ্রহণের শর্তের ওপর আলোচনা করেন মাওলানা মুহাম্মদ বিপ্লব শাহ মুরব্বী সিলসিলা। সবশেষে সভাপতি সাহেব আহমদীয়াতের বিজয়ের বিষয় আলোচনা করে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। প্রকাশ থাকে যে, ২৩ মার্চ জামাতের একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থাকার কারণে ২২ তারিখ সন্ধ্যায় শুধু পুরুষদের নিয়ে এ অনুষ্ঠান পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে ১ জন মেহমান সহ মোট ১৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান

ফাজিলপুর (আনসারুল্লাহ্‌র কার্যক্রম)

মজলিস আনসারুল্লাহ্ ফাজিলপুরের উদ্যোগে গত ৩০/০৩/২০১৮ তারিখ বাদ জুমুআ স্থানীয় যয়ীম সাহেবের সভাপতিত্বে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব নূর উদ্দিন, নযম পরিবেশন করেন জনাব মনছুর আহমদ, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব ও ২৩ মার্চের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, স্থানীয় মোয়াল্লেম এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর কর্মময় জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন সভাপতি সাহেব। তার দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

ফাজিলপুর (জমাতের কার্যক্রম)

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ফাজিলপুরের উদ্যোগে গত ২৩ মার্চ ২০১৮ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব নূর এলাহী জসিমের সভাপতিত্বে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মাগফুর আহমদ এবং নযম পরিবেশন করেন নিসাত তাসনীম। এরপর মসীহ্ মাওউদ (আ.) আবির্ভাবের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মুহাম্মদ রেজোয়ানুল হক খাঁন। 'দেশে দেশে আহমদী জামা'ত প্রসার ও প্রচার, আহমদীয়াতের সত্যতার প্রমাণ' এবিষয়ে আলোচনা করেন জনাব সাইফুল ইসলাম, সেক্রেটারী মাল। ২৩শে মার্চের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। তারপর সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এতে ১ জন মেহমানসহ মোট ৩৪ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
আ.মু.জা. ফাজিলপুর

জগদল

গত ২৬ মার্চ তারিখে বাদ মাগরিব হতে রাত ৯টা পর্যন্ত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে এই দিবসের তাৎপর্য নিয়ে কয়েকজন বক্তা বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান। এতে ৯২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন, এর মধ্যে আহমদী ৭৬ জন মেহমান ১৬ জন।

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান
প্রেসিডেন্ট, জগদল

কটিয়াদী

২৩ মার্চ রোজ শুক্রবার কটিয়াদী জামাতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন এম.এ. হান্নান প্রেসিডেন্ট আ.মু.জা. কটিয়াদী। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন নাফিন আহমদ, বক্তব্য প্রদান করেন জনাব রুহুল আমীন সাহেব ও এডভোকেট আজিজুল হক সাহেব। সভাপতির সমাপনি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৪৭ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

এম.এ. হান্নান
প্রেসিডেন্ট আ.মু.জা. কটিয়াদী

রাংটিয়া

গত ২৩/০৩/২০১৮ তারিখ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, রাংটিয়ার উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। দিনটি শুরু হয় তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে। উক্ত তাহাজ্জুদ নামাযে ৬ জন উপস্থিত ছিলেন। এরপর জুমুআর নামায শেষে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উপলক্ষে আলোচনা-সভার আয়োজন করা হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন রুবেল আহমেদ, কায়েদ রাংটিয়া। নযম পাঠ করেন আতিক হাসান। মসীহ্ মাওউদ দিবসের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন জনাব আবদুর রহিম। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাল্যকাল ও তাঁর পরবর্তী জীবন নিয়ে আলোচনা করেন ডা: বদিউজ্জামান। সবশেষে প্রেসিডেন্ট সাহেবের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৩২ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

রুবেল আহমেদ
কায়েদ, রাংটিয়া

চান্দপুর চা বাগান

গত ২৩/০৩/২০১৮ তারিখ বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চান্দপুর চা বাগানের উদ্যোগে বায়তুস সামি মসজিদে স্থানীয় প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মাহমুদুল হাসান চৌধুরী (পাপন), নযম পাঠ করেন জনাব ছারোয়ার হোসেন চৌধুরী (রাসেল)। দিবসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করেন বিশেষ অতিথি জনাব মুহাম্মদ এহসানুল হাবিব (জয়)। সবশেষে প্রেসিডেন্ট সাহেবের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন চৌধুরীর
প্রেসিডেন্ট চান্দপুর চা বাগান

সুন্দরবন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবনের আয়োজনে গত ২৩ মার্চ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মসজিদ বায়তুস সালামে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের আমীর জনাব এস, এম, রেজাউল করিম। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন এস, এম, তরিকুল ইসলাম। এরপর নযম পরিবেশন করেন গাজী শাফির আহমদ, দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম আমীর সাহেব। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে 'হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রসূল প্রেম' এ বিষয়ে জনাব আজিমুল হক বকুল। বিশ্ব শান্তির দূত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়ে জনাব এস, এম আবু আহমদ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ও আবির্ভাব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আমীর হোসেন মোয়াল্লেম সাহেব হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব শেখ আব্দুল ওয়াদুদ। সবশেষে সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা সভাপতি করেন জনাব এস, এম, রেজাউল করিম, আমীর সুন্দরবন। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ২১৬ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

গাজী মিজানুর রহমান
সুন্দরবন

শাল গাঁও

গত ২৩ মার্চ ২০১৮ বাদ জুমুআ শালগাঁও জামাতের উদ্যোগে আনসার, খোদ্দাম ও লাজনাদের সম্মিলিত ভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম (প্রেসিডেন্ট) আ.মু.জা. শালগাঁও। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব নূরে আলম খান। এরপর বক্তৃতা করেন: হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী– এ বিষয়ে জনাব শামসুল ইসলাম স্থানীয় মোয়াল্লেম। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর রসূল প্রেম– এ বিষয়ে জনাব মাওলানা জহিরউদ্দিন আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্ আ.মু.জা. ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের পটভূমি জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ (ঘটুরা জামাত)। পরিশেষে সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এতে সর্বমোট ৫১ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট, শালগাঁও

তেরগাতী

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তেরগাতীর উদ্যোগে গত ২৩ মার্চ ২০১৮ রোজ শুক্রবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। বাদ মাগরীব হতে রাত ১০-৩০ পর্যন্ত তেরগাতী মসজিদে জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান চলে। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আব্দুর রব খন্দকার সাহেব এবং উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব মাসরূর আহমদ উৎস। উক্ত দিবসের তাৎপর্যের ওপর বক্তব্য রাখেন জনাব মফিজ উদ্দিন আহমদ, হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাব ও সত্যতা এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব সৈয়দ তোফালে আহমদ, হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আগমন ও মান্য করার গুরুত্ব এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন জনাব তুষার আহমদ। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী– এ বিষয়ে আলোকপাত করেন জনাব আনহার আহমদ। হাদীস ও কুরআনের আলোকে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী– এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম (২)। সবশেষে

সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এতে যেরে তবলীগসহ মোট ১০৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দ তোফায়েল আহমদ
জে. সেক্রেটারী, তেরগাতী

ধানীখোলা

গত ২৩ মার্চ ২০১৮ তারিখ বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ধানীখোলার উদ্যোগে স্থানীয় মসজিদে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট ডা: মোস্তাফিজুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে এবং জনাব তফাজ্জল হোসেন পাটোয়ারী সাহেব কর্তৃক কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। নযম পরিবেশন করেন জনাব মোমিনুল ইসলাম ও তাহের আহমদ রবিন। এছাড়া দিবসটির বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন সর্বজনাব তফজ্জল হোসেন পাটোয়ারী জনাব মাহমুদ, জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আসাদ, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ, আ.মু.জা. ধানীখোলা। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনের দায়িত্ব পালন করেন জনাব তাহীরুল আফরাদ পাভেল। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। ৪ জন মেহমানসহ মোট ৪৭ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মোস্তাফিজুর রহমান
প্রেসিডেন্ট, আ.মু.জা. ধানীখোলা

তেবাড়িয়া জামা'ত, নাটোর

গত ২৩শে মার্চ ২০১৮ তারিখ বাদ জুমুআ মসজিদ হাসেমে অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট মাওলানা নওশাদ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন রিফাত হোসেন শিশির (স্থানীয় মজলিসের কায়েদ)। নযম (উর্দু) পরিবেশন করেন রবিউল ইসলাম, বক্তৃতা পর্বে মসীহ্ মাওউদ দিবসের প্রেক্ষাপট, মসীহ্ মাওউদ দিবস পালনের গুরুত্ব, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ব্যক্তিগত জীবন এবং তাঁকে মান্য করার গুরুত্ব, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ইসলাম প্রচার এবং তার বিরোধিতা বিষয়গুলোতে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন হামজা আমীর আলী, জাকারিয়া আনোয়ার, এলাহী আল আমীন, প্রফেসর আব্দুল মতিন এবং জেড, এম, এ আব্দুর রাজ্জাক। বক্তৃতার মাঝখানে একটি উর্দু নযম পরিবেশন করে শোনান জনাব ফেরদৌস হাসান রিহাব। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ১২০ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ২ জন মেহমান ভাই উপস্থিত থেকে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান শ্রবণ করেন। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

নওশাদ আহমদ
তেবাড়িয়া, নাটোর

জামালপুর (হবিগঞ্জ)

গত ২৩ মার্চ ২০১৮ তারিখ বাদ জুমুআ জামালপুর (হবিগঞ্জ) জামাতের উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব রফিক আহমদ চৌধুরী। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন রনি আহমদ। নযম পরিবেশন করে রাফি আহমদ চৌধুরী। স্থানীয় জামাতের মুরব্বী মাওলানা রুহুল আমীন ও কবির আহমদ চৌধুরী সাহেব এতে বক্তব্য রাখেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবন সম্পর্কে বিভিন্নমুখী আলোচনা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৩০ জন সদস্যা/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

কবির আহমদ চৌধুরী
জেনারেল সেক্রেটারী, জামালপুর হবিগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ

গত ২৩ মার্চ ২০১৮ তারিখ বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ এর উদ্যোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব কাউসার আহমদ ভুইয়া। উদ্বোধনী দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি জনাব ফজল মাহমুদ, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ। উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব তৌফিক আহমদ। ২৩ মার্চ এর প্রেক্ষাপট এবং এর তাৎপর্য এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব শামীম আহমেদ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর দৃষ্টিতে একজন আদর্শ আহমদী এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব এনামুর রহমান আকন্দ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বিরোধিতা ও ঐশী সাহায্য এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মাওলানা তাহের আহমদ মুরব্বী সিলসিলা। বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব ফখরুল ইসলাম সেতু। সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি সাহেব। দোয়া পরিচালনা করেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা পাটোয়ারী, নায়েব আমীর-১ আ.মু.জা. নারায়ণগঞ্জ। অনুষ্ঠানে মোট উপস্থিতি ১৪২ জন।

ফজল মাহমুদ
আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জ

কোড্ডা

গত ২৩ মার্চ ২০১৮ তারিখ বাদ আসর মসজিদে মাহমুদ-এ জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব গাজী মাজহারুল খোকন এর সভাপতিত্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত ও নযম পরিবেশন করেন জনাব এজাজ আহমদ ভূঁইয়া ও জনাব তৌফিক আহমদ ভূঁইয়া। দিবসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন জনাব তছলিম আহমদ যয়ীম আলা মজলিস আনসারুল্লাহ। জনাব এনামুল হক ও জনাব আবদুল হাকীম মোয়াল্লেম, কোড্ডা। সবশেষে সভাপতির মুল্যবান দোয়া ও বক্তৃতার মাধ্যেমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সভায় উপস্থিত ছিল আশাব্যাঞ্জক।

এনামুল হক

বীরগঞ্জ

গত ২৩ মার্চ ২০১৮ তারিখ মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন জনাব মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, প্রেসিডেন্ট আ.মু.জা. বীরগঞ্জ। সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব শামীম আহমদ মোয়াল্লেম আ.মু.জা. বীরগঞ্জ। মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন জনাব শাহ আলম খান মোয়াল্লেম এবং জনাব মাওলানা জাহিদ আহমদ শুভ, মুরব্বী সিলসিলা ও স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব। সবশেষে সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন।

শামীম আহমদ, আ.মু.জা. বীরগঞ্জ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে ওয়াকারে আমল

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, আশকোনার উদ্যোগে গত ৩০/০৩/২০১৮ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার স্থানীয় এলাকায় মশা নিধন কার্যক্রম করা হয়। কর্মসূচী সকাল ১০-১২ পর্যন্ত চলে। এতে ১০ জন খোদ্দাম অত্যন্ত শ্রম দিয়ে আনন্দের সাথে এই কার্যক্রম শেষ করে। খাদেমগণ ঝোপঝাড় কেটে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করে, নর্দমা ও গর্তের ময়লা পানি পরিষ্কার করে মশার ডিম, বাচ্চা ও আবাসন স্থান ধ্বংস করে এই কার্যক্রম শেষ করে। উল্লেখ্য যে, আশকোনা ও তার আশপাশের এলাকায় মশার অত্যন্ত উপদ্রব। দিনেও এদের অত্যাচার হতে রেহায় পাওয়া ভার। আদর্শমন্ডিত কাজ দেখে স্থানীয় নন-আহমদীগণ বেশ অনুপ্রাণিত হন। দোয়া শেষে নাস্তা দ্বারা আপ্যায়নের পর ওয়াকারে আমল কার্যক্রমটি শেষ হয়।

কায়েদ, আশকোনা হালকা

ঘাটুরা

গত ২৪ মার্চ মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। বাদ মাগরীব থেকে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে রাত ৯টায় অনুষ্ঠান শেষ হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত, উর্দু নযম, বাংলা নযম, প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে দিবসের গুরুত্ব আলোচনা করা হয়। এতে মোট ১৩০ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

এস. এম. সেলিম
জেনারেল সেক্রেটারী, আ.মু.জা. ঘাটুরা

দুর্গারামপুর

গত ২৩ মার্চ ২০১৮ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আ.মু.জা. দুর্গারামপুরের উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব এস, এম, রহমত উল্লাহ্ কায়েদ, তাহরীকে জাদীদ ম.আ. বাংলাদেশ। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব বেলাল আহমদ, সেক্রেটারী মাল সাহেব এবং নযম পরিবেশন করেন এস এম জাফর উল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর গৌরবময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন সর্বজনাব আমীর মোহাম্মদ ভূইয়া, সহকারী রিজিওনাল নাযেম আলা মজলিস আনসারুল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট রিজিওন, স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব দেলোয়ার হোসেন, জনাব এস, এম, রহমত উল্লাহ্ কায়েদ তাহরিক-ই-জাদীদ মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ। অত:পর মোহতরম প্রেসিডেন্ট সাহেবের সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৩৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

ডা. মোহাম্মদ তৌফিক-ই-ইলাহী, প্রেসিডেন্ট

পুরুলিয়া

গত ২৩/০৩/২০১৮ তারিখ বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, পুরুলিয়ার উদ্যোগে মসীহ মাওউদ (আ.) দিবস পালিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব হাফিজুর রহমান। কুরআন তিলাওয়াত করেন জনাব রকিবুল আহমদ শান্ত। নযম পাঠ করেন ইরফান আলী। বয়াতের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব আব্দুর রহমান, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব জহিরুল ইসলাম জুয়েল, ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর পবিত্র জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব আল আমিন হক তুষার। সবশেষে সভাপতি সাহেব ইমাম মাহদী (আ.)-এর কিশ্‌তিয়ে নূহ পুস্তক হতে 'কে আমার জামাতভুক্ত কে নয়' তা তুলে ধরেন এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ৫৪ জন স্থানীয় জামাতের সদস্য ও সদস্যা এবং ১ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

হাফিজুর রহমান, প্রেসিডেন্ট, আ.মু.জা. পুরুলিয়া

তাহেরাবাদ

গত ২৩ মার্চ বাদ জুমুআ মসিহ মাওউদ (আ.) দিবসের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব আলহাজ মোহাম্মদ ইউনুস আলী সাহেবের সভাপতিত্বে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন এবং নযম পাঠ করেন মাহেনুর রহমান কনক। পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন, মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, মোহাম্মদ আঃ রাজ্জাক, মোহাম্মদ জিন্নাত আলী ও মোয়াল্লেম ফরহাদ হোসেন এবং সবশেষে সভাপতি সাহেব সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করেন। এতে ৪৪ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। সবাইকে তবারক দিয়ে দোয়া করে সভাপতি সাহেব সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, জেনারেল সেক্রেটারী
আ. মু. জামাত, তাহেরাবাদ, বাঘা, রাজশাহী।

রঘুনাথপুর বাগ

গত ২৩ মার্চ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রঘুনাথপুর বাগ-এর উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। জনাব ইনসান আলী ফকির, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরজী-এর সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ আকরাম এবং অনুবাদ পড়েন জনাব আকাশ। উর্দু নযম পরিবেশন করেন সুরাইয়া আক্তার (সদী)। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সত্যতা ও তার আগমনের উদ্দেশ্য নিয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব এস. এম. মহমুদুল হক, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। এরপর সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে এ দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। এতে ৫৭ জন আহমদী সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ জাহিদ হাসান (আব্দুল্লাহ্)
জেনারেল সেক্রেটারী, আ.মু.জা. রঘুনাথপুর বাগ

বানিয়াজান জামা'তে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন

গত ২৩/০৩/২০১৮ তারিখ বানিয়াজান জামাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। পরে স্থানীয় মুরব্বী সাহেবসহ অন্যান্য বক্তারা দিবসটির প্রেক্ষাপট ও বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে মোট উপস্থিতি ৩৭ জন এবং মেহমান ২ জন।

প্রেসিডেন্ট, আ. মু. জা., বানিয়াজান

চড়াইখোলা জামাতের উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালিত

গত ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখে বাদ আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন জনাব জামালউদ্দিন প্রমাণিক, প্রেসিডেন্ট চড়াইখোলা। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম এবং নযম পরিবেশন করেন আল আমীন হোসেন। ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সত্যতা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন মুহাম্মদ ইমরান আহমদ, মোয়াল্লেম। সবশেষে সভাপতির দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে মোট ৩০ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ ইমরান আহমদ
মোয়াল্লেম, আ.মু.জা. চড়াইখোলা

লাজনা ইমাইল্লাহ্ রংপুর

লাজনা ইমাইল্লাহ্, রংপুরের উদ্যোগে গত ২৬/০৩/২০১৮ তারিখ রোজ সোমবার স্থানীয় মসজিদ প্রাঙ্গনে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। উক্ত সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সুইটি জাবের। দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবা দিলরুবা জামান। নযম পরিবেশন করেন শাহনাজ পারভীন। তারপর দিবসটির তাৎপর্য ও গুরুত্ব নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন মোহতরমা রেজওয়ানা রশীদ, দিলরুবা জামান, আনোয়ারা বেগম, আমাতুল করিম, হুসনে আরা। বক্তৃতার মাঝে নযম পরিবেশন করেন মালিহা নুদরাত এবং সবশেষে নযম পেশ করেন সেলিনা আহমেদ। পরিশেষে প্রেসিডেন্ট সাহেবা দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে লাজনা ও নাসেরাত মিলে মোট ৪৬ জন উপস্থিত ছিলেন।

দিলরুবা জামান (মুক্তা)
প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, রংপুর

লাজনা ইমাইল্লাহ্, শ্যামপুর রংপুর

গত ২৬/০৩/২০১৮ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্, শ্যামপুর রংপুরে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে ইমাম মাহ্দী (আ.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক ও ২৩ শে মার্চের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে লাজনা ১৯ জন, নাসেরাত ৫ জন ও শিশু ৭ জন উপস্থিত ছিলেন।

নুসরাত শারমীন
জি.এস লাজনা ইমাইল্লাহ্ শ্যামপুর, রংপুর

লাজনা ইমাইল্লাহ্, শ্যামপুর রংপুরে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন

গত ০৯/০৩/২০১৮ তারিখ লাজনা ইমাইল্লাহ্ শ্যামপুরের উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ (রা.) দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনুষ্ঠানে মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক ও ২০ ফেব্রুয়ারির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে লাজনা ১৮ জন নাসেরাত ৬ জন শিশু ৩ জন উপস্থিত ছিলেন।

মামুরা হোসেন, প্রেসিডেন্ট
জি. এস লাজনা ইমাইল্লাহ্ শ্যামপুর, রংপুর

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুরের উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপিত

গত ২৬ মার্চ বিকাল ৪টায় ফাজিলপুর মজলিসে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আমাতুল মজিদ সাহেব ও নযম পরিবেশন করেন ফাইজা আকতার। এরপর ২৩ মার্চ এর গুরুত্ব ও আমাদের করণীয়, ২৩ মার্চে ইসলামের নব জীবন ও আহমদীয়া জামাতের কর্মকান্ড, এই দিনে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কর্মময় সংক্ষিপ্ত-জীবনীর ওপর বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে নিশাত তাসনিম মুনা, সালেহা আকতার, ফারহানা রেজোয়ানা, সাজেদা আকতার এবং আমাতুল মজিদ সাহেবা। সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়। মোট উপস্থিত ছিলেন ১২ জন।

আমাতুল মজিদ

লাজনা ইমাইল্লাহ সুন্দরবনে বড়ভেটখালী মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালিত

গত ২৪ মার্চ রোজ শনিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ বড়ভেটখালী (সুন্দরবন) এর উদ্যোগে বিকাল ৪ ঘটিকা থেকে ৬টা পর্যন্ত বায়তুস সুবহান মসজিদে মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস উদযাপন করা হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন রোকেয়া পারভীন। দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী সাহেবা শাহানারা মাগফুর, নযম পরিবেশন করেন সিনথিয়া পারভীন। অনুষ্ঠানে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সত্যতার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন নিয়ে আলোচনা করেন তামান্না পরাভীন। এরপর মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন রেশমা তারক। সবশেষে সভানেত্রী সাহেবা বক্তব্য রাখেন এবং দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। এতে মোট ৫৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

শাহানারা মাগফুর, প্রেসিডেন্ট

লাজনা ইমাইল্লাহ্ বড়ভেটখালী (সুন্দরবন)-এর উদ্যোগে তবলীগ সেমিনার অনুষ্ঠিত

গত ২০/০৩/২০১৮ রোজ মঙ্গলবার বাদ আসর হতে লাজনা ইমাইল্লাহ্ বড়ভেটখালীর উদ্যোগে এক তবলীগি সেমিনারের আয়োজন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আমেনা খাতুন। দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী সাহেবা এবং হাম্‌দ পাঠ করেন সোহানা ইসলাম। এরপর বক্তব্য প্রদান করেন আরিফা এদিব, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর মানুষের ঈমান ও অপরের দোষ ত্রুটি ঢেকে রাখা নিয়ে। আহমদীয়াতের পরিচিতি পড়ে শুনান সোহেলী নাসির এবং হিন্দু ধর্মগ্রন্থ সমূহে মুহাম্মদ (সা.) আগমন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা করেন শাহানারা মাগফুর। দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। এতে মোট ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন।

শাহানারা মাগফুর, প্রেসিডেন্ট

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুরের উদ্যোগে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ১৫ ও ১৬ই মার্চ লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুরের উদ্যোগে ২ দিন স্থানীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন সকাল ১০.৩০ মিনিটে প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ মিসেস মোস্তারিন আকাতার এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত, হাদীস পাঠ ও নযম এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান এর শুভ সূচনা হয়। ১১টা হতে ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত কুরআন ক্লাস করান তাহেরা মজিদ, [উনি ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ হতে এখানে বেড়াতে এসেছিলেন]। দোয়ার ক্লাস ১২.৩০ পর্যন্ত পরিচালনা করেন তাহেরা মজিদ। এরপর খাওয়া, যোহর ও আসর নামাযের বিরতির পর ৩.৩০ মিনিট হতে-৪.৩০ মিনিট পর্যন্ত নামায এর ক্লাস পরিচালনা করেন আমাতুল মজিদ সাহেবা। এরপর ৪.৩০ মিনিট হতে ৫.১৫ মিনিট বক্তৃতা "সকল বিশ্বাসের মূল ভিত্তি আল্লাহ্ তা'লা"-এর ওপর কুরআন হাদীস ও মলফুযাত থেকে বিভিন্ন পয়েন্ট বের করে ক্লাস নেন মিসেস মোস্তারিন আকতার। দোয়ার মাধ্যমে ১ম দিনের অধিবেশন সমাপ্ত হয়। ২য় দিন ১৬ই মার্চ সকাল ১০.৩০ মিনিটে প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া, হাদীস পাঠ ও নযমের পর কুরআন ও দোয়ার ক্লাস শুরু হয়। পরিচালনা করেন ১১–১২.৩০ পর্যন্ত মিসেস তাহেরা মজিদ সাহেবা। এরপর খাওয়া এবং জুমুআর নামাযের বিরতির পর ৩টা হতে ৪.৩০ মিনিট ব্যবহারিক নামায ক্লাস ও ৩.৪৫ মিনিট হতে ৪.৩০ মি. পর্যন্ত বক্তৃতা "যাবতীয় কল্যাণ কুরআনে নিহিত"-এর ওপর বিভিন্ন পয়েন্ট নিয়ে ক্লাস দুটি পরিচালনা করেন মিসেস আমাতুল মজিদ। বক্তৃতা ক্লাসের পর ছোট ছোট প্রশ্ন ও উত্তর আদান-প্রদান করা হয়। ৪.৩০ মি. হতে ৬টা পর্যন্ত পরীক্ষা নেয়া হয়। কুরআন ও দোয়ার পরীক্ষা পরিচালনা করেন আমাতুল মজিদ সাহেবা ও তাহেরা মজিদ সাহেবা। নামায ও দোয়ার পরীক্ষা নেন আমাতুল মজিদ সাহেবা এবং মোস্তারিন আক্তার সাহেবা।

মোট পরীক্ষার্থী ছিলেন ৭ জন। ১ম দিন ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন ১১ জন ২য় দিন ক্লাসের উপস্থিত ছিলেন ১২ জন। ২৬ মার্চ মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করার পর লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুর তালিম তরবিয়তী ক্লাসের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। আল্লাহ্‌র রহমতে তালিম তরবিয়তী ক্লাস সফলতার সাথেই সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

ফাজিলপুর জামাতে ৪ দিনব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়া ফাজিলপুর কর্তৃক যৌথভাবে গত জানুয়ারি ৩ তারিখ হতে ৬ তারিখ পর্যন্ত তালিম তরবিয়তী ক্লাসের আয়োজন করা হয়। তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রতিদিন ক্লাস পরিচালনা করেন জনাব মুহাম্মদম জাহিদুল ইসলাম, স্থানীয় মোয়াল্লেম। মাঝে মধ্যে ক্লাস নেন স্থানীয় কায়েদ জনাব সাইফুল ইসলাম। ক্লাসে শেখানো হয়: অর্থসহ নামায, নাজেরা কুরআন, দ্বীনি মালুমাত, হাদীস খোদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য। ৬ তারিখে বিভিন্ন পরীক্ষা নিয়ে পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে সভার সমাপ্ত হয়।

মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
আ.মু.জা. ফাজিলপুর

নাসেরাতুল আহমদীয়া ফাজিলপুরের তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২৫ ও ২৬ জানুয়ারি ২ দিন ব্যাপী সংক্ষিপ্ত আকারে নাসেরাতুল আহমদীয়া, ফাজিলপুরের তালিম-তরবিয়তী ক্লাস করার পর আবারো গত ১৫ ও ১৬ই ২০১৮ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সাথে ২ দিন ব্যাপী স্থানীয় তালিম তরবিয়তী ক্লাসের আয়োজন করা হয় নাসেরাতদের। উক্ত অনুষ্ঠানে সকাল ১০.৩০ মি. উদ্বোধনের পর ১১টা হতে ১.৩০ মি. হতে কুরআন ও দোয়ার আলাদা করে ক্লাস পরিচালনা করেন আমাতুল মজিদ সাহেবা। খাওয়া ও নামাযের বিরতির পর লাজনাদের নামায-এর ক্লাস নেয়া হয়। ২য় দিন ও একই নিয়মে ক্লাস নেয়া হয়। ৫টা হতে পরীক্ষা হয়। পরিচালনা করেন মোস্তারিত আকতার ও ফারহানা রেজোয়ানা। দুই দিনের ক্লাসের উপস্থিতি: ১ম দিন ২ জন ২য় দিন ৩ জন। পরীক্ষার্থী ৩ জন। ২৬ মার্চ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র মসীহ্ মাওউদ দিবসের দিন পুরস্কার প্রদান করা হয়। আলহামদুলিল্লাহ্।

আমাতুল মজিদ
তালিম ও তরবিয়ত সেক্রেটারী, লাজনা ইমাইল্লাহ্ ফাজিলপুর

নববর্ষ বিশেষ তাহাজ্জুদ নামায আদায়

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, হেলেঞ্চাকুড়ীর উদ্যোগে ১৩ এপ্রিল ২০১৮ দিবাগত রাতে পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে বিশেষ তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা হয়। উক্ত তাহাজ্জুদ নামাযে সর্বমোট ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

আতিকুর রহমান

মাহিল্যা জামাতে, বৃক্ষরোপন সপ্তাহ পালন

গত ২১/০৯/২০১৭ হতে ২৭/০৯/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত আ.মু.জা. মাহিল্যা জামাত বৃক্ষরোপন সপ্তাহ পালন করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। মাহিল্যা জামাতের ৩৮টি পরিবারের প্রত্যেকটি পরিবারকে আম, লিচু, পেয়ারা, লেবু কমলালেবু, ইত্যাদি মিলিয়ে ৫টি করে গাছের চারা দেওয়া হয়েছে। আশপাশের গয়ের আহমদী ও চাকমা মিলিয়ে ৬৫টি পরিবারকে একটি করে আম ও একটি করে লিচুর চারা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও ইউপি চেয়ারম্যান, স্থানীয় মেম্বার ও পাশের উচ্চ বিদ্যালয়ে কিছু চারা দেওয়া হয়েছে এবং মসজিদ কমপ্লেক্স-এ কিছু চারা রোপণ করা হয়েছে।

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, প্রেসিডেন্ট

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, প্রফেসর আতিয়া আহমেদ, পিতা- মরহুম ডা. আহমদ আলী, স্বামী- জনাব আ. স. আ. জহুরুল হোসেন, গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ তে BARDEM হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন), মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তারুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে বিদ্যোৎসাহী পিতৃব্য, মরহুম সিদ্দীক আলী এবং মরহুম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর এর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে রসায়ন শাস্ত্রে এম, এস, সি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৬৮ সনে সরকারী কলেজে অধ্যাপনা পেশায় নিয়োজিত হন এবং পরবর্তী কালে প্রফেসর র‍্যাঙ্কে উন্নীত হয়ে সরকারী জিয়া মহিলা কলেজ, ফেনীতে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। ২০০২ সনে চট্টগ্রাম সরকারী মহিলা কলেজ হতে অধ্যক্ষ পদেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী, দুই কন্যা, দুই নাতনী রেখে যান। জামাতের সকল সদস্যের কাছে মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। আল্লাহ্ তাঁর বিদেহী আত্মাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন, আমীন।

মরহুমার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের পক্ষে, রাশেদা জহুরা, জ্যেষ্ঠা এবং মাসুদা মোহসেনা, কনিষ্ঠা কন্যাদ্বয়।

"ডালিয়া" বাড়ী নং- ৪০/বি, রোড নং-১১ (নতুন), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা।

* গত ১৯/০৩/২০১৮ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কোড্ডার মুসী ডা: খলিলুর রহমান সাহেব ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মরহুম মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া কোড্ডার কায়েদ, মজলিসে আনসারুল্লাহ্, কোড্ডার যয়ীম এবং দীর্ঘদিন যাবৎ জামাতের আমেলার সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে মরহুম দুই ছেলে, তিন কন্যা, ১৭ জন নাতি-নাতনী ও অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুম একজন গ্রাম্য-চিকিৎসক হিসাবে সারা জীবন মানুষের খেদমত করে গেছেন। মরহুমের ঈমানী শক্তি ছিল খুব প্রখর। গ্রামের মোখালেফাতে কখনও মরহুম ঈমান হারান নাই। আমি মরহুমের বিদেহী আত্মার জন্য সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

গাজী মাজহারুল খোকন, প্রেসিডেন্ট
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, কোড্ডা

মিরপুর মসজিদে নও-মোবাইন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্ তা'লার আশেষ ফজলে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুরের উদ্যোগে নও-মোবাইন সম্মেলন গত ২৬শে মার্চ, ২০১৮ রোজ সোমবার মিরপুর মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। মিরপুরে অবস্থানরত বিগত কয়েক বছরের মধ্যে বয়াত গ্রহণকারী খোদ্দাম, আনসার ও লাজনা নও-মোবাইন সদস্য ও সদস্যাগণের জন্য এই তরবীয়তী ক্লাসের আয়োজন করা হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলনের শুরু হয়। কোরআন তেলাওয়াত করেন নও-মোবাইন সদস্য মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্থানীয় মজলিসের যয়ীম আলা আনসারুল্লাহ্ ও আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ এর ন্যাশনাল সেক্রেটারী-তরবীয়ত নও-মোবাইন, আবুজাকির আহমদ সাহেব। স্বাগত বক্তব্যে তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর-এর নও মোবাইন সদস্য ও সদস্যগণের একটি সংক্ষিপ্ত তথ্য তুলে ধরেন এবং তাদেরকে জামাতের রুটিন কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণের পরিকল্পনা পেশ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত মিরপুর এর সম্মানীত আমীর মোকাররম মোহাম্মদ গোলাম কাদের সাহেব। নও-মোবাইন সদস্যদের সাথে তিনি ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন এবং সাংগঠনিক রুটিন কার্যক্রমে তাদেরকে সম্পৃক্তকরণের উপর গুরুত্বারোপ করেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী নও মোবাইন সদস্য ও সদস্যাগণ তাদের পরিচয় পেশ করেন এবং বয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাক্তিগত দোয়া কবুলিয়তের নিদর্শন এবং আহমদীয়া জামাতে দাখিল হওয়ার পর আধ্যাত্মিকভাবে কিভাবে উপকৃত হয়েছেন তার বর্ণনা করেন। সম্মেলনে মূল তরবীয়তী বক্তব্য পেশ করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মোবাল্লেগ ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। মোবাল্লেগ ইনচার্জ সাহেব দীর্ঘ সময় নিয়ে উপস্থিত সকলকে নসিহত করেন এবং সামাজিক ব্যাধি ও অবক্ষয় থেকে মুক্ত থাকার জন্য ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা নিজ গৃহে অনুশীলনের আহ্বান জানান। নিয়মিত ভাবে দোয়া করা এবং যুগ খলিফার (আই.) সাথে ব্যাক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি তিনি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দান করেন। কেন্দ্র থেকে আগত মাওলানা সোলাইমান সুমন ও স্থানীয় মুরুব্বী মাওলানা ফুরাদ আহমদ সাহেব এতে অংশগ্রহণ করেন। সকাল ১২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলমান এই তরবীয়তী ক্লাসে ৮৮ জন নও মোবাইন সদস্য-সদস্যা ও ৩৪ জন মেহমান এবং স্থানীয় সদস্যসহ ২৯০ জন অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে ৭ জন মহিলা বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামাতে দাখিল হন।

সবশেষে দোয়ার মাধ্যমে নও-মোবাইনদের জন্য আয়োজিত এ তরবীয়তী সম্মেলন সমাপ্ত হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য চা-নাস্তা ও খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল। স্থানীয় মজলিসের খাদেমরা অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে নিরাপত্তা কার্যক্রম ও খাবার বিতরণের কাজে অংশগ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, মিরপুর

শুভ বিবাহ

* গত ২২/১২/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ আঞ্জুমনোয়ারা বেগম, পিতা- আজম আলী মোহাম্মদ, পাটোয়ারী পাড়া, (ধর্মপুর) বদরগঞ্জ, রংপুর-এর সাথে মোহাম্মদ রুহুল আমীন রিয়ন, পিতা- মোহাম্মদ আলী, গ্রাম+পোঃ নিউ-সোনাতলা, থানা-সারিয়াকান্দী, জেলা-বগুড়া-এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৬৯/২০১৭।

* গত ২৫/১২/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ শান্তা ইসলাম, পিতা- এস, এম, শফিকুল ইসলাম, গ্রাম- মীরগাং, ডাকঘর- যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর সাথে জনাব আমীর হামজা আল মেহেদী, পিতা- মোহাম্মদ মনজুরুল আলম, ১৫/১, দারুল ফজল, নিরালা, আ/এ, রোড, নং-১, খুলনা-এর বিবাহ ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৭০/২০১৮।

* গত ২৫/১১/২০১৭ তারিখ মোসাম্মাৎ শামিমা আক্তার রিক্তা, পিতা- আবু তাহের, শালশিড়ি, পোঃ ফুলতলা হাট, উপজেলা বোদা, জেলা-পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ মমিন মিয়া, পিতা- মরহুম মঞ্জুরুল ইসলাম, গ্রাম মদনের পাড়া, পোঃ ভবানীগঞ্জ, উপজেলা ফুলছড়ি, গাইবান্ধা-এর বিবাহ ১,০০,৯৯৯/- (এক লক্ষ নয়শত নিরান্নবই) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৭১/২০১৭।

* গত ১৯/০১/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ আমাতুন মাতিন মিষ্টি, পিতা- সাহাব উদ্দীন, গ্রাম+পোঃ ফাজিলপুর, জেলা- ফেনী-এর সাথে গোলাম রসূল মুন্না, পিতা- মোহাম্মদ আবুল খায়ের, চরদুখিয়া, ডাকঘর, গন্ডামারা, জেলা-চাঁদপুর-এর বিবাহ ১,৮০,০০০/- (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৭২/২০১৮।

* গত ১১/০২/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ কহিনুর আক্তার, জনাব পিয়ার আলী, দক্ষিণ খান, নন্দীপাড়া, ঢাকা-এর সাথে জনাব মাহমুদ আহমদ, পিতা- এহেসানুর রহমান, ১৩৪, মালিবাগ, ১ম গলি, ঢাকা-এর বিবাহ ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৭৩/২০১৮।

* গত ০৯/০২/২০১৮ তারিখ মোসাম্মাৎ পিংকি আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ আবুল পাঠান, আহমদনগর, ধাক্কামারা, পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, পিতা- মোহাম্মদ ছুলেমান, আহমদনগর, ধাক্কামারা, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ৯০,০০৫/- (নব্বই হাজার পাঁচ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ ১৪৭৪/২০১৮।

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) সম্প্রতি ২০ এপ্রিল ২০১৮ রোজ শুক্রবার প্রদত্ত খুতবায় তবলীগের কাজে জামা'তের কর্মকর্তা ও আপামর সদস্যদের করণীয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশ প্রদান করেছেন। আমাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হুযূর (আই.)-এর মূল্যবান নসীহতসমূহ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

১) সুরা হা মীম আস্ সাজদার ৩নম্বর আয়াতের আলোকে হুযূর(আই.) বলেন, এই আয়াত সেসব বৈশিষ্টের চিত্র অঙ্কন করেছে যা একজন মু'মিনের মাঝে বিদ্যমান থাকা উচিত। এখানে আল্লাহ্ তা'লা তিনটি বৈশিষ্ট উল্লেখ করেছেন, যদি এগুলো কারো মাঝে থাকে তবে তার জীবনে বিপ্লব সাধিত হতে পারে; কেবল ব্যক্তিজীবনেই নয়, বরং সমাজেও সে বিপ্লব সাধন করতে পারে। এ বৈশিষ্টের প্রথমটি হলো, 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্' বা আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করা।

২) এ বৈশিষ্ট একজন মু'মিনকে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনকারী এবং অন্যদের মাঝে সেই শিক্ষা প্রচারকারীতে পরিণত করে: যা তাকে এ কথা শেখায় যে, পৃথিবীবাসীকে শেখাও আল্লাহ্ তা'লার অধিকার কী আর তা তোমরা কীভাবে প্রদান করবে, তোমাদের নিজেদের পরস্পরের প্রতি কী অধিকার আছে এবং তা কীভাবে প্রদান করা সম্ভব। অন্যদেরকে এসব শিক্ষা দেয়ার প্রতি তখনই মনোযোগ সৃষ্টি হতে পারে , যখন তাদের প্রতি হৃদয়ে এক প্রকার বেদনা থাকে, তাদেরকে শয়তানের কবল থেকে রক্ষার ব্যাপারে মনে এক প্রকার উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা থাকে।

৩) হুযূর (আই.) বলেন, আজ এমটিএ'র মাধ্যমে অহোরাত্র ইসলামের যে প্রচার কাজ চলছে, আমার খুতবা ইত্যাদি সরাসরি বিভিন্ন ভাষায় অনুদিতও হচ্ছে এগুলি সবই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা; নতুবা এই বিশাল কর্মকাণ্ড চালানোর মত কোন সাধ্যই আমাদের ছিল না বা এখনও নেই। কেবলমাত্র আল্লাহ্ চাইছেন যে আমরা যেন তাঁর চালানো এই কর্মকাণ্ডে অংশীদার হই, তাই আমাদের এই সুযোগ দিচ্ছেন; আর সেজন্যই আমাদের আবশ্যিক দায়িত্ব হলো, আমরা যেন তবলীগের কাজে যথাসাধ্য অংশগ্রহণ করি।

৪) তবলীগ, ধর্মীয়জ্ঞান অর্জন এবং আহমদীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রসঙ্গে গত খুতবার ন্যায় এ খুতবায়ও হুযূর(আই.) **'কিশতিয়ে নূহ'** পুস্তকের **আমাদের শিক্ষা** অংশটি বারংবার পড়ার নির্দেশ দেন।

৫) আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ মাওউদ(আ.)এর বাণী প্রচারের ও বিজয়যাত্রার অংশ বানান; আমরা যেন তওবা-ইস্তেগফার ও দোয়ার মাধ্যমে তবলীগের দয়িত্ব পালনকারী হই , আল্লাহ্ ও বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানকারী হই, আমাদের প্রত্যেকটি কাজের উদ্দেশ্য যেন আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হয়, আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার পরিপূর্ণ আনুগত্যকারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হই; যদি আমরা এ বিষয়গুলোর প্রতি যথাযথভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখি তাহলে তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ইসলামের বিজয়ের দিনও দেখতে পাব, ইনশাআল্লাহ্ !

এ খুতবার আলোকে প্রতেকের নিজ নিজ অবস্থান থেকে নিয়মিত তবলীগ করে যুগইমামের অমূল্য দিকনির্দেশ বাস্তবায়ন করা অবশ্য কর্তব্য। অতএব, সকল আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নির সচেতন-সক্রিয় অংশগ্রহণ একান্তভাবে কাম্য।

[মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের পত্র নং: ন্যা.আমীর/তবলীগ/১৭৮০-এর আলোকে উপস্থাপিত]

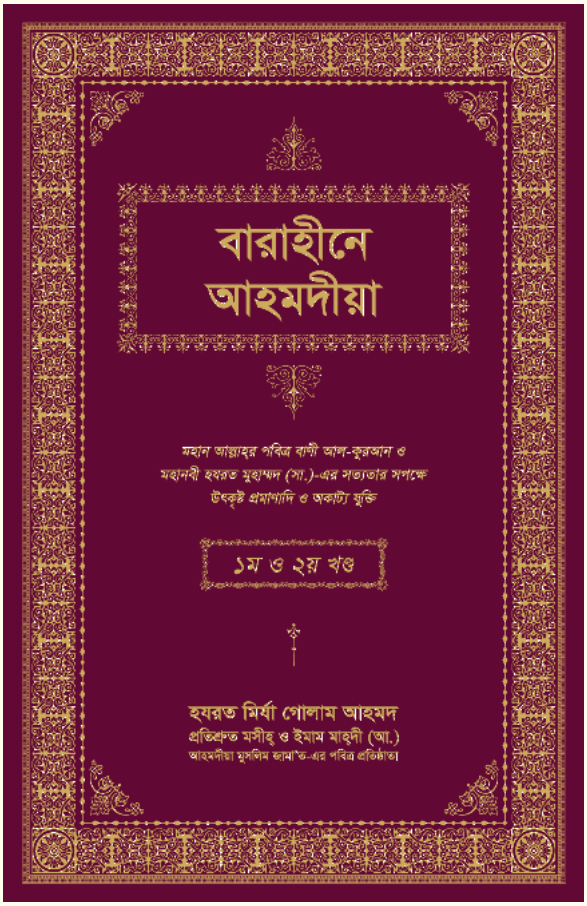

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ কৃপায় যুগান্তকারী ও অবিস্মরণীয় পুস্তক **'বারাহীনে আহমদীয়া'**র প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, তিনি তাঁর নিজ কৃপায় এ অসাধারণ পুস্তকটির অনুবাদ প্রকাশ করার আমাদেরকে তৌফিক দান করেছেন। এর পুরো নাম **'আলবারাহীনুল আহমদীয়াহ্ আলা হাক্কীয়্যতে কিতাবিল্লাহীল কুরআনে ওয়ান্ নবুয়্যাতীল মুহাম্মদীয়াহ্'** অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্র বাণী আল-কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতার সপক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণাদি ও অকাট্য যুক্তি।

'বারাহীনে আহমদীয়া'র মোট পাঁচটি খণ্ড রয়েছে। ২৩ খণ্ডে প্রকাশিত রূহানী খাযায়েন-এর প্রথম খণ্ডে রয়েছে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খণ্ড আর পঞ্চম খণ্ডটি রয়েছে একুশতম খণ্ডে। এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশ হয়।

বহুল প্রতিক্ষিত এ পুস্তক, যা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর দাবির পূর্বেই রচনা করেছিলেন এবং যেই পুস্তক সম্পর্কে সেই যুগে ভারতবর্ষে বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিগত তেরশ' বছর যাবত ইসলামের সপক্ষে এমন অসাধারণ সেবা প্রদান কারো পক্ষে সম্ভব হয় নি, যা এ পুস্তকের মহান লেখক করে দেখিয়েছেন।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

Right Management Consultants
Software Developer & MIS Solution Provider
Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

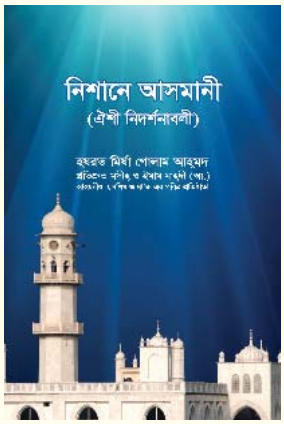

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.) **'নিশানে আসমানী'** গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় ১৮৯৬ সালে প্রণয়ন করেন।

এ বইটির মধ্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঐ সব বুযূর্গের মধ্য হতে দুইজন বুযূর্গ মজযুব গোলাব শাহ্ এবং নেয়ামতউল্লাহ্ ওলী'র সেসমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন যা ইমাম মাহ্দী আগমনের লক্ষণাবলী ও সত্যতা প্রকাশ করে।

বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্ (অব.) উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল।

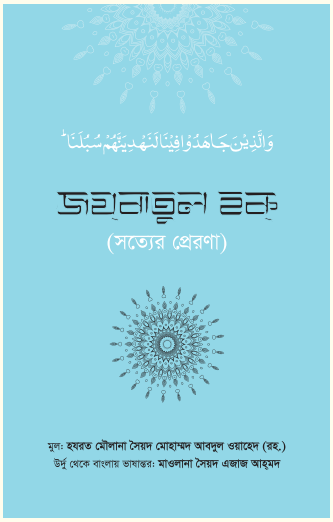

জয্বাতুল হক্ (সত্যের প্রেরণা) ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত আলেম হযরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) সাহেবের আধ্যাত্মিকতার পথে মহাসংগ্রামের ধারাবাহিক বিবরণ। তিনি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে আত্মিক প্রশান্তির সাথে ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফার হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। তার নিজের লেখা বইটি (মূল উর্দু) ছাপাখানায় থাকা অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন।

পরবর্তীতে তার সুযোগ্য সন্তান মাওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে এখন তার উত্তরসূরিগণ পুনরায় যথাযথ অনুমোদন নিয়ে বইটি পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

আমরা আশা করি যারা এই বইটি পড়বেন তারা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভের প্রেরণা পাবেন। উক্ত বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করে জামা'তের সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে অধ্যয়ন করার আকুল আবেদন রইল। বইটির শুভেচ্ছা মূল্য ২০/- টাকা মাত্র।

New Vol. No. 80 | 19 & 20th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

30th April, 2018 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

‘সুতরাং ধন্য সেই ব্যক্তি যে খোদার জন্য নিজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং সেই ব্যক্তি হতভাগ্য যে নিজের প্রবৃত্তির জন্য খোদার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং তাঁহার সহিত মিলন সাধন করে না। যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া খোদার আদেশ লঙ্ঘন করে সে কখনো বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারে না।’

(কিশ্‌তিয়ে নূহ পৃ-৩৮)

ধানসিড়ি রেস্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই

“জিসমী ইয়াতীরু ইলাইকা মিন শাওক্বিন ’আলা ইয়া লাইতা কানাত্ কুওওয়াতুত্ ত্বাইরানী”

তোমার পানে আমার দেহ উড়ে চলে যেতে যে চায়
থাকতো যদি সাধ্য আমার ভর করে সেই স্বপ্নডানায়
-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama’at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)